অনুচ্ছেদনং-১৩৯

শিরোনামঃ ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পূY© Ki‡Z ব্যর্থহ ওয়ায়বিলম্বে D³ KvR m¤ú~Y©কivi জন্য লিকুইডিটি ড্যামেজ কর্তন না করায় miKv‡ii আর্থিকক্ষতি ১,৬২,০৯,৮৭৮ ( এক কোটি বাষট্টি লক্ষ নয় হাজার আট শত আটাত্তর ) টাকা।

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন cÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 201৭-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০.০১.2019 wLª: n‡Z ৩০.0৪.2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j টেন্ডার নথি, বিল ভাউচার, ক্রয়াদেশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে,

* ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পূY© Ki‡Z ব্যর্থ হওয়ায় বিলম্বে D³ KvR m¤ú~Y© কivi জন্য লিকুইডিটি ড্যামেজ কর্তন না করায় miKv‡ii আর্থিক ক্ষতি ১,৬২,০৯,৮৭৮ টাকা। (বিস্তাঃ পরিঃ ১৩৯ দ্রঃ)।
* বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্যাকেজে বিভিন্ন প্রকারের ক্রীক উন্নয়নকাজের জন্য টেন্ডার ও Kvh©vদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন ঠিকাদারদের কে কাজ দেওয়া হয়। উক্ত টেন্ডার ডকুমেন্ট এ সেকশন-৪ এর Particular Condition of Contract এর GCC 27.1 অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, The Liquidated damages for the whole of the works are 1 % (one percent) of the contract price per day. the maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10 % (ten percent) of the final contract price.
* cÖKí KZ…©K Kvh©vদেশে বলা আছে যে, বর্ণিত কাজগুলো চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে । কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত ঠিকাদারগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়।
* ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিলম্বে সম্পন্ন করার জন্য লিকুইডিটি ড্যামেজ কর্তন করা হয় নি।

Awbq‡gi KviY: দরপত্র ও কাযাদেশের শর্তভঙ্গ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve: ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে । মাঝে-মধ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্জগের কারণে বিলম্বে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

wbixÿv gšÍe¨: কাযাদেশে শর্ত আরোপ করা হয় চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে কাজ সম্পূন্ন করতে ব্যর্থ হলে লিকুইডিটি ড্যামেজ কর্তন বাধ্যতামূলক । কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত ঠিকাদারদের নিকট বিপুল পরিমানের লিকুইডিটি ড্যামেজ কর্তন না করার জন্য `vq-`vwqZ¡ wbav©iYmn দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে `ªæZ AvcwË…KZ UvKv Av`vq Kiv Avek¨K|

নিরীক্ষার সুপারিশ: নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে cÖgvYK mn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদনং-১৪০

শিরোনামঃ Kvhv©‡`‡ki kZ© মতে wbav©wiZ mg‡q KvR ey‡S bv †`Iqv m‡Z¡I wewfbœ wVKv`vi‡K AwbqwgZ wej cwi‡kv‡a Awbqg 2,87,09,445 ( দুই কোটি সাতাশি লক্ষ নয় হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ UvKv|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন cÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 2017-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j wewfbœ cvwU©i wej fvDPvi Kvhv©‡`k bw\_ chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* Kvhv©‡`‡ki kZ© Abyhvqx wbav©wiZ mg‡q KvR ey‡S bv †`Iqv m‡Z¡I wewfbœ wVKv`vi‡K AwbqwgZ wej cwi‡kv‡a Awbqg 2,87,09,445/- UvKv| ( বিস্তাঃ পরিঃ ১৪০ দ্রঃ)।
* wewfbœ wVKv`vi‡K 22.02.2016 mv‡j µxK Dbœqb Ges µxK ¯’vcb Gi Rb¨ Kvhv©‡`k †`qv nq|
* Kvhv©‡`শের (O) bs kZ© wQj KvRwU Pzw³ m¤úv`‡bi ZvwiL n‡Z 120 w`‡b m¤úbœ Ki‡Z n‡e|
* cwiwk‡ó ewY©Z 07wU wVKv`vi‡K Kvhv©‡`‡ki D‡jøwLZ g~j¨ Abyhvqx PzovšÍ wej eve` 2,87,09,445/-UvKv cwi‡kva Kiv nq Zvi g‡a¨ AvswkK Kv‡Ri Rb¨ 1,36,33,911/-UvKv c~‡e© cwi‡kva Kiv nq|
* c~‡e© KZUzKz Kv‡Ri Rb¨ KZ UvKv cwi‡kva Kiv n‡jv Zv bw\_‡Z D‡jøL †bB|
* cwiwkó n‡Z †`Lv hvq †h, †gvU Kvhv©‡`k Gi g~j¨ 2,87,09,445/- UvKv Zvi g‡a¨ 1g we‡ji UvKv eve` 1,36,33,911/- UvKv cwi‡kva Kiv nq|
* Kvhv©‡`k Gi kZ© †gvZv‡eK KvR †kl bv nIqvq m‡Z¡I 45% Gi Dc‡i wVKv`vi‡K wej cwi‡kva Kivq `xN© w`b hver D³ KvR mgvß K‡iwb|
* 120 w`‡bi ¯’‡j 1eQ‡ii AwaK mgq c‡i KvR ey‡S wbj Ges wej cwi‡kva Kiv n‡jv Zv wbixÿv‡K Rvbv‡bvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq|

Awbq‡gi KviY: Kvhv©‡`‡ki kZ© js½b|

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve: পাহাড়ি প্রাকৃতিক দূর্জগের কারণে বিভিন্ন সময় কাজ বুঝে নিতে বা বুঝেদিতে বিলম্ব হয়েছে।

wbixÿv gšÍe¨: কাযাদেশের (ঙ) নং শর্ত ছিল কাজটি চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অপরদিকে কাযাদেশ এর শর্তমোতাবেক কাজ শেষ না হওয়ায় সত্বেও ৪৫% উপরে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয় সেকারণে ঠিকাদারগণ তাদের ইচ্ছামতে দীর্ঘদিন পরে অর্থাৎ১ বছরের অধিক সময় পরে কাজ শেষ করে কাজ বুঝে দেন এবং অনিয়মিত ভাবে ঠিকাদার দের বিল পরিশোধ করা হয় বিধায় কাজটি সঠিক হয়। উক্ত বিল পরিশোধের জন্য দায়দায়ীত্ব নির্ধারণসহ কাযকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ : নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নং-১৪১

শিরেোনামঃ আরএফকিউ (রিকোয়েষ্ট ফর কোটেশন) এবং ওটিএম (ওপেন টেন্ডান মেথড) পদ্ধতিতে পুকুর পুন: খনন এর শর্ত থাকা সত্ত্বেও ঢালাওভাবে এলসিএস (ল্যান্ডলেস কন্ট্রাকটিং সোসাইটি) পদ্ধতি অনুসরণ করে পুকুর খনন বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ১,১২,২১,৫৫৪ (এক কোটি বার লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্প পরিচালক, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর এর ২০‌১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- পুকুর খনন নথি এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

আরএফকিউ (রিকোয়েষ্ট ফর কোটেশন) এবং ও টি এম (ওপেন টেন্ডান মেথড) পদ্ধতিতে পুকুর পুন: খনন এর শর্ত থাকা সত্বেও ঢালাওভাবে এলসিএস (ল্যান্ডলেস কন্ট্রাকটিং সোসাইটি) পদ্ধতি অনুসরণ করে পুকুর খনন বাবদ ১,১২,২১,৫৫৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। যার বিবরণ পরিশিষ্ট “ ১৪১/১ ’’ তে দেয়া হলো ।

* মৎস্য অধিদপ্তরাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ক্রমিক নং-৫.১০ এবং ডিপিপি রে ১২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে পুন: খনন স্কীম বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওটিএম), কোটেশন (আরএফকিউ) অথবা চুক্তিবদ্ধ ভূমিহীন সমিতি এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
* আর্থিক ক্ষমতা অপর্ণ/২০১৫ (উন্নয়ন প্রকল্প) এর ক্রমিক নং-২৮ ও ২৯ মোতাবেক প্রতি ক্ষেত্রে আরএফকিউ পদ্ধতিতে ১০ লক্ষ টাকা এবং প্রতি ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতিতে ২.০০ কোটি পর্যন্ত টেন্ডার কার্য ও ভৌত সেবা করতে পারবে (কপি সংযুক্ত)।
* কিন্তু দেখা যায় যে, অত্র অফিস/প্রকল্প কর্তৃক ঢালাওভাবে কোটেশন/টেন্ডার ব্যতীত এলসিএস পদ্ধতির মাধ্যমে পুন: pখনন স্কীম বাস্তবায়ন করেছেন। যদি ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত স্কীমগুলি টেন্ডার বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দর প্রতিযোগীতার ঠিকাদার নিয়োগ করে পুন: পুকুর খনন করা হতো, দর প্রতিযোগীতায় দর কম পাওয়া যেত। পিপিআর এর বিধান লংঘন করে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ আর্থিক ক্ষমতা অপর্ণ/২০১৫ ও পিপিআর/২০০৮ অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অনুমোদিত ‍ডিপিপি-এ এলসিএস এর মাধ্যমে খনন কাজ করার বিধান রয়েছে। সুফলভোগীদের সুবিধার্থে এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ডিপিপিতে আরএফকিউ (রিকোয়েষ্ট ফর কোটেশন) এবং ওটিএম (ওপেন টেন্ডান মেথড) পদ্ধতিতে পুকুর পুন: খনন এর শর্ত রয়েছে ।তাহা অনুসরন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৪২

**শিরোনামঃ বিভিন্ন মেরামতকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করা এবং কম হারে কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,২৫,২৭,১৬৫ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ সাতাশ হাজার একশত পয়ঁষট্টি) টাকা ।**

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত অফিস সমূহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয় । নিরীক্ষা চলাকালীন- ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার সমুহ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

* বিভিন্ন মেরামতকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করা এবং কম হারে কর্তন করায় সরকারের ১,২৫,২৭,১৬৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নম্বর-১৪ মূসক/২০১৭, তারিখ-০১/৭/২০১৭খ্রিঃ এর সেবা কোড- এস,ও ০৩১.০০ অনুযায়ী পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে বিল পরিশোধকালে ১৫% হারে ভ্যাট এবং এস ও ৩৭.০০ মোতাবেক ৫% ও সেবা কোড এসও-৩৬.১০ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ভাড়া হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উপরোক্ত নির্ধারিত হার মোতাবেক ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
* সরবরাহকারীর বিল হতে আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। (যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১৪২ তে দ্রঃ)।
* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০১৮.১৭.৩৬৫ তারিখ ১৭.০৮.২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন, দ্রব্যাদি সরবরাহ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ টাকা পযন্ত পরিশোধিত বিলের উপর ২% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য কিন্তু দেখা যায় যে, ক্রোড়পত্রের উল্লেখিত বিভিন্ন বিল হতে আয়কর কর্তন করা হয়নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কম কর্তন করা হয়েছে। ফলে, উক্ত টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ সময়মত সার্কুলার না পাওয়ায় আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ উন্নত তথ্য প্রযুক্তির যুগে অফিসে বসেই সকল সার্কুলার পাওয়া যায়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সরকারি কোষাগারে উক্ত টাকা জমা দিয়ে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

**অনুচ্ছেদ নং-১৪৩**

**শিরোনামঃ পিপিআর এর ধারা পরিপালন না করে একাধিক লটে বিভক্ত করে অনিয়মিতভাবে ৫৯,৯০,৪৯৬ (উনযাট লক্ষ নব্বই হাজার চারশত ছিয়ানব্বই) টাকার আসবাবপত্র ক্রয়।**

**বিবরণঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* প্রকল্পের আওতায় সিলেট, নাটোর, নরসিংদী, নওগা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহের জন্য ৫৯,৯০,৪৯৬টাকা মূল্যের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় (বিবরণ পরিশিষ্ট ‘‘১৪৩ ’’ দ্রষ্টব্য)।
* আসবাবপত্র সমূহ ১৩ টি লটে বিভক্ত করে ক্রয় করা হয়েছে।
* পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(২) অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনায় কোন প্যাকেজ পাঁচটির অধিক লটে বিভক্ত করা যাবে না।
* ফলে পিপিআর বিধি লংঘন করে অনিয়মিতভাবে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

* পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(২) পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* রেকর্ডপত্র যাচাই করে দেখা যায় পিপিআর বিধি লংঘন করে ১৩টি লটে বিভক্ত করে উক্ত ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* পিপিআর এর ধারা পরিপালন না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ -১৪৪

শিরোনামঃ দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত কম দরে কাজ করায় প্রতিষ্ঠানের ২৩,৬৬,৪৭৮ (তেইশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার চার শত আঠাত্তর টাকা) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, রমনা, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় (Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের মঞ্জুরী, সংশ্লিষ্ট নথি, টেন্ডার ডকুমেন্টস, এষ্টিমেট সমূহ, এমবি, নকশা ও ভাউচার সমূহ হতে দেখা গেল যে, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দরের চেয়ে অতিরিক্ত কম দরে কাজ করায় প্রতিষ্ঠানের ২৩,৬৬,৪৭৮ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* মৎস প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, চাঁদপুর এর টিচার্স ডরমেটরী মেরামত ও সংস্কার কাজের নামে দরপত্র আহবান করা হলে ১০ টি দরপত্র পাওয়া যায়। যাচাই করে ১ টি দরপত্র বাতিল করা হয়। অবশিষ্ট ৯ টি দরপত্রের মধ্যে মেসার্স সুজন এন্টারপ্রাইজ, শাহবাজপুর, সরাইল, বি-বাড়িয়া ২৩,৬৭,০৭২.৩৯২ টাকা দরে সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হলে, নোয়া জারী করা হয় ২১.১২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এবং ১৮.০১.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, ঐ দিনেই কাযার্দেশ জারী করা হয় এবং কাজ শেষে দেখা যায় ২ টি বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারকে ২৩,৬৬,৪৭৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩৪,৯১,২৬৮.৬৫০ টাকা । দরপত্রে ঠিকাদারের উদ্দৃত্ত দর ছিল ২৩,৬৭,০৭২.৩৯২ টাকা যা প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা ৩২.২০১% কম ফলে দরপত্র সরাসরি বাতিলযোগ্য ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে দরপত্র বাতিল না করে দরপত্র রেসপন্সিভ করে কাযার্দেশ জারী করা হয়েছে।
* কারণ ০১ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে সরকারি গেজেটের মাধ্যমে জারীকৃত পিপিএ-২০০৬ এর ২৪ নম্বর আইনের ৩১ ধারার সংশোধন–উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) এর নুতন উপ-ধারা (৩) এর নির্দেশনার পরিপন্থী। উক্ত ধারা মতে কোন দরপত্র দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০% এর কম বা অধিক দর উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গন্য করা হবে।
* কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ৩২.২০১% এর কম হওয়া সত্বেও তা বাতিল না করে রেসপন্সিভ করা হয় এবং কাযার্দেশ জারী করে কাজ করানো হয়।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ আলোচ্যক্ষেত্রে ঠিকাদারের দরপত্র বাতিল করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৪৫

শিরোনামঃ ব্রাইওয়াটার রাখার জন্য বিভিন্ন এলাকার হ্যাচারীতে ট্যাংকি বানানোর নামে সরকারের ২৩,৬২,৩৯৯ (তেইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত নিরানব্বই টাকা) টাকা ব্যয় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মৎস বীজ উৎপাদন খামার, কুষ্টিয়া, মৎস বীজ উৎপাদন খামার, নরসিংদী, এবং মৎস সম্প্রসারন ও প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ফরিদপুরের ব্রাইন ওয়াটার রাখার জন্য ট্যাংকি বানানোর টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিলভাউচার, এমবি ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল

ব্রাইন ওয়াটার রাখার জন্য বিভিন্ন এলাকার হ্যাচারীতে ট্যাংকি বানানোর নামে সরকারের সর্বমোট ২৩,৬২,৩৯৯ টাকা ব্যয় আর্থিক ক্ষতি।

* কুষ্টিয়া, নরসিংদী ও ফরিদপুরের তিনটি হ্যাচারীতে স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামুদ্রিক লোনা পানি সংরক্ষনের নিমিত্তে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ে ব্রাইন ওয়াটার ট্যাংকি তৈরি করা হয়েছে। স্বাদু পানির সাথে ব্রাইন ওয়াটার একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে চিংড়ির রেনু ও বীজ সংরক্ষণ করা হয়।
* প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের নির্ধারিত ট্যাংক-লরী দিয়ে সামুদ্রিক এলাকা হতে ব্রাইন ওয়াটার সংগ্রহ করে বিভিন্ন খামারের ট্যাংকিতে সরবরাহ করা হতো। সেই কারনেই ২৩,৬২,৩৯৯ টাকা ব্যয়ে ট্যাংকি তিনটি নির্মাণ করা হয়েছিল।
* কিন্তু বিগত ৩০.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এই প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে ব্রাইন ওয়াটার সাপ্লাইও বন্ধ হয়ে যায় ।
* সেকারণে চিংড়ির রেনু ও বীজ উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলোচ্য ট্যাংকির র্কাযকারিতাও শেষ হয়ে যায়। এখন ব্রাইন ওয়াটার ট্রাংকি গুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট খামারে পড়ে রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্যই কেবলমাত্র ব্যয় করা হয়েছে যা অডিট কোডের প্যারা ২৯ এর সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটির পরিপন্থী।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা করে অর্থ ব্যয় করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অপ্রয়োজনে সরকারি অর্থ ব্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-১৪৬**

**শিরোনামঃ আসবাবপত্র ক্রয় খাতের বরাদ্দ হতে অনিয়মিতভাবে আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় ২৯,৪৬,৭৯৫ (উনত্রিশ লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার সাতশত পঁচানব্বই) টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।**

**বিবরণঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* প্রকল্পের বরাদ্দ হতে নাটোর, নরসিংদী, সিলেট ও নওগা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহের জন্য আসবাবপত্রের সহযোগী সামগ্রি হিসেবে লেপ, তোষক, ম্যাট্রেক্স, চাদর ইত্যাদি বাবদ ২৯,৪৬,৭৯৫ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। (বিবরণ পরিশিষ্ট - ‘‘ **১৪৬**’’ দ্রষ্টব্য)।
* উক্ত মালামালগুলোর ব্যয় আনুষঙ্গিক খাত হতে পরিশোধযোগ্য ছিল।
* কিন্তু উক্ত মালামাল ক্রয়ের অর্থ আসবাবপত্র খাত ৬৮২১ হতে ব্যয় করা হয়েছে।
* যা খাত বহির্ভূত অনিয়মিত ব্যয়।

অনিয়মের কারণঃ

* খাত বহির্ভূত ব্যয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* জবাব বিবেচিত নয়। কারণ নথিপত্র যাচাই করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* আনুষঙ্গিক মালামাল আসবাবপত্র খাত হতে ক্রয় করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং-১৪৭**

শিরোনামঃ দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের মৎস্য চাষ বাবদ প্রদানকৃত দারিদ্র বিমোচন, আবর্তক ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণের টাকা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্বেও আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় খেলাপী জনিত ক্ষতি ১৯,৩৯,২৭১ (ঊনিশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার দুইশত একাত্তর) টাকা ।

**বিবরণ:** মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস, পবা রাজশাহী, শিবগঞ্জ বগুড়া, ধামুরহাট নওগাঁ, সদর রংপুর, সাঘাটা গাইবান্ধা, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম, ঘোড়াঘাট দিনাজপুর, তেঁতুলিয়া পঞ্চগড়, সদর ঠাকুরগাঁও ও বোচাগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- ঋণনথি ও সার্ভিস চার্জ আদায় সংক্রান্ত রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র হতে দেখা যায় যে,

দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের মৎস্য চাষ বাবদ প্রদানকৃত দারিদ্র বিমোচন,আবর্তক ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণের টাকা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্বেও আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় খেলাপীজনিত ক্ষতি ১৯,৩৯,২৭১/=টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “১৪৭/১-১০ তে প্রদত্ত হলো)।

* মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ম-৩/দারিদ্র বিমোচন-৩/৯৯/২০১৫ তারিখ ৩০/৪/২০০০খ্রি. তে বলা হয়েছে প্রতিটি সুফলভোগী গ্রুপের জন্য উপজেলা মৎস্য কমর্কর্তা ও গ্রুপের দলনেতার একটি যৌথ ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে প্রতিটি গ্রুপের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের টাকার উপর ৫%হারে সরল সুদে ৩-৫ উৎপাদন বৎসরে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে। প্রথম বৎসরে মূলধন হিসাবে প্রদত্ত ঋণের ন্যূনতম ১৫%পরবর্তী ৪ বৎসরে যথাক্রমে ২৫%,২৫%,২৫% এবং ১০% হারে আদায় করতে হবে।
* মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ভবন,রমনা ঢাকার পত্র নং পরি-২/ক্ষুদ্র ঋণ/১-২০০৫/৪১(১০৭০) তারিখ ০৭/০৩/২০০৫খ্রি. মৎস্য খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকার ক্রমিক নং ১১(ক) অনুযায়ী ঋণ গ্রহিতার কাছ থেকে প্রদত্ব ঋণের উপর ৭% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।ঋণের আদায়কৃত সমুদয় অর্থ (আসল+সার্ভিস চার্জ) কর্মসূচির ব্যাংক তহবিলে জমা রাখতে হবে।
* মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১১ ক্রমিক নং ১৩ তে বর্ণিত ঋণ বিতরনের ১২ মাস পর হতে প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর ৬টি সমান কিস্তিতে সমুদয় ঋণের টাকা আদায় করতে হবে। অনুচ্ছেদ ১৬.২ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫০,০০০টাকা গ্রুপের ক্ষেত্রে জলাশয়ের আয়তন ২ একরের বেশী হলে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া যাবে।অনুচ্ছেদ ১৬.৪ তে উল্লেখ্য আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ ৫% থেকে ২% সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ,ঋণ কর্মসূচি আদায়ের কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে।
* অনুচ্ছেদ ১৭.২ অনুযায়ী ঋণের টাকা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অনুর্ধ ৫টি কিস্তিতে আদায়/পরিশোধ করতে হবে। অনুচ্ছেদ ২২ তে বর্ণিত ঋণ আদায় উপজেলা মৎস্য ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরন ও আদায়ে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে এবং অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায়ের প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।খেলাপী ঋণ গ্রহিতাদের নিকট থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায়ের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের এবং নিয়মিত তদারকি করতে হবে। কিন্ত আলোচ্য ক্ষেত্রে কোনটি পরিপালন না করে ঋণের টাকা আদায়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ ।

**অনিয়মের কারণ:** মৎস্য অধিদপ্তরের ঋণ নীতিমালা অনুসৃত হয়নি।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। আদায় হলে জানানো হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**  দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া স্বত্বেও অদ্যাবধি আদায় জন্য কোন সার্টিফিকেট মামলা করা হয়নি

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করত: টাকা আদায় করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৪৮

শিরোনামঃ চূড়ান্ত এস্টিমেটে নির্ধারিত পরিমান কাজ অপেক্ষা ২০,৭৪,৩১২ (বিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশত বার টাকা) টাকার বেশী কাজ করায় কাজের মান, পরিমান ও চূড়ান্ত এষ্টিমেট নিয়ে সন্দেহ ।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কাশিপুর, বরিশালের ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার, এমবি ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

চূড়ান্ত এস্টিমেটে নির্ধারিত পরিমান কাজ অপেক্ষা ২০,৭৪,৩১২ টাকার বেশী কাজ করায় কাজের মান, পরিমান ও চূড়ান্ত এষ্টিমেট নিয়ে সন্দেহ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৪৮ তে দ্রঃ)।

* আলোচ্য কাজের বিস্তারিত ডকুমেন্টস যেমন ড্রইং ডিজাইন, সিডিউলসহ যাবতীয় কাজ অভিজ্ঞ ঠিকাদারি ও কনসালটেন্ট র্ফাম দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। পরে উপসহকারি প্রকৌশলী, সহকারি প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই-বাছাই এর তা অনুমোদিত হয়।কেবলমাত্র সিভিল ওর্য়াক যাচাই করে দেখা যায় অসংখ্য আইটেমে কাজের পরিমান বাড়ানো হয়েছে, যা যথাযথ নয়। অবকাঠামো নির্মাণের নকশা ও জমির পরিমান বাড়ানো হয়নি।
* এষ্টিমেটের সিভিল কাজের আইটেম নম্বর-১০, ১১, ১৩, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৬, ৪৬, ৫১, ৫৮ এবং ১, ১৮, ৩১ তে যে পরিমানের কাজ করার কথা তার চেয়ে বেশী পরিমান কাজ করা দেখানো হয়েছে।
* আবার কাজের পরিমান বাড়ানো হলেও বিশাল পরিমানের ভেরিয়েশন ওর্য়াক বা সাপ্লিমেন্টরী কাজ করা দেখানো হয়েছে । যা যথাযথ নয় ।
* বিভিন্ন পযার্য়ে কাজের পরিমান নিয়ে যথেষ্ট যাচাই-বাছাই ও গবেষণা করে বিশাল আকৃতির একটা এষ্টিমেট, নকশা তৈরি করে সেটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে চূড়ান্ত করা হয় পরে অতিরিক্ত/ভেরিয়েশন কাজ করার কোন অবকাশ থাকে না।
* একনেক সভায় অনুমোদিত কাজ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই-বাছাইকৃত কাজের ব্যাপক হারে বাড়ানোর কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যাও দেয়া হয় নি।

অনিয়মের কারণঃ যথাযথভাবে এষ্টিমেট প্রণয়ন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নির্ধারিত কাজ অপেক্ষা অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা যর্থাথ হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অতিরিক্ত কাজের নামে বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয়ের কারণ ব্যাখ্যা করা অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

**অনুচ্ছেদ নং**-১৪৯

শিরোনামঃ ভূমি উন্নয়ন কাজ যথাযথভাবে না করে চূড়ান্ত বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭৭,৬১,৮৪৮ টাকা যা ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

বিবরণঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন,কাওরান বাজার,ঢাকা এর দেশের ৩টি উপকুলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ নিরীক্ষা সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষায় বিল ভাউচার হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ভূমি উন্নয়ন কাজ যথাযথভাবে না করে চূড়ান্ত বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭৭,৬১,৮৪৮ টাকা যা ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

* বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা এর দেশের ৩টি উপকুলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের অধীন আলীপুর ও মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের Land Development শিরোনামে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুটি প্রকল্প সাইটে ভূমি উন্নয়ন কাজটি মেসার্স কে. কে. এন্টারপ্রাইজকে যথাক্রমে ০৬-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ এবং ০৮-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কাযাদেশ প্রদান করা হয়।
* নির্দিষ্ট সমায়ান্তে কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে বিল দাখিল করলে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান উক্ত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে কিছু স্থানে ভূমি উন্নয়ন কাজ অসম্পূর্ণ দেখতে পান। ২৫-০৭-২০১৮খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প অফিস থেকে ভূমি উন্নয়ন কাজ সমাপ্তকরণের জন্য পত্র দিলে মেসার্স কে.কে, এন্টারপ্রাইজ উক্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অতএব ভূমি উন্নয়ন কাজ যথাযথভাবে না করে চূড়ান্ত বিল প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ৭৭,৬১,৮৪৮ টাকা যা ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

**প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** Avjxcyi I gwncyi grm¨ AeZiY †K‡›`ªi f~wg Dbœqb KvR †k‡l wVKv`vi h\_vixwZ cÖKí cwiPvj‡Ki Kvh©vj‡q wej `vwLj K‡i| `vwLjK…Z we‡ji mwVKZv hvPvB I cÖZ¨q‡bi Rb¨ civgk©K cÖwZôvb nvDwRs GÛ wewìs wimvP© Bbw÷wUDU‡K (HBRI) ejv nq| civgk©K cÖwZôvb nvDwRs GÛ wewìs wimvP© Bbw÷wUDU‡K (HBRI) we‡ji mwVKZv hvPvB‡qi Rb¨ wbR¯^ cÖ‡KŠkjxmn Local Government Engineering Department, Patuakhali Gi Soil and Material Testing Laboratory Gi gva¨‡g f~wg Dbœqb Kv‡Ri Proctor Density Test for MDD & OMC Determination cixÿv K‡i| cieZx©‡Z m¤úvw`Z f~wg Dbœqb Kv‡Ri wej I MB cÖZ¨qb c~e©K cÖKí cwiPvj‡Ki Kvh©vj‡q †cÖiY K‡i| wbqg Abyhvqx f¨vU, U¨v· KZ©b c~e©K RvgvbZ e¨ZxZ Avjxcyi †K‡›`ªi f~wg Dbœqb Kv‡Ri wecix‡Z 34,50,763/-UvKv †gÕ2016 gv‡m I GKB wbq‡g gwncyi grm¨ AeZiY †K‡›`ªi f~wg Dbœqb Kv‡Ri wecix‡Z f¨vU, U¨v· I RvgvbZ e¨ZxZ 26,06,390/-UvKv †m‡Þ¤^iÕ2016 gv‡m bxU cwi‡kva Kiv nq|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ভূমি উন্নয়ন কাজ যথাযথভাবে না করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। Avjxcyi †K‡›`ªi f~wg Dbœqb Kv‡Ri wecix‡Z 34,50,763/-UvKv †gÕ2016 gv‡m I GKB wbq‡g gwncyi grm¨ AeZiY †K‡›`ªi **f~wg** Dbœqb Kv‡Ri wecix‡Z f¨vU, U¨v· I RvgvbZ e¨ZxZ 26,06,390/-UvKv †m‡Þ¤^iÕ2016 gv‡m bxU cwi‡kva Kiv nq| ২৫,জুলাই/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ভূমি উন্নয়ন কাজ সমাপ্তকরণের জন্য পিডি কাযালয় হতে ৩৩.০৩.০০০০.১১১.০৩.০৪৪.১৮-৯১৯ নং স্মারকে পত্র ইস্যু করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** পুনরায় মীমাংসামূলক জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো, অন্যথায় দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদনং-১৫০

শিরোনামঃ `ic‡Îi D‡jøwLZ `i Ges Kvhv©‡`‡ki D‡jøwLZ `i A‡cÿv AwZwi³ nv‡i wej cÖ`vb RwbZ ÿwZ 57,00,856 ( সাতান্ন লক্ষ আট শত ছাপান্ন) UvKv |

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীনcÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 201৭-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j `icÎ bw\_, †UÛvi ‡Kv‡Ukb bw\_, wmGm, cwi‡kvwaZ cvwU©i wej chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* `ic‡Îi D‡jøwLZ `i Ges Kvhv©‡`‡ki D‡jøwLZ `i A‡cÿv AwZwi³ nv‡i wej cÖ`vb RwbZ ÿwZ 57,00,856/-UvKv |
* we¯ÍvwiZ weeiY cwiwkó ১৫০-৩/৩ †Z cÖ`wk©Z n‡jv|
* cÖKí cwiPvjK wewfbœ mg‡q wewfbœ c¨v‡KR Gi AvIZvq evua wbgvY© I µxK Dbœqb Lv‡Z `icÎ AvneŸvb K‡ib Ges h\_vixwZ `ic‡Îi g~j¨ Abyhvqx Avw\_©K Ges KvwiMix g~j¨vqb (wmGm) Gi gva¨‡g me©wb¤œ `i`vZv‡`i‡K c¨v‡KR Gi AvIZvq Kvhv©‡`k cÖ`vb Kiv nq| (Avw\_©K I KvwiMix (wmGm) g~j¨vqb cÖwZ‡e`b mshy³)
* cwiwk‡ó ewY©Z mKj cvwU©‡K wej cwi‡kv‡ai mgq Kvh©v‡`k Gi g~j¨ Gi AwZwi³ wej cwi‡kva Kiv nq|
* D‡jøL †h, wKQz wej bw\_‡Z gvV chv©‡qi `vwqZ¡iZ cÖ‡KŠkjxMY ewY©Z Kv‡Ri Kvhv©‡`k Gi †P‡q AwZwi³ wej cÖ`v‡bi Rb¨ mycvwik K‡ib| Avi cÖvq wej ¸wj‡Z †bvwUs Qvov ïay gvÎ Kvhv©‡`k Gi Kwc Ges cvmK…Z wej Gi Kwc bw\_ msiwÿZ i‡q‡Q|
* ‡mB Abyhvqx Aby‡gv`bKvix cÖKí cwiPvjK m¤úvw`Z Kv‡Ri g~j¨ Kvhv©‡`k Av‡`‡ki g~j¨ Gi †P‡q P~ovšÍ wej Aby‡gv`‡bi mgq †ekx wej cvwU©‡K cwi‡kva K‡ib|
* cÖwZ cvwU©‡K Kvhv©‡`k †`Iqvi Av‡M GKwU Pzw³cÎ ¯^vÿi K‡ib| D³ Pzw³c‡Îi kZ© `i`vZvi D×…Z `invi Abyhvqx g~j¨vqb KwgwU KZ…©K mycvwikK…Z ‡gvU g~j¨ Abyhvqx wej `vwLj mv‡c‡ÿ wej cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
* Pzw³ c‡Îi (M) †Z D‡jøL Kiv nq †h, `i`vZv KZ©„K `vwLjK…Z `invi g~j¨vqb KwgwU KZ©„K M„nxZ n‡q‡Q †m †gvZv‡eK wej cÖ`vb Kiv n‡e|
* Pzw³ c‡Îi 3 bs µwg‡K D‡jøL Kiv nq †h, wVKv`vix cÖwZôvb ev¯Íevqb, myôfv‡e m¤úv`b I µzwU wePz¨wZ ms‡kva‡bi ci Pzw³c‡Î D‡jøwLZ g~j¨ msMÖvn mË¡ cwi‡kv‡ai Rb¨ we‡ePbv Kiv n‡e|
* `icÎ weÁwß Gi 12 bs µwg‡Ki (Q) †Z D‡jøL Kiv nq †h, `icÎ ewnf~©Z †Kvb e¨q enb Kiv n‡e bv Ges G wel‡q cieZx©‡Z †Kvb IRi AvcwË MÖnb‡hvM¨ n‡e bv|
* wKš‘ cwiwk‡ó D‡jøwLZ wVKv`vi‡`i Aby‡gvw`Z Kvhv©‡`‡ki g~j¨ Gi wecix‡Z AwZwi³ nv‡i wej cwi‡kva Kivq 57,00,856/- UvKv Avw\_©K ÿwZ|

Awbq‡gi KviY: দরপত্র ও কাযাদেশের শর্তভঙ্গ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve: টেন্ডর ডকুমেন্ট এরসেকশন-৪এর পারটিকুলার কন্ডিশসন আপকন্টাক্ট এর অনু: জিসিসি ৩৫.১আলোকে১০% পযন্ত মূল কাজের অতিরিক্ত মূল্যের১০% করা যাবে।

wbixÿv gšÍe¨: জবাব সন্তোষ জনক নয়,`icÎ weÁwß Gi 12 bs µwg‡Ki (Q) †Z D‡jøL Kiv nq †h, `icÎ ewnf~©Z †Kvb e¨q enb Kiv n‡e bv Gesএ বিষয়ে পরবর্ত্তীতে কোন ও জর আপত্তি গ্রহনযোগ্য হবে না ও cÖKí cwiPvjK m¤úvw`Z Kv‡Ri g~j¨ Kvhv©‡`k Av‡`‡ki g~j¨ Gi †P‡q P~ovšÍ wej Aby‡gv`‡bi mgq †ekx wej cvwU©‡K cwi‡kva Kiv hv‡e D‡jøL \_vK‡j I `ic‡Îi D‡jøwLZ `i Ges Kvhv©‡`‡ki D‡jøwLZ `i A‡cÿv AwZwi³ nv‡i wej cÖ`vb Kiv mwVK nq| D³ welqwUi Rb¨ `vq-`vwqZ¡ wbav©iYmn `ªæZ AvcwË…KZ UvKv Av`vq Kiv Avek¨K|

নিরীক্ষার সুপারিশ : নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৫১

শিরোনামঃ সরকার নির্ধারিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে কাজের বিল পরিশোধ করায় সরকারের মোট ২,২১,৪০,৯২২ ( দুইকোটি একুশলক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত বাইশ টাকা) টাকা আর্থিক অনিয়ম।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন হাওড় অঞ্চলে মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে অবতরণ কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য টেন্ডার নথি, সিডিউল, নকশা ও চূড়ান্ত এস্টিমেট, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

সরকার নির্ধারিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে কাজের বিল পরিশোধ করায় সরকারের মোট ২,২১,৪০,৯২২ টাকা আর্থিক অনিয়ম (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৫১ তে দ্রঃ)।

* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দর পিডব্লিউডি রেট সিডিউল অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল পরিশোধ না করে বেশ কিছু আইটেমের দর অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করা হয়েছে যা যথাযথ নয়।
* অতিরিক্ত হারে দরের জন্য ঠিকাদারের নিকট হতে দরের বিশ্লেষণ নেয়া আবশ্যক ছিল যা নেয়া হয় নি।
* পিডব্লিউডি প্রতিটি দরের বিশ্লেষন করে তার সাথে ঠিকাদারের লাভ, আয়কর, ভ্যাট, অপচয় সহ সবকিছু হিসেব করেই দর নির্ধারণ করা হয় ফলে এর অতিরিক্ত দরে বিল প্রদান করে সরকারি স্বার্থ বিরোধী কাজ করা হয়েছে।
* ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন কাজের আইটেমে পিডব্ল্উডি রেট সিডিউল অপেক্ষা যে অস্বাভাবিক অতিরিক্ত দর উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থনে ঠিকাদারের নিকট হতে কোন দরের বিশ্লেষণ নেয়া হয় নি।
* কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত চুড়ান্ত এষ্টিমেটের দর উপেক্ষা করে অতিরিক্ত দরে বিল পরিশোধ করার কারণ বোধগম্য নয়।
* আবার বেশ কিছু আইটেমের দর অস্বাভাবিক অতিরিক্ত কম হারে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে

নিরীক্ষিত cÖwZôv‡bi Revet wVKv`vi KZ©…K wKQy wKQy AvB‡U‡g D”P`i I wKQy wKQy AvB‡U‡g AwZ wbgœ`i D×…Z Kiv nq| `icÎ g~j¨vqb KwgwU KZ©…K hvPvB-evQvB µ‡g cvewjK cÖwKDi‡g›U AvBb-2006 Gi 24 bs AvB‡bi aviv 31 (3) (cvewjK cÖwKDi‡g›U (ms‡kvab) AvBb 2016) Abyhvqx, D×…Z g~j¨ `vßwiK cÖv°wjZ g~j¨ A‡c¶v 10% Gi †P‡q AwaK Kg bv nIqvq me©wbgœ Responsive `i`vZv wn‡m‡e we‡ewPZ nIqvq mswkøó wVKv`vi gvwbK GÛ e«v`©vm eivei NOA Bm¨y Kiv nq| ewY©Z Kvi‡Y c¨v‡KRfy³ Kv‡Ri Rb¨ wVKv`vi KZ©…K D×…Z `i Abyhvqx wfbœ wfbœ `‡i c¨v‡K‡Ri AšÍ©f~³ AvB‡Ug wn‡m‡e wej cwi‡kva Kiv nq| Z‡e wVKv`vi‡K †Kvb AwZwi³ A\_© cwi‡kva Kiv nqwb Ges mswkøó c¨v‡K‡Ri Kv‡Ri Rb¨ †Kvb e¨q e…w× N‡Uwb|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। কারণ পিডব্লিউডি প্রতিটি দরের বিশ্লেষন করে তার সাথে ঠিকাদারের লাভ, আয়কর, ভ্যাট, অপচয় সহ সবকিছু হিসেব করেই দর নির্ধারণ করা হয় ফলে এর অতিরিক্ত দরে বিল প্রদান করে সরকারি স্বার্থ বিরোধী কাজ করা হয়েছে

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করা আবশ্যক অন্যথায় দায়/দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৫২

শিরোনামঃ ১৫ টন শীপবিল্ডিং পোর্টাল (গেন্ট্রী) ক্রেন এবং এক্সেসরিজ, রেল বিট, রেল বিট ফিটিং এবং অন্যান্য সার্ভিস ক্রয়ের নামে ৩,৭৫,৯০,০০০ ( তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ নব্বইহাজার)টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, চট্রগ্রাম মৎস বন্দর, চট্রগ্রামের ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, এপিপি, পিসিআর, টেন্ডার ডকুমেন্ট, মালামাল ক্রয়ের নথি, বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

১৫ টন শীপবিল্ডিং পোর্টাল (গেন্ট্রী) ক্রেন এবং এক্সেসরিজ, রেল বিট, রেল বিট ফিটিং এবং অন্যান্য সার্ভিস ক্রয়ের নামে ৩,৭৫,৯০,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* আলোচ্য ক্রেনটি ডিসেম্বর/২০১৭ সালে ক্রয় করে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। কারণ প্রকল্পটি অদ্যাবধি চালু হয় নি। কোন জনবলও নিয়োগ করা হয় নি।
* প্র্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৮ শেষ হওয়ার পরে আর প্রকল্পটি চালু নেই ।
* প্রকল্প টি জনবলের অভাবে অদ্যাবধি চালু করা হয় নি।

অনিয়মের কারণঃ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ wVKv`vরী প্রতিষ্ঠানকে 17.07.২০17 খ্রিঃ তারিখ Abyhvqx 15 Ub kxc wewìs †cvU©vj ‡Mw›U †µb Ges G‡·mwiR, †ijweU, †ijweU wdwUs Ges Ab¨vb¨ mvwf©m µ‡qi Kvh©v‡`‡k 26 mßv‡ni g‡a¨ mieiv‡ni Aby‡iva Kiv nq| cÖ`Ë mg‡q gvjvgvj mieivn Ki‡Z bv cvivq 30.06.18 Bs ch©šÍ Kvh©v‡`‡ki mgq e„w× Kivi Rb¨ wVKv`vi KZ©„K Av‡e`b Kiv n‡j 26.04.18 Bs Abyhvqx 30.06.18 Bs ch©šÍ mgq e„w× Kiv nq| cieZx©‡Z 28.06.18 Bs Abyhvqx D³ 15 Ub kxc wewìs †cvU©vj ‡Mw›U †µb ‡U÷ Uªvqvj KiZt ey‡S †bIqv nq|

Pvqbv n‡Z Avg`vbxK…Z †µbwU Pvqbv n‡Z AvMZ cÖ‡KŠkjxi gva¨‡g cwiPvjb msµvšÍ mKj cÖwkÿb Kvh©µg eZ©gv‡b cÖK‡í c`vqbK…Z Rbej Øviv cwiPvwjZ n‡”Q| cÖwkÿb Kvh©µg mgvwßi ci AwP‡iB D³ †µb Øviv ivR¯^ Avq Kiv m¤¢e n‡e|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ২৮.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ক্রেনটি বুঝে নেয়া হলেও প্রকল্পটি চালু না হওয়ায় উহা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সত্বর পযার্প্ত জনবল নিয়োগ করে উহা চালু করতঃ অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৫৩

শিরোনামঃ প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা ২৯৪.২২% অতিরিক্ত দরে ০৬ টি হেভী ডিউটি মেরিন ক্যাপস্টেন ও ১২ টি হেভী ডিউটি মেরিন বোর্লাড ক্রয়ের নামে প্রতিষ্ঠানের ১,০৬,৪৪,০০০ ( এককোটি ছয়লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, চট্রগ্রাম মৎস বন্দর, চট্রগ্রামের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, পিসিআর, টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা ২৯৪.২২% অতিরিক্ত দরে ০৬ টি হেভী ডিউটি মেরিন ক্যাপস্টেন ও ১২ টি হেভী ডিউটি মেরিন বোর্লাড ক্রয়ের নামে প্রতিষ্ঠানের ১,০৬,৪৪,০০০ টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

* নথি যাচাইয়ে দেখা যায় প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা ২৯৪.২২% বেশী দরে মালামাল গুলি সরবরাহ নেয়া হয়েছে।
* ০৬ টি হেভী ডিউটি মেরিন ক্যাপস্টেন ও ১২ টি হেভী ডিউটি মেরিন বোর্লাড এর প্রাক্কলিত দর ছিল ২৭,০০,০০০ (সাতাশ লক্ষ) টাকা কিন্তু ক্রয় করা হয়েছে ১,০৬,৪৪,০০০ টাকায় (এক কোটি ছয় লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকায় যা যর্থাথ নয়।
* মালামাল গুলির জরুরী প্রয়োজনীয়তা ছিল না বিধায় এত অস্বাভাবিক দরে ক্রয় করা সঠিক হয় নি।
* ডিসেম্বর/২০১৭ মাসে মালামাল গুলি ক্রয় করে ডাম্পিং করে ফেলে রাখা হয়েছে কারণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মেয়াদ বিগত ৩০.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে শেষ হওয়া সত্বেও অদ্যাবধি চালু হয় নি।
* ফলে এত অতিরিক্ত দরে মালামাল গুলি ক্রয়ের কোন যৌক্তিকতা নাই।
* মালামালের বেশী চাহিদা থাকলে ২/১ টা দফা ক্রয় করা আবশ্যক ছিল। এত টাকার ক্ষতি করা সঠিক হয় নি।

অনিয়মের কারণঃ প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা ২৯৪.২২ % অতিরিক্ত দরে ক্রয় করা যর্থাথ হয় নি।।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ cÖK‡íi 06wU K¨vc‡÷b I 12wU †evjvW© µ‡qi Rb¨ 3q ms‡kvwaZ wWwcwc Abyhvqx eivÏ wQj 27,00 jÿ UvKv| evRvi g~j¨ †ewk nIqvq eiv‡Ïi †cÖwÿ‡Z D³ gvjvgvj µq Kiv m¤¢e nq bvB| MZ 20/08/2017 Bs Zvwi‡L AbywôZ wWwcBwm mfvq wm×všÍ I mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z AvšÍtLvZ mgš^‡q 1,06,44,000/- (GK ‡KvwU Qq jÿ Pzqvwjøk nvRvi) UvKv eivÏ ivLv nq| eiv‡Ïi Av‡jv‡K mswkøó gš¿bvjq n‡Z cieZx©‡Z A\_© Aegy³ Kiv nq|

Kvh©v‡`k bst 33.03.1561.010.07.001.14.1179, ZvwiLt 02.08.17 Bs Abyhvqx Kvh©v‡`k cÖvß wVKv`vi †gmvm© †KwewR †UªW B›Uvib¨vkbvj 10 mßv‡ni g‡a¨ gvjvgvj mieivn Ki‡Z bv cvivq me©wb¤œ `i`vZvi cÖ`Ë `i I civgk©K cÖwZôvb (ey‡qU) KZ©„K wba©vwiZ cÖv°j‡bi wfwË‡Z I ¸iæZ¡ we‡ePbvq g~j¨vqb KwgwUi mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z gvjvgvj¸‡jv µq Kiv nয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। বাজার মূল্য বেশী হলে প্রাক্কলন সংশোধন করা আবশ্যক ছিল। ২৯৪.২২ % অতিরিক্ত দরে ক্রয় করা যর্থাথ হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করার অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক টাকা আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৫৪

শিরোনামঃ অধিগ্রহনের মাধ্যমে জমি ক্রয়ের নামে প্রদত্ত ৬,৭৩,৭৬,৪৮০ ( ছয়কোটি তিয়াত্তর লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশত আশি টাকা) টাকা জমির মালিককে বুঝিয়ে দেয়ার কোন প্রমাণক না পাওয়া প্রসঙ্গে।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন দেশের ০৩ টি উপকূলীয় জেলার ০৪ স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ও হাওড় অঞ্চলে মৎস অবতরন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহনের বিল-ভাউচার ও নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

* অধিগ্রহনের মাধ্যমে জমি ক্রয়ের নামে প্রদত্ত ৬,৭৩,৭৬,৪৮০ টাকা জমির মালিককে বুঝিয়ে দেয়ার কোন প্রমাণক না পাওয়া প্রসঙ্গে।(বিস্তাঃ পরিঃ ১৫৪ এ দ্রঃ)
* মৎস অবতরন কেন্দ্র নির্মাণের নামে উপকূলীয় জেলায় যে সব জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে তার মূল্য, জমির উপরের গাছ-পালার মূল্য, ঘর-বাাড়ির মূল্য, ক্ষতিপুরণের অর্থ ৫০% এবং ৭.৫% আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ জমির মালিক পক্ষকে দেয়ার কথা। কিন্তু তা প্রদান করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* জমির মূল্যসহ আদায়কৃত সমুদয় অর্থ জমির মালিক পক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যক কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ এই প্রকল্পের Aaxb cUzqvLvjx †Rjvয় me©‡gvU 7.25 GKi Rwg 3,31,64,141.79 UvKvq ¯’vbxq †Rjv cÖkvmb KZ…©c‡ÿi wbKU n‡Z AwaMÖn‡Yi gva¨‡g µq Kiv n‡q‡Q| †b‡Îv‡KvYv †Rjvi †gvnbM‡Äi AwaMÖnbK…Z 0.19 GKi Rwgi g~j¨ eve` 1,63,23,062.04 UvKv Ges mybvgMÄ m`i Dc‡Rjvaxb I‡qRLvjx Nv‡U AwaMÖnbK…Z 1.00 GKi Rwgi g~j¨ eve` 1,78,89,276.10 UvKv me©‡gvU 3,42,12,338.14 মোট ৬,৭৩,৭৬,৪৮০ UvKvi ¯’vei m¤úwË AwaMÖnb I ûKyg`Lj Aa¨v‡`k 1982 Gi 7(4) aviv †gvZv‡eK †Rjv c«kvmK, †b‡Îv‡KvYv Ges †Rjv c«kvmK, mybvgMÄ eivei cwi‡kva Kiv nq D³ cwi‡kvwaZ A\_© wWwcwcÕi mswkøó Lv‡Z ms¯’vb i‡q‡Q|

cÖKí ev¯ÍevqbKvix KZ…©cÿ wn‡m‡e AÎ cÖKí Kvh©vjq mivmwi e¨w³ ev cÖwZôv‡bi wbKU n‡Z †Kvb Rwg µq K‡iwb| †Rjv cÖkvmb KZ…©c‡ÿi wbKU cÖKí ev¯Íevq‡bi Rb¨ Rwg PvIqv n‡q‡Q| †Rjv cÖkvmb KZ…©cÿ Rwg AwaMÖn‡Yi gva¨‡g cÖKí ev¯Íevqb KZ…©cÿ‡K wba©vwiZ g~j¨ cwi‡kv‡ai wewbg‡q AÎ cÖKí Kvh©vjq‡K Rwgi `Lj eywS‡q w`‡q‡Q| d‡j Rwgi g~j¨mn Av`vqK…Z A\_© Rwgi gvwjK cÿ‡K eywS‡q †`qvi Avek¨KZv cÖKí ev¯Íevqb KZ…©c‡ÿi Dci eZ©vq bv|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ জমি ভোগ দখল করছে প্রকল্প তথা বিএফডিসি, মূল্য পরিশোধ করছে বিএফডিসি সেকারণে প্রকৃত জমির মালিকগনকে টাকা প্রদানের প্রমাণক সংগ্রহ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত জমির মালিকরা জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণের টাকা যথাযথভাবে বুঝে পায় না। এখানে জেলা প্রশাসক মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সত্বর প্রমাণক সংগ্রহ করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

**অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৫৫**

**শিরোনাম: বাওড় উন্নয়ন প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের দীর্ঘদিন পরও প্রজেক্ট প্রোফাইল সংশোধন পূর্বক বাওড়ের মূল্যবান রাণী মাছের অংশ বিশেষ সরকারী কোষাগারে জমার সুযোগ সৃষ্টি না করায় সরকারের নূনতম ক্ষতি ১,৫৫,৮১,৮০০ টাকা। (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ একাশি হাজার আটশত মাত্র।)**

বিবরণ: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, যশোরের অধীন বাওড় ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, ফতেপুর বাওড়, কাঠগড়া বাওড়, বলুহর বাওড় এবং মর্জাদ বাওড় এর ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নিদৃষ্টিকরণ নিরীক্ষার আওতায় বার্ষিক উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা, মাসিক ও বার্ষিক সমাপনী হিসাব এবং ল্যান্ডিং রেজিস্টার গত ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

দেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সরকারের উন্নয়ন বাজেটে এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হলেও প্রকৃতিকভাবে উৎপাদিত রাণী মাছের কমপক্ষে ৪০% সরকারি খাতে না আনায় মাত্র ১ বছরে সরকারের ১,৫৫,৮১,৭২০/- টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।

* বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পটি বৈদেশিক অর্থায়ন বা উন্নয়ন বাজেটে চলমান থাকা অবস্থায় প্রকল্পের প্রোফাইলে বাওড়ে চাষকৃত রুই ও কার্প জাতীয় মাছের ৬০% সরকার এবং ৪০% স্থানীয় মৎস্যজীবীগন ভোগ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বাওড়ে উৎপাদিত রাণী মাছের (রুই ও কার্প জাতীয় মাছ ব্যতীত বিভিন্ন প্রজাতির অন্যান্য মাছ) ১০০% শুধুমাত্র মৎস্যজীবীগন ভোগ করেন।
* রুই ও কার্পজাতীয় মাছের মূল্য রাণী মাছের তুলনায় অনেক কম এবং বাওড়ে প্রাকৃতিকভাবে রাণী মাছের উৎপাদন অনেক বেশী। প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হলেও বাওড়ের প্রজেক্ট প্রোফাইল সংশোধন পূর্বক কমপক্ষে ৪০% সরকারী কোষাগারে জমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা না দেয়ায় শুধুমাত্র ২০১৭-২০১৮ অর্থবৎসরে ফতেপুর বাওড়ে ৮,২৩৯ কেজি, কাঠগড়া বাওড়ে ৩১,৫৩৪ কেজি, বলুহর বাওড়ে ১,১০,০০০ কেজি এবং মর্জাদ বাওড়ে ৪৫,০০০ কেজি অর্থাৎ ৪ টি বাওড়ে ১,৯৪,৭৭৩ কেজি উৎপাদিত ও আহরিত হয়। আহরিত ১,৯৪,৭৭৩ কেজি রাণী মাছের কমপক্ষে ৪০% হিসেবে ৭,৭৯,০৯২ কেজি প্রাপ্য না হওয়ায় প্রতি কেজির বিক্রি মূল্য ২০০/- টাকা হিসাবে (মূল্য বাওড় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত, প্রকৃতপক্ষে যার মূল্য অনেক বেশি) সরকারের মোট (৭,৭৯,০৯কেজিx২০০/-) =১,৫৫,৮১,৮০০/- টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ প্রকৃতিকভাবে উৎপাদিত রাণী মাছের কমপক্ষে ৪০% সরকারি খাতে না আনা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: রাণী মাছ প্রাকৃতিকভাবে বাওড়ে জন্মে এবং উক্ত মাছের জন্য কোন বিনিয়োগ করা হয় না। পিপি অনুযায়ী সরকারী কোন অংশ না থাকায় তালিকাভূক্ত মৎস্যজীবীগন ১০০% ভোগ করে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য: প্রকল্প স্থাপনের সময়কাল তৎকালীন আর্থিক অবস্থা ও মাছের মূল্য বিবেচনা করে বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের প্রোফাইল তৈরী হয়েছিল। সে সময়ে প্রকল্পটি বিদেশী দানে/অর্থায়নে স্থাপন করা হলেও সময়ের পরিবর্তনে প্রকল্পটি দীর্ঘদিন যাবত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর হয়েছে। কিন্তু সরকারী স্বার্থ বিবেচনা না করে রুই বা কার্পজাতীয় মাছের তুলনায় মূল্যবান রাণী মাছের কোন অংশই সরকারী খাতে আনয়ন করা হয়নি। ফলে প্রতি বছর সরকার বিপুল অংকের রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে ও হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: সত্ত্বর রাণী মাছের সরকারী অংশ প্রাপ্যতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৫৬

শিরোনামঃ প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও উহা চালু না হওয়ায় প্রকল্পের পিছনে ব্যয়িত প্রতিষ্ঠানের ৪২.৫৩ (বিয়াল্লিশ কোটি তিপান্ন লক্ষ) কোটি টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, চট্রগ্রাম মৎস বন্দর, চট্রগ্রামের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, এপিপি, পিসিআর ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও চালু না হওয়ায় প্রকল্পের পিছনে ব্যয়িত প্রতিষ্ঠানের ৪২.৫৩ কোটি টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* আলোচ্য প্রকল্পটি ২০০৯ সালে শুরু হয়ে সর্বশেষ সংশোধনির মাধ্যমে জুন/২০১৮ তে শেষ হওয়ার নির্দেশনা ছিল, সে মোতাবেক জুন/২০১৮ তেই শেষ হয়।
* কিন্তু অদ্যাবধি প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য কোন জনবল নিয়োগ দেয়া হয় নি।
* প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সাইজের জাহাজ, মাছ ধরা ট্রলার, লঞ্চ, নৌকা, সাম্পান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
* উক্ত কাজ সমূহ করার জন্য ইলেকট্রিক্যালি ও মেকানিক্যালি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, দক্ষ, অদক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী , শ্রমিক নিয়োগ করা আবশ্যক ছিল কিন্ত অদ্যাবধি কোন কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিক নিয়োগ করা হয় নি।
* কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের কোন উদ্দ্যোগ গ্রহনের প্রমানক পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ প্রকল্পটি চালু না হওয়া ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ cÖKíwU MZ 30.06.২০18 wLªt Zvwi‡L mgvß nIqvi ci ivR¯^ Lv‡Z ¯’vbvšÍi / Pvjy Kivi Rb¨ wewea Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnb Kiv n‡q‡Q| ‡hgbt

01| RbcÖkvmb gš¿bvj‡qi 13/02/2019 wLªt Zvwi‡Li 164 msL¨K cÖÁvcb, grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿bvj‡qi 04/03/2019 wLªt Zvwi‡Li 63 msL¨K cÎ Ges evsjv‡`k grm¨ Dbœqb K‡c©v‡ikb cÎ bst 33.03.0000.101.14.475.19.1216, ZvwiLt 05/03/2019 wLªt Abyhvqx bewbwg©Z gvwëP¨v‡bj w¯øcI‡qi cwiPvjbvi Rb¨ gnve¨e¯’vcK wb‡qvM †`Iqv nq|

02| evsjv‡`k grm¨ Dbœqb K‡c©v‡ikb cÎ bst 33.03.0000.101.07.020.14.1223,ZvwiLt 05/03/2019 wLªt Abyhvqx gvwëP¨v‡bj w¯øcI‡q cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ c‡` 12 Rb Rbej e`jx Kiv nq| AwP‡iB cÖKí n‡Z Avkvibyiƒc ivR¯^ Avq Kiv m¤¢e n‡e|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ প্রকল্পটির ক্রয়কৃত যন্ত্র-পাতি দ্বারা ছোট ছোট ট্রলার থেকে শুরু করে বড় বড় জাহাজ মেরামত যোগ্য। যেখানে ২৫০/৩০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি, দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগযোগ্য। ফলে ১২/১৩ জন জনবল তো প্রকল্পটি চালুর জন্য যথেষ্ট নয়। কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-১৫৭**

**শিরোনামঃ- ‘‘সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের’’এর আওতায় মৎস্য চাষীদেরকে প্রদত্ত ঋণের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আদায়ের উদ্যোগ না নেয়ায় আদায় অনিশ্চিত ১৫,৫০,২০৭ টাকা (পনের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত সাত টাকা মাত্র।)**

**বিবরণঃ মৎস** ও **প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, জেলা মৎস্য, নড়াইল, উপজেলা মৎস্য নড়াইল সদর, উপজেলা মৎস্য কয়রা, খুলনা এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী** ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure**) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত মৎস্য ক্ষুদ্র লোন লেজার, ডকুমেন্টস্‌ ফাইল, ঋণ বিবরণী ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়,**

* **মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা থেকে জারীকৃত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১১ এর ১৭ নং ধারা মোতাবেক ঋণের মূলধন ও প্রাপ্য সার্ভিসচার্জ ০৬টি সমান কিস্তিতে আদায় করতে হবে।**
* **সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর,** সাতক্ষীরা **এর মৎস্য চাষীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে ২৬ জন মৎস্য চাষ ঋণগ্রহীতাকে ২৫,১৫,৩৭৫/- টাকা ক্ষুদ্র মৎস্য চাষ ঋণ প্রদান করা হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট** ১৫৭ **তে দেয়া হল )।**

**অনিয়মের কারণঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার অনাদায়ী টাকার পরিমান ২,৪১,৪০৪ টাকা, জেলা মৎস্য,নড়াইল ১,০০,৫৪৭৯ উপজেলা মৎস্য নড়াইল সদর ১৭,২৭৫ টাকা এবং উপজেলা মৎস্য কয়রা, খুলনায় ২৮,৬০,৫১ টাকাসহ সর্বোমোট-১৫,৫০,২০৭ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।**

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ মৎস্য চাষীদেরকে প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যহত আছে। পরবর্তীতে অগ্রগতি জানানো হবে।**

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১১ এর ১৭ নং ধারা পরিপালন না করায় উক্ত ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।**

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়দায়িত্ব নির্ধারন করতঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এধরণের অনিয়ম পরিহার করা আবশ্যক।**

অনুচ্ছেদ নং-১৫৮

শিরোনামঃ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers)-২০১৫ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত ব্যয় ৪৯,৮৫,০৪৫ (উনপঞ্চাশ লক্ষ পচাঁশি হাজার পঁয়তাল্লিশ) টাকা যা অনিয়মিত ব্যয় হিসাবে গণ্য।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ নিরীক্ষা সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয় । নিরীক্ষা কালে বাজেট বরাদ্দ এবং অনুষ্ঠান-উৎসাবাদি এর বিল-ভাউচার এবং আনুষাংগিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers)-২০১৫ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত ব্যয় ৪৯,৮৫,০৪৫ (উনপঞ্চাশ লক্ষ পচাঁশি হাজার পঁয়তাল্লিশ) টাকা যা অনিয়মিত ব্যয় হিসাবে গণ্য।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-২/২০০০/১২, তারিখঃ ০৩/০২/২০০৫ এর প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৭২ নং ভাউচার,তারিখঃ ৩০/০৮/২০১৭ এর মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ/২০১৭ পালন উপলক্ষে ৫৬,৮৮,৯০০ টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু উক্ত আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১),তারিখ ১৬/০৮/২০১৫খ্রিঃ তারিখে বাতিল করা হয়েছে । নতুন আদেশের ৪(ঘ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৫০.০০ লক্ষ টাকা পযর্ন্ত খরচ করতে পারবেন সংযুক্ত দপ্তর প্রধান (অধিদপ্তর/পরিদপ্তর)। (বিস্তাঃ পরিঃ ১৫৮ এ দ্রঃ)।

* আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.০০. ০০০০. ১৫১. ২২. ০০৩.১৫-৩৫১(১),তারিখ ১৬/০৮/২০১৫খ্রিঃ প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার ৪৬(ক) অনুচ্ছেদে অর্পিত ক্ষমতাবলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ/২০১৭ পালন উপলক্ষে ০৮টি ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে ৪২,৯৬,১৪৫ টাকা ।
* আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.০০. ০০০০. ১৫১. ২২. ০০৩.১৫-৩৫১(১),তারিখ ১৬/০৮/২০১৫খ্রিঃ এর প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কাজে সংযুক্ত দপ্তর প্রধান (অধিদপ্তর/পরিদপ্তর)-এর নিকট অর্পণকৃত ক্ষমতা ৫০.০০ লক্ষ টাকা । কিন্তু ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠান-উৎসাবাদি খাতে ব্যয় করা হয়েছে মোট ৯৯,৮৫,০৪৫ টাকা যা অর্পণকৃত ক্ষমতা অপেক্ষা ৪৯,৮৫,০৪৫ টাকা বেশি।

অনিয়মের কারণঃ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর নির্দেশ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সরকারি অর্থ এভাবে ব্যয় করা যথাযথ হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৫৯

শিরোনামঃ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপির ষ্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে আসবাবপত্র ক্রয়ের নামে সরকারের ৫২,৮৭,৮৫৫ (বাহান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত পঞ্চান্ন টাকা) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাতক্ষীরা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জের ট্রেনিং সেন্টারে আসবাবপত্র সরবরাহের টেন্ডার ডকুমেন্ট, ডিপিপি, বিল ভাউচারও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপির ষ্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে আসবাবপত্র ক্রয়ের নামে সরকারের ৫২,৮৭,৮৫৫ টাকা ব্যয় অনিয়মিত (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৫৯ তে দ্রঃ)।

* নব নির্মিত সাতক্ষীরা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জের ট্রেনিং সেন্টারে আসবাবপত্র সরবরাহের বিল যথাক্রমে ভাউচার নম্বর ২২২ তারিখ ২০.০৬.২০১৮ এর মাধ্যমে ১৮,০৪,৫৯৬ টাকা ; ভাউচার নম্বর- ২২২ তারিখ ২০.০৬.২০১৮ তে ১৭,৩৫,৪৯১ টাকা ও ভাউচার নম্বর ২২১ তারিখ২০.০৬.২০১৮ এর মাধ্যমে ১৭,৪৭,৬০৮ টাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ দেখানো হয়েছে।
* কিন্তু একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপিতে ষ্পষ্ট বলা আছে যে প্রকল্পের যাবতীয় আসবাবপত্র বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পেরেশন হতে ক্রয় করতে হবে। অথচ তা ক্রয় না করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করা হয়েছে । যা অনিয়মিত।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ক্রয় কাজ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৬০

শিরোনামঃ নির্ধারিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪৫,১১,০৭৪ ( পয়তাল্লিশ লক্ষ এগার হাজার চুয়াত্তর ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত ৪ টি প্রতিষ্ঠানের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার, এমবি ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

সরকার নির্ধারিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪৫,১১,০৭৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১৬০ তে দ্রঃ)।

* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা গেল যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দর পিডব্ল্উডি রেট সিডিউল অনুযায়ী ঠিকাদারের বিলের বেশ কিছু আইটেমের দর পরিশোধ করা হয়নি।
* উক্ত রেট সিডিউলের দর উপেক্ষা করে অতিরিক্ত দরে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। যা যথাযথ নয়।
* ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন কাজের আইটেমে পিডব্ল্উডি রেট সিডিউল অপেক্ষা যে অস্বাভাবিক অতিরিক্ত দর উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থনে ঠিকাদারের নিকট হতে কোন দরের বিশ্লেষণ নেয়া হয় নি।
* এক্ষেত্রে অনুমোদিত চূড়ান্ত এষ্টিমেটের দরকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ চূড়ান্ত এষ্টিমেটের দর উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পিডব্লিউডি রেট সিডিউলে ঠিকাদারের লাভ, আয়কর, ভ্যাট, অপচয়, শ্রমিক মজুরী প্রভৃতি সমূদয় ব্যয় যোগ করে সরকার দর তৈরি করা হয়েছে। ফলে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত দরে অতিরিক্ত লাভ প্রদানের কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৬১

শিরোনামঃ কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এ দী্ঘদিন যাবত্ কোন গাড়ী ও স্প্রিড বোট না থাকা সত্ত্বেও গাড়ী চালক ও স্প্রীড বোট চালককে বেতন ভাতা পরিশোধ করায় অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ১৩,০৫,৫০৮/- (তের লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা ।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এ কোন গাড়ী ও স্প্রিড বোট না থাকা সত্ত্বেও গাড়ী চালক ও স্প্রীড বোট চালককে বেতন ভাতা পরিশোধ করায় অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ১৩,০৫,৫০৮/- টাকা।(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১৬১, ৭/১-২ এ দ্রঃ)

* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জে একটি পিকআপ আছে, হ্যাচারী কর্মকর্তার সাথে আলোচনায় জানা যায় যে পিকআপটি বিগত ২০০৪ সাল হতে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন যাবত্ কোন গাড়ী ও স্প্রীডবোট না থাকা সত্ত্বেও পরিশিষ্টে বর্ণিত ২ জন গাড়ী চালক ও ২ জন স্প্রীড বোট চালককে বেতন ভাতা পরিশোধ করায় এ কার্যালয়ের ১৩,০৫,৫০৮/- টাকা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হয়েছে।
* উল্লেখ্য যে, এ কার্যালয়ে ফিসারম্যান কাম গার্ড এর ৬ টি পদের বিপরীতে মাত্র ১ জন কর্মরত রয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
* এমতাস্থায় প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন না করে কোন গাড়ী ও স্পীড বোট না থাকা সত্ত্বেও অপ্রজোনীয় গাড়ী চালক ও স্পীড বোট চালককে বেতন ভাতা পরিশোধ করায় সরকারের ১৩,০৫,৫০৮/- টাকা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হয়েছে, যা হ্যাচারী সংস্থাপন ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। মত্স্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট এ স্থায়ী গাড়ী চালক না থাকায় আউটসোর্সিং গাড়ী চালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এদের বদলী করে অন্যত্র নিয়োজিত করা আবশ্যক ছিল।

অনিয়মের কারণঃ কাজ না থাকা সত্ত্বেও ২ জন গাড়ী চালক ও ২ জন স্পীড বোট চালককে বেতন ভাতা পরিশোধ করায় এ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ মঞ্জুরীকৃত পদের বিপরীতে পদায়ন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা হয়েছে। পূর্ণাংঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অপ্রয়োজনীয় জনবলের বেতন ভাতার অর্থ হ্যাচারীর উত্পাদন খাতে ব্যয় করা হলে সরকারের রাজস্ব আরো বৃদ্ধি পেত। অন্যদিকে যেখানে আউটসোর্সিং গাড়ী চালক নিয়োজিত আছে সেখানে অনিয়মিত গাড়ী চালককে প্রদেয় বেতন ভাতার অর্থ সাশ্রয় হতো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদনং-১৬২

শিরোনামঃ দic‡Îi kZ© Abyhvqx ল্যাপটপ, †ডস্কটপ, wcÖ›Uvi Ges স্ক্যাbvi µq bv K‡i AwbqwgZ wej cwi‡kva RwbZ Awbqg 22,82,388/-(বাইশ লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত আটাশি) UvKv|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন cÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 2012-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j ‡UÛvi †Kv‡Ukb bw\_ wej fvDPvi I Li‡Pi fvDPvi chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* `ic‡Îi kZ© Abyhvqx ল্যাপটপ, †ডস্কটপ, wcÖ›Uvi Ges স্ক্যাbvi µq bv K‡i AwbqwgZ wej cwi‡kva RwbZ Awbqg 22,82,388/- UvKv|
* we¯ÍvwiZ weeiY cwiwkó-১৬২ ১/১ †Z †`qv n‡jv|
* `ic‡Îi †mKkb-7 Gi kZ© Abyhvqx wej `vwLj bv Kiv m‡Z¡I †gmv©m ¯§vU© wWwRUvj K‡bv‡jvwRm, K-111/we (bxPZjv KvRx evox) XvKv‡K 22,82,388/- UvKv AwbqwgZfv‡e cwi‡kva Kiv nq|
* `ic‡Îi †mKkb-7 Gi kZ© Abyhvqx gvjvgvj MÖnY bv K‡i wej cwi‡kva Kiv nq|
* D‡jøL †h, 30/09/2013 wLª: Zvwi‡L wmGm ¯^vÿi Kiv nq Ges 02/10/2013 wLª: Zvwi‡L ‡gmv©m ¯§vU© wWwRUvj K‡bv‡jvwRm, K-111/we (bxPZjv KvRx evox) XvKv‡K IqvK AWv©i cÖ`vন Kiv nq Ges H Zvwi‡L XvKv n‡Z D³ gvjvgvj ¸wj ¸bMZ gvb hvPvB bv K‡i Ges `ic‡Îi kZ© Abyhvqx hvPvB বাছাই bv K‡i óK †iwRóvi Gw›Uª Kiv nq| (cÖgvbK mshy³)

**Awbq‡gi KviY:** দরপত্রের শর্তভংঙ্গ।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve**: দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী উক্ত মালামালগুলো ক্রয় করা হয়েছে, কোন শর্ত লঙ্গন করা হয়নি।

**নিরীক্ষার** জবাবঃ `ic‡Îi †mKkb-7 Gi kZ© Abyhvqx মালামাল গ্রহণ না করেwej পরিশোধকরা সঠিক হয়নি। দ্রুত বিল পরিশোধ কারীর নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

**নিরীক্ষার সুপারিশ** : নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৬৩

শিরোনামঃ অপ্রয়োজনে গাড়ী ক্রয়ের নামে সরকারের ১৭,১৪,০০০ ( সতের লক্ষ চৌদ্দ হাজার) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন দেশের ০৩ টি উপকূলীয় জেলার ০৪ স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে টেন্ডার ডকুমেন্টস, সিডিউল, ডিপিপি, এপিপি, বিল-ভাউচার ও গাড়ী ক্রয়ের নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

অর্থ মন্ত্রণালয় ও ডিপিপি’র নির্দেশ উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনে ০৬.১০.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গাড়ী ক্রয়ের কাযার্দেশ দেয়া হয় আর ১৯.১২.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গাড়ীটি বুঝে নেয়া হয়। সেকারণে গাড়ী ক্রয়ের নামে সরকারের ১৭,১৪,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নম্বর-২০০৪-৩২৪ তারিখ ২৯.০৫.২০১৩ এর মাধ্যমে জীপ গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন ফি ও সিএনজি কনভারশন ফিসহ সর্ব্বোচ ৫৬.৮৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা সত্বেও এক্ষেত্রে ৭২,২৬,০০০ টাকায় জীপ গাড়ী এবং ১,৭৪,০০০ টাকায় রেজিষ্ট্রেশন ফিসহ ৭৪,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ১৭,১৪,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগের স্মারক নম্বর- অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-৭৬//৯৬/১১৫০ তারিখঃ ২৪.১২.২০০২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বলা হয়েছে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোটরযান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহনের বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন অনুমোদন নেয়ার প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* ডিপিপিতে বলা আছে গাড়ী ওটিএম বা খোলা দরপত্র আহবান করে ক্রয়ের করতে হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে সরাসরি সরবরাহকারির নিকট হতে কোটেশন সংগ্রহ করে ক্রয় করা হয়েছে।
* প্রকল্পের প্রথম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করা এবং প্রকল্পের কাজ শুরু না হওয়া সত্বেও অপ্রয়োজনে গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে যা সরকারের আর্থিক প্রোপ্রাইটির পরিপন্থী।
* আলোচ্য প্রকল্পের প্রথম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয় ফেব্রুয়ারী /২০১৫ তে। আর ১৯.১২.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গাড়ী টি ক্রয় করে বুঝে নেয়া হয়।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ সমূহ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ cÖKí ev¯ÍevqbKvix KZ…©c‡ÿi Rb¨ GKwU Rxc Mvox MÖMwZ BÛvwóªR wjwg‡UW n‡Z wWwcwcÕi Procurement Method & Type G wba©vwiZ Quotation (NCT) c×wZ‡Z wWwcwcÕi ms¯’vb Abyhvqx wW‡m¤^iÕ 2013 gv‡m µq Kiv n‡q‡Q| µ‡qi †ÿ‡Î wóqvwis mfvi mycvwik, wWwcwcÕ‡Z ms¯’vbmn gš¿Yvj‡qi h\_vh\_ cÖkvmwbK Aby‡gv`b i‡q‡Q|

cÖK…Zc‡ÿ MZ 30.04.2013wLªt Zvwi‡L 1g cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e †gvt gwReyi ingvb, hyM¥-mwPe †K wb‡qvM cÖ`vb K‡i| Z`&‡cÖwÿ‡Z AvcwË‡Z DwjøwLZ 1g cÖKí cwiPvjK wb‡qvM bv Kivi Z\_¨wU mwVK bq| wbqš¿YKvix gš¿Yvjq A\_© gš¿Yvj‡qi Aby‡gv`bµ‡g ev¯ÍevqbKvix KZ…©cÿ‡K cÖkvmwbK Aby‡gv`b cÖ`vb K‡i| Dch©y³ GKB wewa AbymiY K‡i AÎ cÖK‡í grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvjq Mvox µ‡qi cÖkvmwbK Aby‡gv`b K‡i| d‡j Mvox µ‡qi †ÿ‡Î Avw\_©K †cÖvcvBUvixi cwicš’x ev miKvwi wb‡`©k D‡cÿv Kivi †Kvb welq N‡Uwb| d‡jAcÖ‡qvR‡b Mvox µ‡qi bv‡g miKv‡ii অতিরিক্ত 17,14,000 UvKv AwbqwgZ e¨‡qi welqwUI mwVK bq|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নম্বর-২০০৪-৩২৪ তারিখ ২৯.০৫.২০১৩ এর মাধ্যমে জীপ গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন ফি ও সিএনজি কনভারশন ফিসহ সর্ব্বোচ ৫৬.৮৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা ছিল। কিন্তু গাড়ীর ক্রয় মূল্য ছিল ৭২,২৬,০০০ টাকা এবং রেজিঃ ফিসহ মোট মূল্য ছিল ৭৪,০০,০০০ টাকা। ফলে অতিরিক্ত ১৭,১৪,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৪.১২.২০০২ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান যুগ্ম সচিব মহোদয় বিএফডিসির কর্মকর্তা ছিলেন । সেখানে উনার পদবীর বিপরীত গাড়ী বরাদ্দ ছিল। তিনি প্রকল্পে অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া প্রকল্পের কোন কাজও তখন শুরু হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সত্বর মীমাংসামূলক জবাব অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৬৪

**শিরোনামঃ** **মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৩,৪৫,৭৩০** ( তেরো লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার সাতশত ত্রিশ) **টাকা।**

**বিবরণঃ** মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য অফিস, ঝালকাঠি , উপজেলা মৎস্য অফিস পাথরঘাটা, বরগুনা, জেলা মৎস্য অফিস, বাগেরহাট এবং জেলা মৎস্য অফিস, গোপালগঞ্জ ও জেলা মৎস্য অফিস, মানিকগঞ্জ এর ২০১৭-১৮ সালের বরাদ্দ ও মঞ্জুরী ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ‍নির্দিষ্টকরণ নিরীক্ষা (Appropriation Audit) কালে লাইসেন্স নবায়ন রেজিষ্টার, ব্যবসায়ীদের তালিকা, চালানের কপি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যলোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

**মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৩,৪৫,৭৩০ টাকা।**

**উপজেলা মৎস্য অফিস,পাথরঘাটা,বরগুনা:**

* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের ১১/০৯/২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং এস আর ও নং ২৮৫- আইন/২০১১ মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ (২০১০ সনের ২নং আইন) এর ধারা ২২ মোতাবেক মৎস্য খাদ্য বিক্রয়কারী পাইকারী ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি ১০০০, নবায়ন ফি ৫০০ এবং আপিল ফি ১০০০ টাকা এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি ৫০০,নবায়ন ফি ৩০০ এবং আপীল ফি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয় ।
* অত্র কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন তালিকাভুক্ত ৭ জন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৭ জনকে লাইসেন্সের আওতায় আনা হলেও তাদের নিকট হতে ২০১৭-১৮ সালের লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় করা হয়নি (৩০০**×**৭)= ২১০০/- টাকা এবং উক্ত টাকার উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৩১৫/- টাকা সর্বোমোট ২৪১৫/-টাকা এবং উপজেলা মৎস্য অফিস পাথরঘাটা,বরগুনা ৩৫৬৫ টাকা মোট (২৪১৫+৩৫৬৫) = ৫৯৮০ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনুরুপভাবে, জেলা মৎস্য অফিস বাগেরহাটের-১৩,৩৯,৭৫০/-টাকাসহ সর্বোমোট-১৩,৪৫,৭৩০/-টাকা।

(বিস্তারিত পরিশিষ্ট “১৬৪ ” দ্রঃ)।

**অনিয়মের কারণঃ** মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

**ফলাফলঃ** আর্থিকক্ষতি ।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** মৎস্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি আদায় পূর্বক নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৬৫

শিরোনামঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনে গাড়ী ক্রয় করায় সরকারের ৪৩,৬০,০০০ ( তিতাল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার ) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন হাওড় অঞ্চলে মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, এপিপি, গাড়ী ক্রয়ের নথিও বিল-ভাউচার হতে দেখা গেল যে,

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে অপ্রয়োজনে গাড়ী ক্রয় করায় সরকারের ৪৩,৬০,০০০টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগের স্মারক নম্বর- অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-৭৬//৯৬/১১৫০ তারিখঃ ২৪.১২.২০০২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বলা হয়েছে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোটরযান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি গ্রহনের বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন অনুমোদন নেয়ার প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করা এবং প্রকল্পের কাজ শুরু না হওয়া সত্বেও অপ্রয়োজনে গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে যা সরকারের অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটির পরিপন্থী।
* নথি হতে দেখা যায় গাড়ীটি ০৩.১১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সরবরাহকারির নিকট হতে বুঝে নেয়া হয়। এর ৩ দিন পরে গাড়ীটি ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রকল্প হতে সরিয়ে প্রধান কাযার্লয়ের পরিবহন পুলে ন্যস্ত করা হয় যা অনিয়মিত।
* গাড়ীর প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্বেও সরকারের উচ্চ পযার্য় অর্থাৎ একনেক সভাকে ভুল বুঝিয়ে ডিপিপিতে গাড়ী অর্ন্তভুক্ত করে ক্রয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারের অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটির পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত cÖwZôv‡bi Revet cÖK‡íi †gqv` Gwc«j/2014 †Z ïiƒ nq| K‡c©v‡ik‡b ‡cÖl‡Y Kg©iZ (hyM¥-mwPe) cwiPvjK (A\_©) Rbve †gvt bvwmiDwÏb Lvb‡K Zvui wbR `vwq‡Z¡i AwZwi³ cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e wb‡qvM †`qv nq| wZwb 06.07.2015 ch©šÍ `vwqZ¡ cvjb K‡ib| পরে K‡c©v‡ik‡b cwiPvjK (A\_©) Rbve †gvt dRjyj nK (hyM¥-mwPe) cÖK‡í 29.03.2017 ch©šÍ `vwqZ¡ cvjb K‡ib| cÖKí cwiPvjKM‡Yi ØvwqZ¡ cvjbKvjxb weMZ 23.07.2015 Zvwi‡L 46,93,000 UvKv e¨‡q 1 wU K¨vwieq µq Kiv nq Ges MvoxwU mswkøó cÖKí cwiPvjKMY wbqwgZ e¨envi Ki‡Qb।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ প্রকল্পের মূল কাজ ২০১৭ সালে শুরু হলেও গাড়ী কেনা হয়েছিল ২০১৪ সালে। প্রেষণে নিয়োজিত বিএফডিসি’র কর্মকর্তা হিসেবে সেখানে গাড়ীর সুবিধা ছিল। পুনরায় প্রকল্পের গাড়ী ক্রয় করা সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটির পরিপন্থী। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগের ২৪.১২.২০০২ খ্রিঃ তারিখের আদেশের পরিপন্থী। কারণ উক্ত আদেশে বলা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত গাড়ী ক্রয় যোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করা আবশ্যক অন্যথায় দায়/দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-১৬৬**

**শিরোনামঃ আবাসিক ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত বাড়ী ভাড়ার ২৯,৭০,৪৮৫ ( উনত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশত পঁচাশি ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় অনিয়ম।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বেতন ভাতা বিল, রেজিষ্টার, ব্যাংক বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

* আবাসিক ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত বাড়ী ভাড়ার ২৯,৭০,৪৮৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় অনিয়ম (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবাসিক ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকা প্রতিষ্ঠানের, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ষোলঘর, চাঁদপুর শাখায় একাউন্ট নং-১৫১৮০৩৪০১৭১৪৪ তে জমা আছে। নিয়ম মোতাবেক কোন সরকারী টাকা আদায়ের সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত নিয়ম পরিপালন করা হয়নি। যাহা আর্থিক অনিয়ম।

অনিয়মের কারণঃ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক সময় সময় কেন্দ্রের নির্দিষ্ট হিসাব থেকে সদর দপ্তরে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব হিসাবে প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* আবাসিক ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* আদায়কৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৬৭

শিরোমনিঃ চূড়ান্ত এষ্টিমেট অপেক্ষা বিলে অতিরিক্ত পরিমান রডের দাম পরিশোধ করায় সরকারের ২২,৪০,২৩১ (বাইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুইশত একত্রিশ টাকা) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বরিশাল ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটরী এবং গোপালগঞ্জ ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটরী নির্মাণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার, এমবি ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

* চূড়ান্ত দাপ্তরিক এষ্টিমেট অপেক্ষা বিলে অতিরিক্ত রডের দাম পরিশোধ করায় সরকারের ২২,৮৫,৮৬৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।
* চূড়ান্ত এস্টিমেটে গ্রাউন্ড ফ্লোর হতে ৪ র্থ ফ্লোরের যাবতীয় কাজে যে পরিমান রডের হিসাব ধরা আছে তা অপেক্ষা ২২,৪০,২৩১ টাকা অতিরিক্ত রডের মূ্ল্য ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।

ফলে সরকারের ২২,৪০,২৩১ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। (বিস্তাঃ পরিঃ ১৬৭ এ দ্রঃ)।

অনিয়মের কারণঃ ঠিকাদারকে অনিয়মিত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নির্ধারিত দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে বিল পরিশোধ করা যর্থাথ হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৬৮

শিরোনামঃ নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার পতিহার দিঘী পুনঃ খননের নামে সরকারের মোট ১৯,০৯,২২৯ ( উনিশ লক্ষ নয়হাজার দুইশত উনতত্রিশ টাকা) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে পরিচালনা কালে ডিপিপি, এপিপি, এষ্টিমেট, টেন্ডার ডকুমেন্ট, সিডিউল ও বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে,

নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার পতিহার দিঘী পুনঃ খননের নামে সরকারের ১৯,০৯,২২৯ টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

* সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি এ ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে কারণ পতিহার দিঘী পুনঃ খনন করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোন আবেদন নথিতে পাওয়া যায় নি।
* পুকুর খননের পূর্বে পুকুরের পানি সেচের প্রয়োজন হয়। পানির পরিমাপ, পুকুরের গভীরতা মাপা এবং পানি সেচার বিল পরিশোধের কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* পুকুর খননের বিলের সাথে মাটি কাটার পরিমাপের কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* এই পুকুর পুনঃ খননের ফলে মৎস চাষীদের এবং এ এলাকার মাছের কি উন্নয়ন হবে বা হয়েছে কিনা, আদৌ উন্নয়ন হবে কিনা, উন্নয়ন হলেও এই ব্যয়ের তুলনায় কি পরিমান, তার কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ কোন কারণ ছাড়াই পুকুর খনন করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পুনঃ খননের ফলে কি পরিমান বাড়তি মাছ উৎপাদন হবে তার কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৬৯

শিরোনামঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে জমি ক্রয়ের বিলের সাথে আনুষঙ্গিক খরচের নামে ২৫,২৭,৯২৩ (পঁচিশ লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত তেইশ টাকা) টাকা অতিরিক্ত গ্রহন সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন দেশের ০৩ টি উপকূলীয় জেলার ০৪ স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ও হাওড় অঞ্চলে মৎস অবতরন নির্মাণ প্রকল্প বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহনের বিল-ভাউচার ও নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

* অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে মৎস অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহনের বা জমি ‍ক্রয়ের বিলের সাথে আনুষঙ্গিক খরচের নামে ২৫,২৭,৯২৩ টাকা অতিরিক্ত গ্রহন সরকারের আর্থিক ক্ষতি। (বিস্তাঃ পরিঃ ২৭৪ এ দ্রঃ)
* অর্থ মন্ত্রণালয়ের, অর্থ বিভাগের ২৫.০১.২০০৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নম্বর-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ এর মাধ্যমে আলোচ্য ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক খাতে টাকার নেয়ার বিধি-নিষেধ জারী করা হয়।
* দেশের ০৩ উপকূলীয় জেলার ০৪ স্থানে মৎস অবতরন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহন করা হয়। জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে অধিগ্রহনকৃত জমির মূল্যের সাথে ৭.৫% হারে আনুষঙ্গিক খরচ নেয়া হয়। যা উক্ত আদেশের পরিপন্থী।
* আবার কোন এলাকায় ২% হারে আনুষঙ্গিক বাবদ খরচ নেয়া হয়। কিন্তু এধরনের কোন আনুষঙ্গিক খরচ নেয়ার কোন এখতিয়ার জেলা প্রশাসকদের নেই। কারণ জেলা প্রশাসকদের আনূষঙ্গিক খাতে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ D³ cwi‡kvwaZ A\_© Avjxcy‡i 1.10GKi Rwgi g~j¨ eve` 1,73,94,281.51 UvKvi g‡a¨ Avbylw½K Li‡Pi 7.5% nv 12,13,554.52 UvKv, gwncy‡i 1.09 GKi Rwgi g~j¨ eve` 90,90,673.88 UvKvi g‡a¨ 2% Avbylw½K Li‡Pi nv‡i 1,78,248.50 UvKv, cv‡oi nv‡U 2.36 GKi Rwgi g~j¨ eve` 39,23,556.48 UvKvi g‡a¨ 7.5% nv‡i Avbylw½K Li‡Pi nv‡i 2,73,736.50 UvKv Ges ivgMwZ‡Z 2.70 GKi Rwgi g~j¨ eve` 27,55,629.92 UvKvi g‡a¨ 7.5% nv‡i Avbylw½K Li‡Pi nv‡i 1,92,253.25 UvKvmn Avbylvw½K LiP wn‡m‡e me©‡gvU 18,57,792.77 UvKv we`¨gvb i‡q‡Q| G wel‡q DÌvwcZ AvcwËwU †Rjv cÖkvmb KZ…©c‡ÿi wbKU n‡Z cÖK…Z Z\_¨ cvIqv mv‡c‡ÿ Reve cÖ`vb Kiv †h‡Z cv‡i|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। অর্থ পরিশোধকারির দায়িত্ব যথাযথভাবে আর্থিক প্রোপ্রাইটি অনুসরন করা। কিন্তু এক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয় নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** সত্বর মীমাংসামূলক জবাব সংগ্রহ করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৭০

শিরোনামঃ প্রয়োজন ব্যতীত গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পিয়ারা পুকুর খননের বিল ভাউচারের সাথে কোন প্রমাণক না থাকায় ব্যয়িত ১৮,৩৭,০০০ ( আঠার লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার) টাকার হিসাব না মেলা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction) ও ব্যয় (Expenditure ) ভিত্তিক নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে পরিচালনা কালে ডিপিপি, এপিপি, এষ্টিমেট, টেন্ডার ডকুমেন্ট, সিডিউল ও বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে,

প্রয়োজন ব্যতীত গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পিয়ারা পুকুর খননের বিল ভাউচারের সাথে কোন প্রমাণক না থাকায় ব্যয়িত ১৮,৩৭,০০০ টাকার হিসাব না মেলা।

* সংশোধিত এষ্টিমেটে দেখা যায় ১২০১০.০৮ কিউবিক মিটার মাটি খননের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৮,৪৪,৮০০ টাকা।
* বিল-ভাউচারে দেখা যায় ৪৬ নম্বর বিলের মাধ্যমে ০৭.০৬.২০১৮ তারিখে ৪,৬২,০০০ টাকা; ৫৮ নম্বর বিলের মাধ্যমে ০৭.০৬.২০১৮ তারিখে ৪,৬৩,০০০ টাকা; ৮১ নম্বর বিলের মাধ্যমে ২৪.০৬.২০১৮ তারিখে ৪,৫০,০০০ টাকা এবং ২৭.০৬.২০১৯ তারিখে ৪,৬২,০০০ টাকা ফলে সর্বমোট ১৮,৩৭,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
* কিন্তু আলোচ্যকাজের বিলের সাথে মাটি কাটার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি বিধায় প্রকৃত কাজের সাথে এষ্টিমেটের কাজের পরিমানের সাথে মিলানো সম্ভব হয়নি। ফলে আদৌ কাজ করা হয়েছে কিনা এবং তার সঠিক পরিমান কোনটাই নিশ্চিত করা যায় নি।
* সর্বোপরি এই খননের ফলে মৎস চাষীদের এবং এ এলাকার মাছের কি উন্নয়ন হবে বা আদৌ উন্নয়ন হবে কিনা, উন্নয়ন হলেও এই ব্যয়ের তুলনায় কি পরিমান, তার কোন সমীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ আলোচ্যকাজের বিলের সাথে মাটি কাটার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৭১

শিরোনামঃ দীর্ঘদিন যাবৎ নিউ হেভী ডিউটি পিক এন্ড ক্যারি মোবাইল ক্রেন ক্রয় করে ফেলে রাখায় প্রতিষ্ঠানের ৩৫,০০,০০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্পচট্রগ্রাম মৎস বন্দর, চট্রগ্রামের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, এপিপি, পিসিআর, মালামাল ক্রয়ের নথি, বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

দীর্ঘদিন যাবৎ ১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন নিউ হেভী ডিউটি পিক এন্ড ক্যারি মোবাইল ক্রেন ক্রয় করে ফেলে রাখায় প্রতিষ্ঠানের ৩৫,০০,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* টেন্ডারে মের্সাস মাজেদা কর্পোরেশন সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হলে ১২.০৬.২০১২ খ্রিঃ তারিখে স্বারক নং-পিআরও.ক.১১৮৫৩/৯৪-৯৫/৪র্থপার্ট/৭৫৩(বি)এর মাধ্যমে সরবরাহ আদেশ জারী করা হয় ২০.১১.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরবরাহ নেয়া হয়।
* ৬ বছর আগে সরবরাহ নেয়া ক্রেনটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
* প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে প্রকল্পটি অদ্যাবধি চালু না হওয়ায় ক্রয়কৃত মালামাল ফেলে রাখা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষিতপ্রতিষ্ঠানের জবাবঃ **t** 10Ub ÿgতা সম্পন্ন †gvevBj †µb †UÛv‡i mieivn †bIqvi ci cÖK‡íi Rbej bv \_vKvq K‡c©v‡ikনের PÆMÖvg¯’ grm¨ e›`‡ii †µb Acv‡iUi Øviv cwiPvwjZ n‡qwQj| eZ©gv‡b Rbej c`vqb I cÖwkÿ‡bi gva¨‡g wbR¯^ Rbej Øviv D³ †µb cwiPvwjZ n‡”Q|

cÖK‡íi cvkvcvwk PÆMÖvg grm¨ e›`i¯’ †gwiY IqvK©mc GÛ WKBqv‡W©i wewfbœ Riæix KvR mgvav Kiv mn ewnivMZ wewfbœ cÖwZôv‡bi KvR m¤úv`b K‡i †K‡›`ªi ivR¯^ Avq Kiv m¤¢e n‡”Q Ges ‡µbwUi h\_vh\_ iÿbv‡eÿb Kiv n‡”Q| D‡jøL¨ †h, wKw¯Í‡Z Aegy³K…Z A‡\_©i g‡a¨ D³ †µbwU µq Kiv bv n‡j wbw`©ó mg‡qi ci miKvwi †KvlvMv‡i †µb µq Lv‡Z eivÏK…Z A\_© ‡diZ w`‡Z nZ| cieZx©‡Z bZzbfv‡e A\_© eivÏ I Aegyw³Ki‡b RwUjZv †`Lv w`Z cvkvcvwk evRvig~j¨ e„w× cvIqvq eivÏK…Z g~‡j¨ †µbwU µq Kiv m¤¢e n‡Zv bv|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। প্রকল্পটি চালুর কোন প্রমানক পাওয়া যায় নি। প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম, পদায়িত জনবলের তালিকা, নিয়োগ বিধি, কিভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে, প্রবিধানমালা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করার অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৭২

শিরোনামঃ পিপিআর-২০১৪ এর বিধি উপেক্ষা করে ঠিকাদার কর্তৃক অস্বাভাবিক দরের বিপরীতে ফ্রন্ট লোডিং হারে জামানত না নেয়ায় ১৩,৩৭,৪১১ ( তের লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চারশত এগার) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন হাওড় অঞ্চলে মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে অবতরণ কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য টেন্ডার নথি, সিডিউল, নকশা ও চূড়ান্ত এস্টিমেট, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

পিপিআর-২০১৪ এর বিধি উপেক্ষা করে মোহনগঞ্জে অকশন সেড ও ৩ তলা প্যাকিং ও আড়তঘর নির্মাণ কাজে ঠিকাদার কর্তৃক অস্বাভাবিক দরের বিপরীতে দরপত্র বাতিল না করা এবং ফ্রন্ট লোডিং হারে জামানত না নেয়ায় ১৩,৩৭,৪১১ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৭ (২) মোতাবেক এক্ষেত্রে ঠিকাদারের কিছু আইটেমের দর খুবই কম আবার বেশ কিছু আইটেমের দর অতি উচ্চদর হওয়া সত্বেও ফন্ট্র লোডিং এর হিসেবে জামানত গ্রহন করা হয়নি।
* যেমন আইটেম নম্বর- ০৬ ওয়ান লেয়ার ব্রীক ফ্লাট সলিং প্রতি ষ্কয়ার মিটারের দর ধরা হয়েছে ৩ টাকা যার সরকারি দর ৩৫৫ টাকা। আইটেম -৭ (১:৩:৬) ম্যাশ কংক্রিট প্রতি কিউবিক মিটার ৫ টাকা দরে যা কোন ঠিকাদারের পক্ষে করা সম্ভব নয় কারণ সরকারি দর ৬,৩১৯ টাকা।
* ১ ষ্কঃ মিটারে ৩২ টা ইটের প্রয়োজন যার দাম ২৫০ টাকা এর সাথে আরো বিভিন্ন আইটেম রয়েছে । তা ৩ টাকায় করা অবাস্তব। আবার আরসিসি’র কাজের সরকারি দর সাধারনত ৭,৩১৯ টাকা কিন্তু ঠিকাদারের দর ১৯,০০০ টাকা যা অবাস্তব, অকল্পনীয়, অস্বাভাবিক। ফলে এধরনের ঠিকাদারের দরপত্র বাতিল যোগ্য ছিল। কিন্তু দরপত্র বাতিল করা হয় নি।

অনিয়মের কারণঃ পিপিআরের নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত cÖwZôv‡bi Revet `ic‡Î c¨v‡KRfy³ wewfbœ KvR (item) AšÍ©f~³ wQj weavq mswkøó wVKv`vi KZ©…K wKQy wKQy AvB‡U‡g D”P`i I wKQy wKQy AvB‡U‡g AwZ wbgœ`i D×…Z Kiv nq| `icÎ g~j¨vqb KwgwU KZ©…K hvPvB-evQvB µ‡g cvewjK cÖwKDi‡g›U AvBb-2006 Gi 24 bs AvB‡bi aviv 31 (3) (cvewjK cÖwKDi‡g›U (ms‡kvab) AvBb 2016) Abyhvqx, D×…Z g~j¨ `vßwiK cÖv°wjZ g~j¨ A‡c¶v 10% Gi †P‡q AwaK Kg bv nIqvq me©wbgœ Responsive `i`vZv wn‡m‡e we‡ewPZ mswkøó wVKv`vi gvwbK GÛ e«v`©vm eivei NOA Bm¨y Kiv nq| ewY©Z Kvi‡Y d«›U †jvwWs nv‡i RvgvbZ †bqv nqwb| cieZ©x‡Z D×…Z `i Abyhvqx wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| †Kvb AwZwi³ A\_© cwi‡kva Kiv nqwb|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পিডব্লিউডি প্রতিটি দরের বিশ্লেষন করে তার সাথে ঠিকাদারের লাভ, আয়কর, ভ্যাট, অপচয় সহ সবকিছু হিসেব করেই দর নির্ধারণ করা হয়। ফলে অস্বাভাবিক কম দরে বা বেশী দরে বিল পরিশোধযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করা আবশ্যক অন্যথায় দায়/দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৭৩

শিরোনামঃ পরিমান মত মৎস পোনা বুঝে না নেয়া ও মাননীয় সংসদ কর্তৃক মৎস পোনা অবমুক্ত না করায় সরকারের ১৭,৫০,০০০ (সতের ল্ক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত অফিস সমূহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পোনা অবমুক্তির ও পোনা ক্রয়ের নথি, বিল ভাউচার ও স্টক রেজিঃ হতে দেখা গেল যে,

পরিমান মত মৎস পোনা বুঝে না নেয়া ও মাননীয় সংসদ কর্তৃক মৎস পোনা অবমুক্ত না করায় সরকারের ১৭,৫০,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় (বিস্তাঃ পরিঃ ১৭৩ এ দ্রঃ)।

* বরাদ্দকৃত বাজেটের ৩ নম্বর শর্ত মোতাবেক স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এর উপস্থিতিতে পোনা মাছ অবমুক্তি করার নির্দেশ কোথাও পরিপালন করা হয় নি।
* মাছের পোনা ক্রয় করার বিল পরিশোধ করা হলেও মাছগুলো ক্রয়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি অর্থাৎ যে বিলের বিপরীতে টাকা পরিশোধ করা হয়েছে সেই দাখিলকৃত বিলে মৎস পোনা বুঝে নেয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* পোনা গুলি কোন কোন নির্বাচিত জলাশয়ে অবমুক্তি করা হয়েছে তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* পোনা মাছ অবমুক্তির জন্য একটি কমিটি আছে, কমিটির সদস্যদেরকে বিভিন্ন জলাশয়ে মৎস পোনা অবমুক্তির জন্য পরিবহন করে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রমানক নেই।
* পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ এর ক্রমিক নং- ৪ মোতাবেক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রবাহমান নদ-নদী ছাড়া খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, মরা নদী, ঘের, বরোপিট, ডোবা নালা ইত্যাদি জাতীয় খাস ও সরকারি উপযুক্ত জলাভূমি পোনামাছ অবমুক্তিযোগ্য। পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ এর ক্রমিক নং- ৫ মোতাবেক জলাভূমি নির্বাচন করা আবশ্যক। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে পুকুরেও পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে যা যথার্থ নয়।
* জেলা অফিসের পোনা অবমুক্তির জন্য কোন কমিটি না থাকা সত্বেও সেখানেও পোনা অবমুক্তির নামে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
* পরিমান মত পোনা ক্রয় করার কোন প্রমান্ক পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ পোনা মাছ ক্রয় ও অবমুক্তির কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পোনা মাছ ক্রয় ব্যতীত পোনা অবমুক্ত করা সম্ভব না।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৭৪

শিরোনামঃ নির্ধারিত সময়ে গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন ফিস জমা না দেয়ায় বিলম্ব ফিস বাবদ ৯,০৯,৫৪৫ (নয় লক্ষ নয় হাজার পাঁচশত পঁতাল্লিশ) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, রমনা, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় (Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের মঞ্জুরী, সংশ্লিষ্ট নথি ও বিলভাউচার সমূহ হতে দেখা গেল যে,

নির্ধারিত সময়ে গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন ফিস জমা না দেয়ায় বিলম্ব ফিস বাবদ সরকারের ৯,০৯,৫৪৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

* গাড়ী সমূহের রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য সময় নির্ধারন করা থাকে। সেই সময় মোতাবেক রেজিষ্ট্রেশন না করা হলে জরিমানাসহ রেজিষ্ট্রেশন ফি জমা দিতে হয়।
* আলোচ্যক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে ফিসের টাকা জমা না দেয়ায় জরিমানাসহ টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তাঃ পরিঃ ১৭৩ এ দ্রঃ)।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি গাড়ীতে জরিমানা দেয়ার ফলে সরকারের অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সরকারি কাজে জরিমানা দেয়া যর্থাথ হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৭৫

শিরোনামঃমাটিও ইট বিক্রয়ের টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় সরকারের মোট ১১,৫২,৫০৮ (এগার লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশত আট ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, রমনা, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় (Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের মঞ্জুরী, সংশ্লিষ্ট নথি, টেন্ডার ডকুমেন্টস, এষ্টিমেট, এমবি, নকশা ও বিলভাউচার সমূহ হতে দেখা গেল যে,

বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত মাটি ও ইট বিক্রয়ের টাকা সরকারি খাতে জমা প্রদান না করায় সরকারের মোট ১১,৫২, টাকা আর্থিক ক্ষতি।(বিস্তাঃ পরিঃ ১৭৫ দ্রঃ)।

* বিভিন্ন রাস্তার কাজ, রিটেইনিং ওয়াল, পুকুর খনন কালে যে সমস্ত মাটি ও ইট উদ্বৃত্ত ছিল তা বিক্রয় করে অর্থ সরকারি খাতে জমা করা হয় নি।
* সরকারি স্থাপনার সকল জিনিস-পত্র, ফল-মূল, গাছ-গাছালির যাবতীয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদানযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে মাটি বিক্রয়ের অর্থ সরকারি খাতে জমা করা হয় ‍নি।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি অর্থ সরকারি খাতে জমা না করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ মাটি ও ইট বিক্রয়ের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৭৬

শিরোনামঃ সরকারী মৎস্য খামার হতে মৎস্য পোনা ক্রয় না করে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত দরে বেসরকারী খামার হতে মৎস্য পোনা ক্রয় করায় সরকারের রাজস্ব ২২,৯০,১৬২ (বাইশ লক্ষ নব্বই হাজার একশত বাষট্টি) ক্ষতি টাকা।

বিবরণ: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত অফিস সমূহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয় । এসময় পোনা অবমুক্তি সংক্রান্ত নথি, বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র হতে দেখা যায় যে,

* পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে সরকারী মৎস্য খামার হতে মৎস্য পোনা ক্রয় না করে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত দরে বেসরকারী খামার হতে মৎস্য পোনা ক্রয় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি টাকা ২২,৯০,১৬২ । (বিস্তাঃ পরিঃ ১৭৬ এ দ্রঃ)।
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর পত্র নং-১০১০/২১৪, তারিখঃ ১২/২/২০১৩খ্রি. মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত / প্লাবনভূমি / প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্ত কার্যক্রম নির্দেশাবলী/১২ এর ক্রমিক নং-৯ এর পোনামাছ সংগ্রহ ও ক্রয় পদ্ধতির অনুচ্ছেদ-“খ” তে বর্ণিত পোনামাছ ক্রয় কমিটি কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে পোনামাছ ক্রয়/সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরবরাহ করতে পারবে না সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খামারের চাহিদানুরুপ পোনা উৎপাদন না করে থাকলে বা পোনা সরবরাহ করতে না পারলে একটি সরবরাহ অপারগপত্র গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে বর্ণিত মাছের পোনার জন্য কোন অপারগতার সনদপত্র গ্রহণ না করে সরাসরি বেসরকারি খামার হতে মৎস্য পোনা ক্রয় করা হয়েছে। ফলে সরকার উল্লেখিত টাকা আয় হতে বঞ্চিত যা আর্থিক ক্ষতির সামিল।
* মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন ঢাকার পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৩৮.৯৭.৭৩৯ তারিখ ০৭.০১.২০১৫ খ্রি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্দেশিকার ক্রমিক নং-০২ তে বর্ণিত গুণগতমান সম্পন্ন ৯-১৫সেন্টিমিটার কার্প জাতীয় পোনা মাছ প্রতিটির সরকারী বিক্রয় মূল্য ২ টাকা। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়,পরিশিষ্টে বর্ণিত ৯-১৫ সেন্টিমিটার পোনা মাছ প্রতিটির সরকারি বিক্রয়মূল্য ২ টাকা দর প্রতি কেজিতে (সর্বোচ্চ ৯-১৪ সেন্টিমিটার আকারের পোনা) ৬০টি =১ কেজি হিসাবে প্রতি কেজির মূল্য (৬০)=১২০ টাকা দরে ক্রয় না করে অধিক দরে বেসরকারী খামার হতে পোনা ক্রয় করায় সরকারের আলোচ্য টাকা ক্ষতি হয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ মৎস্য অধিদপ্তরের ঋণ নীতিমালা অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ পোনা অবমুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক কোটেশনের মাধ্যমে দর নির্ধারণ করে নির্ধারিত জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে। কারণ, পোনা অবমুক্তকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নহে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশাবলী-২০১২ মোতাবেক পোনা সরবরাহের অপারগতার সনদপত্র (এন ও সি ) গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। তা না করে বেসরকারী খামার হতে অধিক দরে মৎস্য পোনা/রেণু ক্রয় করায় সরকারের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সত্তর আপত্তির জন্য দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৭৭

শিরোনামঃ বিভিন্ন জলা, পুকুর পূনঃ খননের নামে সরকারের ১৭,৩১,০০০ ( সতের লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure ) ভিত্তিক নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে পরিচালনা কালে ডিপিপি, এপিপি, এষ্টিমেট, টেন্ডার ডকুমেন্ট, সিডিউল ও বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে,

সিরাজগঞ্জ জেলার মৎস দপ্তরের আওতায় বিভিন্ন জলা, পুকুর পূনঃ খননের নামে সরকারের ১৭,৩১,০০০ টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

* বিভিন্ন জলা, পুকুর পূনঃ খনন করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোন আবেদন নথিতে পাওয়া যায় নি।
* তা সত্বেও ৩৯ নম্বর ভাউচারের মাধ্যমে ১৪.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৪,৬৭,০০০ টাকা; ৩৭ নম্বর ভাউচারের মাধ্যমে ১৪.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৪,২৯,০০০ টাকা; ১১৬ নম্বর ভাউচারের মাধ্যমে ১০.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৪,৬৭,০০০ টাকা; ১২১ নম্বর ভাউচারের মাধ্যমে ১০.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৩,৪৮,০০০ টাকা সর্বমোট ১৭,৩১,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* জলা, পুকুর খনন করতে হলে প্রথমে পুকুরের পানি সেচে ফেলতে হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে পানি সেচের কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি এবং পানি সেচের কোন বিল পরিশোধ করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* খননকৃত মাটি জলা, পুকুরের পাড়ে ফেলা হয় যা বর্ষার পানিতে আবার ধুয়ে পুকুর ভরাট হয়ে যাবে।
* এই পুকুর পুনঃ খননের ফলে মৎস চাষীদের এবং এ এলাকার মাছের কি উন্নয়ন হবে বা হয়েছে কিনা, আদৌ উন্নয়ন হবে কিনা, উন্নয়ন হলেও এই ব্যয়ের তুলনায় কি পরিমান, তার কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করা হয়েছে।অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পুনঃ খননের ফলে কি পরিমান বাড়তি মাছ উৎপাদন হবে তার কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৭৮

শিরোনামঃ পিপিআর-২০০৮ লংঘন করে উন্মুক্ত টেন্ডার (ওটিএম) ব্যতীত একই ঠিকাদার দ্বারা খন্ড খন্ড করে আরএফকিউ এর মাধ্যমে অভয়াশ্রম নির্মাণ/স্থাপন করায় অনিয়মিত ব্যয় ১০,৬৪,৪৫৯ (দশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশত ঊনষাট) টাকা ।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্প পরিচালক, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর এর ২০‌১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- প্রকল্পের বাজেট, চুক্তি সম্পাদন নথি, বিল ভাউচার ও আনুসংগিক রেকর্ড পত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

পিপিআর-২০০৮ লংঘন করে উন্মুক্ত টেন্ডার (ওটিএম) ব্যতীত একই ঠিকাদার দ্বারা খন্ড খন্ড করে আরএফকিউ এর মাধ্যমে অভয়াশ্রম নির্মাণ/ স্থাপন করায় অনিয়মিত ব্যয় ১০,৬৪,৪৫৯ টাকা হয়েছে। (বিবরণ পরিশিষ্ট “ ১৭৮/১ দ্রঃ)।

* পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি এড়ানোর জন্য বিভাজন করে খন্ড খন্ড ভাবে আরএফকিউ এর মাধ্যমে টেন্ডার করা যাবে না। কিন্তু দেখা যায় যে, অত্র প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলার ঘাঘট নদীতে ৪টি অভয়াশ্রম তৈরী করা হয়। একই ঠিকাদার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন এর মাধ্যমে মোট ১০,৬৭,২০০/- টাকার কাজ করানো হয়।
* যদি ‍উন্মুক্ত টেন্ডার এর মাধ্যমে করা হতো, তা হলে দর প্রতিযোগীতায় দর কম পাওয়া যেত এবং অর্থ সাশ্রয় হতো বলে নিরীক্ষা মনে করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিলের সাব ভাউচার নাই। অর্থাৎ ঠিকাদারের কোন বিল পাওয়া যায়নি। যাহা নিরীক্ষায় বোধগম্য নয়। ফলে, উক্ত টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে কাজ সম্পাদন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোটেশন পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মৎস্য অভয়াশ্রমের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। সর্বনিম্ন কোটেশন দাতা হিসাবে ঠিকাদার মো: সাজ্জাদ হোসেন এর মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে । কারণ, উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে সঠিক বাজার দর যাচাই করা সম্ভব হতো।কিন্তু তা না করে একই ব্যক্তি দ্বারা খন্ড খন্ড ভাবে কাজ সমাধান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি বর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদনং-১৭৯

শিরোনামঃ c~‡e© mgvß cÖK‡íi ¯úxW †evW© \_vKv m‡Z¡I grm¨ Pvl Dbœqb I m¤úªmviY cÖKí n‡Z cybivq ¯úxW †evW© µq Kivq Avw\_©K Awbqg 16,20,000 (ষোল লক্ষ বিশ হাজার) UvKv Ges cÖKí †k‡l ¯úxW †evW cwienb cy‡j Rgv Kiv nqwb|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীনcÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 201৭-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j wej †iwRóvi I mieivn †mevi fvDPvi Li‡Pi weeiYx chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* c~‡e© mgvß cÖK‡íi ¯úxW †evW© \_vKv m‡Z¡I grm¨ Pvl Dbœqb I m¤úªmviY cÖKí n‡Z cybivq ¯úxW †evW© µq
* Kivq Avw\_©K Awbqg 16,20,000/- UvKv Ges cÖKí †k‡l ¯úxW †evW cwienb cy‡j Rgv Kiv nqwb|
* cÖKí cwiPvjK Kvhv©j‡qi fvDPvi wbixÿvq cwijwÿZ nq †h, wej bs-151 ZvwiL: 27/02/2017 wLª: Gi gva¨‡g wgwb †Kweb ¯úxW †evW mieiv‡ni wej eve` 16,20,000/- UvKv cwi‡kva Kiv nq|
* cÖKí Kvhv©j‡qi AvDU †mvwms Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i wej wbixÿvq †`Lv hvq †h, b‡f¤^i/2013 gvm n‡Z ¯úxW †evW PvjK Rbve iæ‡ej wÎcyiv‡K †eZb fvZvw` cwi‡kva Kiv nq Z`ycwi ¯úxW †evW Pvj‡Ki jM ewn wbixÿvq †`Lv hvq †h 20/01/2013 wLª: n‡Z ¯úxW †ev‡Wi gva¨‡g ågb Kvh© m¤úv`b Kiv nq| Bnv n‡Z cwijwÿZ n‡”Q †h B‡Zv c~‡e© 1wU ¯úxc †evW i‡q‡Q|
* ms¯’vcb gš¿Yvjq cwienb kvLvi cwicÎ bs-mg (cwi)-¯’vqx KwgwU/44/2005(Ask-1)-721 ZvwiL:08/01/2006 wLª: Gi µwgK bs (1) mgvß Dbœqb cÖK‡íi cwiPvjK, cÖKí mgvwßi 60 (lvU) w`‡bi g‡a¨ cÖK‡íi mKj mPj hvbevnb ms¯’vcb gš¿Yvjqvaxb miKvix hvbevnb Awa`ß‡ii †K›`ªxq cwienb cy‡j Rgv cÖ`vb Ki‡eb| wbav©wiZ mg‡qi g‡a¨ mgvß cÖK‡íi hvbevnb Rgv bv n‡j miKvix hvbevnb Awa`ßi welqwU ms¯’vcb gš¿Yvjq‡K AewnZ Ki‡e|
* ‡h‡nZz cÖKí Kvhv©j‡q BwZc~‡e© 1wU ¯úxW †evW i‡q‡Q Ges c~‡e© mgvß cÖK‡íi MvoxwU cwienb cy‡j Rgv †`qv nqwb|
* c~‡e© mgvß cÖK‡íi ¯úxW †evW© \_vKv m‡Z¡I grm¨ Pvl Dbœqb I m¤úªmviY cÖKí n‡Z cybivq ¯úxW †evW© µq K‡i Avw\_©K Awbqg Kiv n‡jv Ges cÖKí †k‡l ¯úxW †evW cwienb cy‡j Rgv Kiv nqwb Zv wbixÿv‡K Rvbv‡bvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq|

Awbq‡gi KviY: সরকারী অর্থের অপব্যবহার এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অদেশ লংঙ্গ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve: পূর্বের স্পীড বোড টি জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাংগামাটি এর অধীনস্থ। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের স্বার্থেস্পীড বোড ক্রয়করা হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর স্পীড বোডটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

wbixÿv gšÍe¨: ডিপিপিতে পূ্র্বের সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহান থাকলে চলমান প্রকল্পের জন্য যানবাহন ক্রয় করা যাবেনা নির্দেশনা রয়েছে এবং Aciw`‡K cÖKí mgvwßi 60 w`‡bi g‡a¨ cÖK‡íi mKj mPj hvbevnb ms¯’vcb gš¿Yvj‡qi miKvix hvbevnb Awa`ß‡i †K›`ªxq cwienb cy‡j Rgv cÖ`vb Kivi wb‡`©kbv \_vK‡j I Zv cwicvjb bv Kivi Rb¨ `vq-`vwqZ¡ wbav©iYmn `ªæZ AvcwËK…Z UvKv Av`vq Kiv Avek¨K|

নিরীক্ষার সুপারিশ : নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নং-১৮০

শিরোনামঃ পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) Gi cv‡Rv‡iv Rxc Ges ¯úxW †evW µq bv Kiv m‡Z¡ I R¡vjvbx ˆZj eve` AwbqwgZ e¨q 4,27,237/-(চার লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত সাইত্র্রিশ) UvKv|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন cÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 201৭-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j cÖKí ev‡RU eivÏ Ges e¨q weeiYx I Li‡Pi fvDPvi chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) Gi cv‡Rv‡iv Rxc Ges ¯úxW †evW µq bv Kiv m‡Z¡ I R¡vjvbx ˆZj eve` AwbqwgZ e¨q 4,27,237/-UvKv| (বিস্তাঃ পরিঃ ১৮০ তে দ্রঃ)।
* পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) Gi cv‡Rv‡iv Rxc Ges ¯úxW †evW µq Gi Rb¨ wcwc Ges wWwcwc‡Z 2012-2013 A\_© eQ‡ii Rb¨ cv‡Rv‡iv Rxc Ges ¯úxW †evW µq eve` †Kvb cÖKvi eivÏ ivLv nqwb|
* óK †iwRóvi Gi 13 bs c„óv‡Z wgZmywewm cvRv‡iv Mvox 12/09/2013 wLª:‡Z gRyZবহিতেএন্ট্রি Kiv nq Ges óK †iwRóvi Gi 15 bs c„óv‡Z wbkvb bvfvbv wcK Avc 21/11/2013 wLª: †Z gRyZ †`Lv‡bv nq, 27/02/2017 wLª: Zvwi‡L ®úÖxW †evW© µq Kiv nq A\_v©r 2012-2013 mv‡j ‡Kvb Mvox wKsev ®úÖxW †evW© µq Kiv nqwb|
* wKš‘ 2012-2013 mv‡j cÖK‡íi Rb¨ †Kvb cÖKvi cv‡Rv‡iv Rxc Ges ¯úxW †evW µq bv Kiv m‡Z¡I cÖK‡íi Rb¨ cv‡Rv‡iv Rxc Ges ¯úxW †evW Gi R¡vjvbx ˆZj eve` AwbqwgwZ fv‡e 4,27,237/- UvKv cwi‡kva Kiv nq|
* wK Kvi‡Y cÖK‡íi Rb¨ cv‡R‡iv Rxc Ges ¯úxW †evW bv \_vKv m‡Z¡I R¡vjvbx ˆZj eve` AwbqwgwZ fv‡e 4,27,237/- UvKv cwi‡kva Kiv n‡jv Zv wbixÿv‡K Rvbv‡bvi Rb¨ Aby‡iva Kiv হয়।

Awbq‡gi KviY: প্রকল্পের পিপি এবং ডিপিপিতে পাজারো জীপ এবং স্পীড বোট ক্রয় বাবদ কোন বরাদ্দ না থাকায়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কাপ্তাই লেক প্রকল্প এর ষ্পীড বোট রিকুজিশন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য়পযায়) কাজের স্বার্থে জ্বালানী তৈল বাবদ খরচ করা হয়েছে।

wbixÿv gšÍe¨: জবাব সন্তোষজনক নয়,প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে অন্য প্রকল্প থেকে ষ্পীডবোড/পাজোরো জীপ রিকুজিশন করে এনে জ্বালানী তৈল বাবদ খরচ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি।অনিয়মিতব্যয়ের জন্য দায়-দায়ীত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের ন্কিট হতে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষারসুপারিশ : নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নং-১৮১

শিরোনামঃ ইঞ্জিনিয়ার্স সাইট অফিসের নামে প্রদত্ত অগ্রিমের ৩,৮৯,০০০ (তিন লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা) টাকা সমন্বয় না করা।

বিবরণঃ ‍মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ নিরীক্ষা সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার,বাজেট বরাদ্দ,টেন্ডার সিডিউল,এস্টিমেটসমূহ হতে দেখা যায় যে, উপরিচালক কাম জেলা মৎস্য অফিস ভবন নির্মাণকালে ঠিকাদারকে ইঞ্জিনিয়ার্স সাইট অফিসের নামে ৩,৮৯,০০০ টাকা অগ্রিম হিসাবে দেয়া হয়েছে ।

* ঠিকাদারকে সাইট অফিস খোলা ও পরিচালনার জন্য উক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে যা কাজ শেষে বিলের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু ২০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা সত্বেও উক্ত টাকা আদায়/ সমন্বয় করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ সমন্বয় না করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অগ্রিমের অর্থ সত্বর সমন্বয় করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অগ্রিম সমন্বয় করা আবশ্যক অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৮২

শিরোনামঃ জমি ক্রয়ে বিলম্ব ফিস প্রদান করায় সরকারের ৮,৩৭,৩৩৫ (আট লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস ভবন, রমনা, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের মঞ্জুরী, সংশ্লিষ্ট নথি ও বিলভাউচার সমূহ হতে দেখা গেল যে,

সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকার ১৬/বি-১ নম্বর সেক্টরের ০৫/এ নম্বর রাস্তার ২০ (বিশ) কাঠা আয়তনের ০১ নম্বর প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের জমি ক্রয়ে বিলম্ব ফিস প্রদান করায় সরকারের ৮,৩৭,৩৩৫ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* ০৬.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর-৭৩৬ এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান, রাজউক, ঢাকাকে ৮৮,৩৭,৩৩৫ টাকা পরিশোধ দেখিয়ে কোড নম্বর- ৬৯০১ এর বিপরীতে বরাদ্দ হতে সমন্বয় করা হয়।
* রাজউক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কিস্তির অর্থ পরিশোধ না করায় বিলম্ব ফিসের অর্থসহ কিস্তির টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে।
* ফলে সরকারের ৮,৩৭,৩৩৫ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে দেরী করার ফলে জরিমানা বা বিলম্ব ফিসের অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ বিলম্ব ফিসের নামে জরিমানা পরিশোধ যর্থাথ হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৮৩

শিরোনামঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পুনঃ খননকৃত বড়পীটে পাইপ কালভার্ট তৈরির নামে ৯,৯৯,৮৪৮ ( নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে পরিচালনা কালে ডিপিপি, এপিপি, এষ্টিমেট, টেন্ডার ডকুমেন্ট, সিডিউল ও বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে,

পানি উন্নয়ন বোর্ডের পুনঃ খননকৃত বড়পীটে পাইপ কালভার্ট তৈরির নামে ৯,৯৯,৮৪৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

* পানি উন্নয়ন বোর্ডের পুনঃ খননকৃত বড়পীটে মৎস অধিদপ্তর কর্তৃক পাইপ কালভার্ট তৈরির কারণ বা যৌক্তিকতা কোথাও বা কোন নথিতে পাওয়া যায় নি।
* প্রয়োজন হলে এ কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদন করার কথা, মৎস অধিদপ্তর কর্তৃক নয়।
* কালভার্ট তৈরির সাথে মাছ চাষের কি সর্ম্পক তাও বোধগম্য নয়, তাও আবার ভিন্ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকা।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পুনঃ খননকৃত বড়পীটে পুনঃখননের আবশ্যকতা ছিল না।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-১৮৪**

**শিরোনামঃ বাজার দর যাচাই না করে একই পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৪,০২,৭১০ (চারলক্ষ দুই হাজার সাতশত দশ) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* বাজার দর যাচাই না করে একই পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করায় অনিয়মিতভাবে ৪,০২,৭১০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষনের জন্য ০৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ (বিল নং-১০১ তাং-১৩/১১/১৭) প্রতিটি ২৪৯/- টাকা করে ২০০০টি প্রশিক্ষণ ব্যাগ (২৪৯ × ২০০০) = ৪,৯৮,০০০ টাকার ক্রয় করা হয়।
* পরবর্তীতে ২৮/০১/২০১৮ তারিখ (বিল নং-১৮১ তাং-২৯/০১/১৮) প্রতিটি ১২৯৫ টাকা করে ৩৮৫টি প্রশিক্ষণ ব্যাগ ৪,৯৮,৫৭৫ টাকায় ক্রয় করা হয়।
* মাত্র ০৩ মাসের মধ্যে একই মানের প্রশিক্ষণ ব্যাগ একই স্টোর হতে প্রতিটি (১২৯৫-২৪৯) = ১০৪৬ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা হয় (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* ফলে অতিরিক্ত মূল্য বাবদ (১০৪৬ × ৩৮৫) = ৪,০২,৭১০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
* পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৩৩(২) অনুযায়ী সর্বনিম্ম মূল্যায়িত দর বাজার দরের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।
* উক্ত মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বাজার দর যাচাই করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

* সঠিক ভাবে বাজার দর যাচাই না করে প্রশিক্ষণ ব্যাগ ক্রয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* বাজার দর যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* রেকর্ডপত্র যাচাই করে দেখা যায় একই পণ্য মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে অধিক মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* একই পণ্য এত অধিক মূল্যে ক্রয় করার কারণ নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৮৫

শিরোনামঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজের নামে ৪,৪৪,৮৪০ (চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত চল্লিশ ) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস ভবন, রমনা, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় (Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের মঞ্জুরী, সংশ্লিষ্ট নথি, টেন্ডার ডকুমেন্টস, এষ্টিমেট, এমবি, নকশা ও বিলভাউচার সমূহ হতে দেখা গেল যে,

মৎস বীজ উৎপাদন খামার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ার পুকুরের রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজের নামে মোট ৪,৪৪,৮৪০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ অনিয়মিত।

* ভাউচার নম্বরঃ-১০২০ তারিখ ১৮.০৬.২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে মোট ২৭,৪৫,২৪১ টাকা পরিশোধ দেখিয়ে কোড নম্বর- ৭০১৬ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ব্যয় নির্বাহ করে সমন্বয় করা হয়েছে।
* পুকুরের চারপাশের পাড় বাঁধাই করা কাজের বিস্তারিত নকশা ও পরিমাপের সাথে কোন রকম মিল পাওয়া যায় নি।
* কাজের ৩ নম্বর আইটেম স্যান্ড ফিলিং এর প্রকৃত পরিমান ছিল ৫০.৩৩০ কিউবিক মিটার কিন্তু পরিমাপ বহি এবং বিলে দেখানো হয়েছে ১০২০.০৬ কিউবিক মিটার অর্থাৎ ৯৬৯.৭৩ কিউবিক মিটার যার মূল্য বাবদ ৩,৫০,২৬৭.৪৪৪ টাকার বেশী বালুর মূল্য পরিশোধ দেখানো হয়েছে।
* আইটেম নম্বর ৪ এর ক্ষেত্রেও ৯৪,৫৭২.০২৫ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় দেখানো হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ অপ্রয়োজনীয় কাজের নামে ব্যয় দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ যথাযথ কাজের বিপরীতে অর্থ পরিশোধ করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদঃ নম্বরঃ-১৮৬

শিরোনামঃ বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার পূর্বেই ক্রয়ের যাবতীয় প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন করায় সরকারের ৮১,৩৮০ ( একাশি হাজার তিনশত আশি টাকা) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস কর্মকর্তার কাযার্লয়, ঢাকা জেলা , ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের নথি, সাজসজ্জাকরণ সামগ্রী ক্রয়ের নথি, বিল ভাউচার ও স্টক রেজিঃ হতে দেখা গেল যে,

জেলা মৎস কর্মকর্তার দপ্তর ঢাকার ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা সাজসজ্জাকরণ সামগ্রী বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার পূর্বেই ক্রয়ের যাবতীয় প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন করায় সরকারের ৮১,৩৮০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* আলোচ্য কাজের বিল ভাউচার নম্বর-১৯১ তারিখঃ ১৫.০৫.২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সরকারের ৮১,৩৮০ টাকা ব্যয় দেখিয়ে কোড নম্বর-৪৮২৯ এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে সমন্বয় করা হয়।
* এই কাজের জন্য মৎস অধিদপ্তর, বাজেট শাখা, মৎস ভবন, রমনা ঢাকা হতে পত্র নম্বর-৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০১.১৮.২৭০ তারিখ ২৯.০৩.২০১৮ খ্রিঃ এ জেলা মৎস কর্মকর্তা, ঢাকাকে ৮১,৩৮০ টাকার বাজেট প্রদান করা হয়।
* আলোচ্য কাজের জন্য ১৮.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে কোটেশন্ আহবান করা হলে দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটি কতূর্ক ২৫.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৮১,৩০০ টাকায় মেঃ পিএসএন্ড এন্টারপ্রাইজকে সর্ব নিম্ন দরদাতা বিবেচিত করা হয়। ফলে ২৬.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ১৭-১৫৭ নম্বর পত্রের মাধ্যমে কাযার্দেশ জারী করা হলে এর ২ (দুই) দিন পরে ২৮.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মালামাল সরবরাহ করে ঐ দিনেই সরবরাহকারি কর্তৃক ১৩ নম্বর পত্রের মাধ্যমে বিল দাখিল করা হলে ১৪.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিল টি পাশ করা হয়।
* মালামাল সরবরাহ নেয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় কর্মকান্ড বাজেট প্রাপ্তির পূর্বেই শেষ করা হয়েছিল।
* যা অবাস্তব, অকল্পনীয়।

অনিয়মের কারনঃ বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার পূর্বেই ব্যয়ের কাজ সম্পন্ন করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ২৯.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়। আর এর পূর্বেই ২৮.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মালামাল সরবরাহ নেয়া হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৮৭

শিরোনামঃ ২০১৭ সালে গলদা চিংড়ির উৎপাদন খাতে ৪,২০,৪২৭ ( চার লক্ষ বিশ হাজার চারশত সাতাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস কর্মকর্তার কাযার্লয়, গোপালগঞ্জের আওতাধীন খামার ব্যবস্থাপক, মৎস বীজ উৎপাদন খামার, গোপালগঞ্জের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে উৎপাদন ও বিক্রয়ের নথি ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন, বিল ভাউচার ও স্টক রেজিঃ হতে দেখা গেল যে,

২০১৭ সালে গলদা চিংড়ির উৎপাদন খাতে ৪,২০,৪২৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

* ২০১৭ সালে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিতে ৬,০০,০০০ টাকার টার্গেটে ৫,০২,৫০০ টাকা ব্যয়ের টার্গেট দেয়া হয় যার থেকে আয় হবে ৫,৫০,০০০ টাকা। কিন্তু বাস্তবে ৪,৬০,৪২৭ টাকা ব্যয় করে আয় হয়েছে ৪০,০০০ টাকা ।
* ফলে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৪,৬০,৪২৭ – ৪০,০০০ = ৪,২০,৪২৭ টাকা

অনিয়মের কারণঃ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হলেও টার্গেট মোতাবেক গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন করা হয় নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ক্ষতির অর্থ আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৮৮

শিরোনামঃ পিপিএ–২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশ উপেক্ষা করে এয়ারকুলা্র ক্রয় বাবত ৭,৩২,০০০ (সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার) ‍ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন স্থাপনায় এয়ারকুলার সরবরাহের বিল ভাউচার, টেন্ডার ডকুমেন্ট, স্টোর রেজিঃ ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

পিপিএ–২০০৬ এবং পিপিআর- ২০০৮ এর নির্দেশ উপেক্ষা করে এয়ারকুলা্র ক্রয় বাবত ৭,৩২,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* মৎস বীজ উৎপাদন খামার মাগুরা সদর, মাগুরা, রাজশাহী সদর, রাজশাহী, এবং শটিবাড়ি রংপুর এ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সমূহে ভাউচার নম্বর- ১৫৭ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এয়ার কন্ডিশনার সরবরাহ, সংযোগ লাগানো, টেস্টিং এর জন্য মের্সাস শিকদার কনষ্ট্রাকশনকে ৩,৬৬,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।
* অনুরুপভাবে মৎস বীজ উৎপাদন খামার, উজিরপুর,বরিশাল, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট এবং চিংড়ি চাষ প্রর্দশনী খামার এল্লারচর, সাতক্ষীরার গলদা চিংড়ি হ্যাচারি সমূহে ভাউচার নম্বর- ১৩১ তারিখ ১৩.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে এয়ার কন্ডিশনার সরবরাহ, সংযোগ লাগানো, টেস্টিং এর জন্য মের্সাস খান ট্রেডার্সকে ৩,৬৬,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।
* এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পিপিএ–২০০৬ ১১ (৪) এর ধারা এবং পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি ১৭ কে উপেক্ষা করে ৬ টি এয়ারকন্ডিশনার ভেঙ্গে ভেঙ্গে ৩টি, ৩ টি করে ক্রয় করা হয়েছে যা অনিয়মিত।
* প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত সিডিউলে এয়ারকন্ডিশনারের বির্নিদেশে ব্রান্ডের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা পিপিএ-২০০৬ এর ধারা-১৫ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৯(২)(ক) এর নির্দেশনার পরিপন্থী।
* ফলে আলোচ্য ক্রয় কাজ মিস প্রকিউরমেন্ট হিসেবে গন্য।

অনিয়মের কারণঃ পিপিআরের নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ যথাযথ নিয়ম অনুসরন করে ক্রয় কাজ করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৮৯

শিরোনামঃ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি উপেক্ষা করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় মোট ৭,১১,৩৬৮ (সাত লক্ষ এগার হাজার তিনশত আটষট্টি ) টাকা ব্যয় অনিয়মিত ।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, ”মানসম্মত মৎসবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি উপেক্ষা করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় মোট ৭,১১,৩৬৮/- টাকা ব্যয় অনিয়মিত ।

* উপপরিচালক কাম জেলা মৎস অফিস বরিশালের চত্বরে কার ও মটর সাইকেল পার্কিং এলাকা মেরামতের কাজে ১৯.০৮.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মের্সাস খাঁন ট্রের্ডাসকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। কাজ শেষে ১২.০২.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়।
* পি পি আর-২০০৮ এর বিধি ২৮ মোতাবেক ঠিকাদারের বিল হতে কোন রক্ষণযোগ্য টাকা বা রিটেনশন মানি জামানত হিসেবে গ্রহন করা হয়নি।
* যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অনিয়মের কারণঃ পি পি আর-২০০৮ এর বিধি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পি পি আরের নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৯০

শিরোনামঃ মৎস্য খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কমসূচী সংক্রান্ত কার্যনির্দেশাবলী/২০০৪ অনুযায়ী সরকারের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে এসটিডি হিসাবের টাকা জমা রেখে লোন প্রদান না করায় সুদ ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ক্ষতি ৫,৩৪,০৭৯ (পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার উনআশি)।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, রংপুর এর উহার অধীনস্ত উপজেলা মৎস্য অফিস সদর চাঁপাই, শিবগঞ্জ ও গাবতলী বগুড়া, ধামুরহাট নওগাঁ, সদর রংপুর, সাঘাটা গাইবান্ধা, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর তেঁতুলিয়া পঞ্চগড়, সদর লালমনিরহাট, সদর ঠাকুরগাঁও ও বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট, ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

মৎস্য খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কমসূচী সংক্রান্ত কার্যনির্দেশাবলী/২০০৪ অনুযায়ী সরকারের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে এসটিডি হিসাবের টাকা জমা রেখে লোন প্রদান না করায় সুদ ও সার্ভিস চার্জ বাবদ =৫,৩৪,০৭৯/-টাকা ক্ষতি হয়েছে। যার বিবরণ পরিশিষ্ট ১৯০/১-১২’’ তে দেয়া হলো

* মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকার পত্র নং ৪১(১০৭০) তাং-০৭/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তে উল্লেখ রয়েছে যে দেশের জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। গ্রামীণ দরিদ্র চাষী, বেকার যুবক ও দুস্থ্য মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ৭% হারে সার্ভিস চার্জ ঋণ প্রদানের নির্দেশ রয়েছে (কপি সংযুক্ত)।
* কিন্তু, দেখা যায় যে, অত্র কার্যালয়ের এস,টি,ডি হিসাবগুলিতে স্থিতি থাকা সত্বেও উক্ত নির্দেশ মোতাবেক লোন প্রদান না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি এবং সরকারের উদ্দেশ্য ব্যাহত করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশনা অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ক) মৎস্য চাষীদের আবেদন পাওয়া গেছে। ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়া চলছে এবং অতিসত্বর বিতরণ করা হবে। খ) লোন প্রদান ও লোন আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রকৃত মৎস্য চাষী যাচাই করে লোন প্রদান শুরু করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ কারণ উপরোক্ত আদেশ মোতাবেক লোন প্রদান না করে এসটিডি হিসাবে জমা করা হয়েছে। আবেদন পাওয়ার পর যাচাই বাচাই করে প্রকৃত মৎস্য চাষীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু, তা না করে আদায়কৃত লোনের টাকা এস টি ডি একাউন্ট-এ ফেলে রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৯১

শিরোনামঃ একাডেমীর বাসভবনের সাধারন মেরামত ও সংস্কারের নামে পরিশোধিত ৫,৯৫,৩৫৪ (পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালক, মৎস প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাভার, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, বরাদ্দ ও ব্যয়ের নথি, এষ্টিমেট, টেন্ডার ডকুমেন্ট, এমবি ও বিল-ভাউচার হতে দেখা গেল

একাডেমীর বাসভবনের সাধারন মেরামত ও সংস্কারের নামে পরিশোধিত ৫,৯৫,৩৫৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* বিল-ভাউচার নম্বর ৯৪ তারিখ ০৩.১০.২০১৭ খ্রিঃ এ উক্ত কাজের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মের্সাস এন আহম্মেদ এন্ড সন্স, ৪/সি মনিপুরী পাড়া (নিচতলা), তেজগাঁও ঢাকাকে ৫,৯৫,৩৫৪ টাকা পরিশোধ দেখানো হয়।
* দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ০৮.০৮.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ০৩.০৮.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আহবায়িত কোটেশনে প্রাপ্ত তিনটি দরপত্রের মূল্যায়ন করে মের্সাস এন আহম্মেদ কে ৫,৯৬,৪৬৬ টাকার দরে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে নির্ধারণ করে। ১০.৮.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কাযার্দেশ জারী করা হলে ঠিকাদার কাজ শেষ হয় ২৫.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ০২.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পরিমাপ গ্রহন করা হয়। কাজটি ২৬.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে হস্তান্তর করা হয়।
* বাসাটি অনিয়মিতভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে রাখা হয়েছে।
* বাসাটি মেরামত করার কোন আবেদন-পত্র নথিতে পাওয়া যায়নি।
* বাসাতে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন উপপরিচালক বা কোন কর্মকর্তা বসবাস করেন না । ফলে সে বাসা এত অর্থ ব্যয়ে মেরামতের কারণ বোধগম্য নয়।

অনিয়মের কারণঃ ঠিকাদারের প্রতি আনুকুল্য দেখিয়ে অডিট কোডের ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদের সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ০৬.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উপপরিচালকের বাস ভবনটিকে জিমনেশিয়াম ঘোষনা করা হয়েছে। সেকারণে মেরামত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয় । কারন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের টাকায় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত ভবণ নির্মাণ করা হয় নি। সরকারি অর্থে ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল । ফলে গণপূর্ত , অর্থ ও জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষনা করতে হবে । পরিত্যক্ত ঘোষিত দালানের বিপরীতে সরকারি অর্থ ব্যয় করা যায় না। পরিত্যক্ত ভবনে জিমনিশিয়াম করা যায় না। এছাড়াও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মাত্র ৩ দিন ৩ দিন করে ৬ দিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এর বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা অপচয় মাত্র।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৯২

শিরোনামঃ কোটেশনের মাধ্যমে খরচ ব্যতীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা সরকার নির্ধারিত বৎসরে এককালীন ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ে ক্ষতি ৪,১২,০০০ টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত বিভিন্ন অফিসের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎমঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে বাজেট বরাদ্দ, বিভিন্ন খরচের নথিপত্র এবং বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ এবং পিপিআর অমান্য করে কোটেশন ব্যতীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা সরকার নির্ধারিত বৎসরে এককালীন ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ে ক্ষতি ৪,১২,০০০ টাকা। (বিস্তাঃ পরিঃ ১৯২ এ দ্রঃ)। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

* বিভিন্ন জেলা মৎস্য অফিস কর্তৃক ২০১৭-১৮, অর্থবৎসরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালনের জন্য ফেষ্টুন, ব্যানার ও প্যান্ডেল তৈরী বাবদ ৮০,০০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নম্বরঃ-০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-৩৩১ তারিখঃ ১০.১০.২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে বৎসরে এককালীন ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মটি লংঘন করে ৮০,০০০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে ৩০,০০০ (৮০,০০০-৫০,০০০) টাকার ক্ষতি সংঘঠিত হয়েছে ।
* পিপিআর-২০০৮ বিধি ৮১ অনুযায়ী ২৫,০০০ টাকার উধ্বে ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন করা হয়নি।
* এমতবস্থায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ এবং পিপিআর অমান্য করে কোটেশন ব্যতীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা বৎসরে এককালীন ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত।

অনিয়মের কারনঃ সরকারি ও পিপিআর এর নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সরকারি নির্দেশের অতিরিক্ত ব্যয় করা যর্থাথ নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৯৩

শিরোনামঃ ২০১৮ সালে কার্প মাছের পোনা বিক্রয়ের ফলে সরকারের ৫,৬২,৫০০ (পাঁচ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচ শত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস কর্মকর্তার কাযার্লয়, গোপালগঞ্জের আওতাধীন খামার ব্যবস্থাপক, মৎস বীজ উৎপাদন খামার, গোপালগঞ্জের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পোনা উৎপাদন ও বিক্রয়ের নথি, বিল ভাউচার ও স্টক রেজিঃ হতে দেখা গেল যে,

২০১৮ সালে কার্প মাছের পোনা বিক্রয়ের ফলে সরকারের ৫,৬২,৫০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

* খামারের চূড়ান্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন হয়েছিল ১.৮৭৫ লক্ষটি বা ১৮৭৫০০ টি। প্রতি কেজিতে সাধারনতঃ ৩৫/৪০ টি পোনা হয় (১০ হতে ১৫ সেঃ মিটার লম্বা) । প্রতি কেজিতে ৫০ টি পোনা ধরা হলে ১৮৭৫০০ টিতে হয় ৩৭৫০ কেজি । যার আর্থিক মূল্য প্রতি কেজি ২৫০ টাকা করে ৩৭৫০ টির মূল্য হয় ৯,৩৭,৫০০ টাকা ।
* কিন্তু খামারে ১৮৭৫০০ টির বিক্রয় মূল্য ৩,৭৫,০০০ টাকা ধরা হয়েছে । ফলে কেজি হিসেবে বিক্রয় করলে সরকারের ৯,৩৭,৫০০ টাকা – ৩,৭৫,০০০ টাকা = ৫,৬২,৫০০ টাকা যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হতো না।
* খামার থেকে বিভিন্ন গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা হয় কেজি হিসেবে । কিন্ত সরকারি খাতে টার্গেট হিসেবে জমা করা হয় পিচ হিসেবে।
* ফলে সরকারের উক্ত পরিমান আর্থিক হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি খামার হতে পোনা বিক্রয় করা হয়েছে কেজিতে কিন্তু টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে পিচ হিসেবে ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হ্য় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ দ্বৈত নীতি পরিহার করে লাভজনক বিষয়ের উপর জোর দেয়া আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সরকারি ক্ষতির বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ফলে এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৯৪

শিরোনামঃ জলাশয়ে পুন: খনন কাজে Excavator মেশিন ব্যবহার না করে LCS পদ্ধতিতে পুন:খনন করায় অতিরিক্ত ব্যয় বাবদ ক্ষতি ৫,৫০,৩০৫ ( পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত পাঁচ) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্প পরিচালক, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর এর ২০‌১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিদেশিকা, ডিপিপি, এলসিএস নথি, বিল ভাউচার হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

জলাশয়ে পুন: খনন কাজে Excavator মেশিন ব্যবহার না করে LCS পদ্ধতিতে পুন:খনন করায় ৫,৫০,৩০৫/- ক্ষতি হয়েছে। যার বিবরণ পরিশিষ্ট “১৯৪/১’’ তে দেয়া হলো।

* উল্লেখ্য যে, ডিপিপি এবং মৎস্য অধিদপ্তরাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৫.১০ এ উল্লেখ আছে কাজের প্রয়োজনে অর্থাৎ খনন/পুন:খনন কাজে Excavator মেশিন ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু, আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত পুন:খনন কাজ সমূহে Excavator ব্যবহার না করে ঢালাওভাবে LCS পদ্ধতিতে পুন:খনন কাজ করা হয়েছে। আধুনিক যুগে Excavator ব্যবহার করলে প্রতি ঘনমিটারে=১৪১.২৪ টাকা ব্যয় হতো।
* পক্ষান্তরে LCS পদ্ধতিতে খনন কার্য সমাধা করায় প্রতি ঘনমিটারে ১৫৩.৬১ টাকা খরচ করা হয়েছে। ফলে, Excavator ব্যবহার না করার কারণে প্রতি ঘনমিটারে (১৫৩.৬১-১৪১.২৪)= ১২.৩৭ টাকা অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে। স্থানীয় বাজার যাচাই করে দেখা যায় প্রতি ঘনফুট ৪/- টাকা Excavator এর হার।

অনিয়মের কারণঃ খনন কাজে Excavator ব্যবহার করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ডিপিপি অনুযায়ী এল,সি,এস এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের সুবিধার্থে শ্রমিক দ্বারা মাটি খনন কাজ করা হয়েছে। Excavator ব্যবহার করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ডিপিপি এবং মৎস্য অধিদপ্তরাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৫.১০ এ বলা হয়েছে যে, খনন/পুন:খনন কাজে Excavator মেশিন ব্যবহার করার বিধান রয়েছে। কিন্তু তাহা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-১৯৫

শিরোনামঃ জুন/২০১৮ তে প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পটিতে কোন জনবল নিয়োগ না করা এবং প্রকল্পটি চালু না করায় ক্রয়কৃত ১৭.৭৬ ( সতের কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা) কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, চট্রগ্রাম মৎস বন্দর, চট্রগ্রামের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, এপিপি, পিসিআর ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

জুন/২০১৮ তে প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পটিতে কোন জনবল নিয়োগ না করা এবং প্রকল্পটি চালু না করায় ক্রয়কৃত ১৭.৭৬ কোটি টাকার ভারী ভারী ১৮ টি আইটেমের যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

* প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯ এ শুরু হয়ে জুলাই/২০১১ তে শেষ হওয়ার সময় নির্ধারন করা ছিল। পরে সর্বশেষ সংশোধনীর মাধ্যমে জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮ পযর্ন্ত সময় বাড়ানো হয়। জুন/২০১৮ তেই প্রকল্পটি শেষ হয়।
* প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সাইজের জাহাজ, মাছ ধরা ট্রলার, লঞ্চ, নৌকা, সাম্পান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ।
* এই প্রকল্পের জন্য ২০১২ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। যা দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহার অবস্থায় ফেলে রাখা হলে নষ্ট হয়ে ভবিষ্যতে স্ক্রাপে পরিনত হবে।
* অদ্যাবধি প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য কোন জনবলও নিয়োগ করা হয় নি।
* প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য ভারী ভারী ১৮ টি আইটেমের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। যা অকেজো হওয়ার পথে।

অনিয়মের কারণঃ প্রকল্পটি চালু না হওয়ায় ক্রয়কৃত মালামাল অকেজো হওয়ার পথে ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ cÎ bst 33.03.1561.001.18.002.17.158, ZvwiLt 29.01.2019 wLªt Zvwi‡L Av‡`‡ki gva¨‡g gvwëP¨v‡bj w¯øcI‡q wbg©vY cÖK‡íi Rbej c`vqb/e`jx K‡i hš¿cvwZ I †gwkbvixR cwiPvjbv I iÿbv‡eÿb Kiv n‡”Q|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সংযুক্ত কপি পাওয়া যায় নি। প্রকল্পের অরগানোগ্রাম, পদায়িত জনবলের তালিকা, নিয়োগ বিধি, কিভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে, প্রবিধানমালা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-১৯৬**

**.শিরোনামঃ অনুমোদিত তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানে অনিয়মিত ব্যয় ৫,২৫,৮১০ (পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত দশ) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, **উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমু্ক্তকরণ প্রকল্প**, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* **অনুমোদিত তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানে অনিয়মিত টাকা ব্যয়** ৫,২৫,৮১০  **করা হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট ১৯৬ এ দেখানো হলো। ‍**
* **প্রশিক্ষনের নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় প্রশিক্ষনার্থীদের অনুমোদিত নামের তালিকা থাকতে হবে।**
* **কিন্তু বিল ভাউচার নিরীক্ষায় পরিশোধিত বিলের বিপরীতে অনুমোদিত নামের তালিকা পাওয়া যায়নি।**
* কাজেই বিলগুলি আদৌ প্রশিক্ষণার্থীদের বিপরীতে পরিশোধ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

* প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* বিষয়টি যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* প্রশিক্ষনার্থীর তালিকা প্রণয়ন করেই প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু রেকর্ডপত্র যাচাই করে প্রশিক্ষনার্থীদের তালিকা পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* প্রক্ষিণার্থীদের তালিকা ব্যতীত ভাতা বাবদ অনিয়মত ব্যয় করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং-১৯৭**

**শিরোনামঃ ডরমিটরীতে বসবাসকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত ভাড়ার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ৮,৯৩,৭০৫ ( আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ ) টাকা**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন চিংড়ি গবেষনা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকালে ভাড়ার টাকা আদায় ও ব্যাংকে জমা সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

* চিংড়ি গবেষনা কেন্দ্র, বাগেরহাট এর ডরমিটরী ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আদায়কৃত ভাড়ার টাকা ব্যাংকে জমা থাকা সত্ত্বেও সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৮,৯৩,৭০৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
* প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যায় রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডরমিটরী ভবনে বসবাসকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত টাকা প্রতিষ্ঠানের হিসাব নং-৩৪০৬১৬৫৭ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার হিসাবে জমা আছে। নিয়ম মোতাবেক কোন সরকারী টাকা আদায়ের সাথে সাথে সরকারী করা আবশ্যক। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত নিয়ম পরিপালন করা হয়নি। যাহা আর্থিক অনিয়ম (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ আদায়কৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* প্রধান কার্যালয় হতে এ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা না থাকায় ডরমেটরীর ভাড়া বাবদ আদায়কৃত টাকা অত্র প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে জমা রাখা আছে। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ পেলে এ টাকা সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* আদায়কৃত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করে অনিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আদায়কৃত ভাড়ার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৯৮

শিরোনামঃ এলসিএস পদ্ধতিতে সুতি মরা নদীর পাড় নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে এবং টেন্ডার/কোটেশন না করে নদীর পাড় নির্মাণ করে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ১৭,৪৪,৫৫৫ (সতের লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকা ।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্প পরিচালক, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর এর ২০‌১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- প্রকল্পের বাজেট, চুক্তি সম্পাদন নথি, বিল ভাউচার ও আনুসংগিক রেকর্ড পত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

* এলসিএস পদ্ধতিতে সুতি মরা নদীর পাড় নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে এবং টেন্ডার/কোটেশন না করে নদীর পাড় নির্মাণ করে অনিয়মিতভাবে ১৭,৪৪,৫৫৫ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “১৯৮/১ ’’ তে প্রদত্ত হলো।
* উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর ক্রমিক নং ২৮ প্রতিক্ষেত্রে ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পূর্ত কার্য সম্পাদনের জন্য টেন্ডার/কোটেশন এর মাধ্যমে উক্ত কাজ সমাধা করতে হবে। এছাড়া, উক্ত কাজ সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষের সাথে কাজের ধরণ, কাজের সময়সীমা, কাজের পরিমাণ, কাজের মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন রকম চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াই টেন্ডার/কোটেশন না করে স্থানীয় শ্রমিক দ্বারা এল,সি,এস পদ্ধতিতে মোট ৪ কিস্তিতে বর্ণিত কাজ সমাধা করে ১৭,৪৪,৫৫৫/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
* টেন্ডার/কোটেশনের মাধ্যমে সঠিক বাজার দর যাচাই করে উক্ত কাজ করানো হলে সরকারের অর্থ সাশ্রয় হতো বলে নিরীক্ষা মনে করে। কিন্তু তা না করে নিয়মনীতি লংঘন করে বর্ণিত কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ টেন্ডার/কোটেশন না করে এবং চুক্তি সম্পাদন কাজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ডিপিপি অনুযায়ী এল,সি,এস এর মাধ্যমে সুফলভোগীদের সুবিধার্থেপাড় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অসাবধানতাবশত: চুক্তিনামায় যথাযথভাবে সকল তথ্যাদি উল্লেখ করা হয় নাই।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয় ।কারণ, টেন্ডার/কোটেশন না করে এবং চুক্তি সম্পাদন না করে কাজ করানো হয়েছে, যা উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ও ক্ষতির সামিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি বর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৯৯

wk‡ivbvgt wVKv`vi KZ…©K wej `vwLj e¨ZxZ ïaygvÎ `icÎ wkwWD‡ji Dci wfwË K‡i AwbqwgZfv‡e Kvh©v‡`k g~j¨ cwi‡kva 6,88,929 (ছয় লক্ষ অষ্টআশি হাজার নয় শত উনত্রিশ) UvKv |

weeiYt grm¨ I cªvwY m¤ú` gš¿bvj‡qi AvIZvaxb eªW e¨vsK ¯’vcb cÖKí 3q ch©vq Gi AvIZvq DbœZ eªW gvQ Drcv`b I cÖRbb c×wZ cÖK‡íi 2017-18 A\_© eQ‡ii gÄyix bs-4০ Gi Dci wbw`©óKiY wbixÿv Kvh©µ‡gi wnmve 29.01.19 wLªt n‡Z 04.02.19 wLªt ch©šÍ m¤úbœ& Kiv nq| wbixÿvKv‡j A\_© gÄyixi Av‡`k, AviwWwcwc, wewfbœ Li‡Pi,wej fvDPvi I Ab¨vb¨ Avbylw½K †iKW©cÎ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h,

grm¨ Awa`ß‡ii wbqš¿bvaxb eªW e¨vsK ¯’vcb cÖKí 3q ch©vq wWwcwc wefvR‡b 2017-18 A\_© eQ‡i †KvW bs 7041 †Z (cvwb mieivn jvBb wbg©vY) Lv‡Z wej bs 84 Zvs 26/06/2018 wLª: Zvs Gi gva¨‡g †gmvm© iZb G›UvicÖvBR, †MŠixcyi , gqgbwmsn‡K 6,88,928.85 UvKv cwi‡kva Kiv nq|

we¯ÍvwiZ wbixÿvq †`Lv hvq wVKv`vi KZ…©K wej `vwLj e¨ZxZ ïaygvÎ DØ„Z `icÎ Ges `ic‡Îi Zzjbvg~jK weeiYxi Dci wfwË K‡i grm¨ exR Drcv`b Lvgvi bv›`vBj , gqgbwmsn Gi e¨e¯’vcK KZ©„K wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| (we‡ji Kwc mshy³) | D‡jøL¨ wWwcwc †Z Av‡jvP¨ Lv‡Z 2017-18 A\_© eQ‡i †Kvb eivÏ wQj bv|

Awbq‡gi KviY: wWwcwc‡Z eivÏ bv \_vKv m‡Ë¡I AwbqwgZfv‡e g~j¨ cwi‡kva Kiv n‡q‡Q|

wbixwÿZ cÖwZôv‡bi Reve : Reve cÖ`vb Kiv nqwb|

AwW‡Ui gšÍe¨ : ‡h‡nZz AwbqwgZfv‡e wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q, `vq-`vwqZ¡ wba©viY Kiv Avek¨K|

Rev‡e AvcwËi mZ¨Zv ¯^xKvi Kiv n‡q‡Q| A\_©vr Aby‡gvw`Z wWwcwci wefvRb &D‡cÿv K‡i AwZwi³ A\_© gÄyi KiZ: e¨q Kiv n‡q‡Q|

AwW‡Ui mycvwik : AwbqwgZfv‡e wej cvm Kivi Rb¨ `vq-`vwqZ¡ wba©viY KiZ: wbixÿv Awdm‡K Rvbv‡bvi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|

**অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২০০**

শিরোনাম: পূর্ববর্তী বছরে আহরিত ও বিক্রিত মাছের মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা না করে উৎপাদন বছরেই হিসাবভূক্ত দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে পরবর্তী অর্থ বছরে জমা প্রদান। যার জড়িত টাকা ৫,২৫,৩২৬/-। (পাঁচ লক্ষ পচিশ হাজার তিনশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র।)

বিবরণ: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, যশোরের অধীন বাওড় ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, বলুহর বাওড়,কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ এর ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নিদৃষ্টিকরণ নিরীক্ষার আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, মৎস্য আহরণ ও বিক্রি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন, ক্যাশ বহি এবং বাওড় ব্যবস্থাপকের ব্যক্তিগত নথি গত ৩১/০১/২০১৯ হতে ০৪/০২/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

পূর্ববর্তী বছরে আহরিত ও বিক্রিত মাছের মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা না করে উৎপাদন বছরেই হিসাবভূক্ত দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে পরবর্তী অর্থ বছরে জমা প্রদান।

* বলুহর বাওড়ে উৎপাদিত ও আহরিত মাছের বিক্রি মূল্য নিয়ম মোতাবেক একই বছরে সরকারি কোষাগারে জমা না করে বছরের হিসাবে হিসাবভূক্ত করার পর নিয়মবহির্ভূতভাবে পরবর্তী অর্থ বছরে জমা করা হয়েছে। ২ বছরে যা জড়িত টাকার পরিমান ৫,২৫,৩২৬/- টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১৬০,২৩৫ টন মাছ আহরণ করা হয়। যার মূল্য বাবদ (৬০%) ৬৭,৩০,৫৭০/- টাকা সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের মধ্যে (৩০ শে জুন/২০১৭) সরকারি কোষাগারে জমা হওয়ার কথা। (বিস্তাঃ বিবরণ পরিশিষ্ট “ ২০০ ’’ তে দ্রঃ)।

* উক্ত বিক্রিত টাকা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাবে হিসাবভূক্ত দেখানো হলেও ৬৭,৩০,৫৩০/- টাকার মধ্যে ৬৪,৩৯,০৭২ /- টাকা জমা করত: অবশিষ্ট ২,৯১,৪৯৮/- টাকা পরবর্তী অর্থ বছরে (২০১৭-১৮) চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।
* অনুরুপভাবে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আহরণকৃত ৬০% মাছের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত ৬১,৫৭,৪৮০/- টাকা আয় হিসাবে দেখানো হলেও সরকারি কোষাগারে ২,৩৩,৮২৮/- টাকা কম জমা দেয়া হয়েছে। যা পরবর্তী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।
* সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মোট (২,৯১,৪৯৮/-+২,৩৩,৮২৮/-)=৫,২৫,৩২৬/- টাকা সরকারের আয় খাতে দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারি খাতে জমা করা হয়নি। যা গুরুতর অনিয়ম।

অনিয়মের কারণঃ বিক্রিত মাছের মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: বছর শেষে মাছ বিক্রি হওয়ায় এবং বিক্রিত টাকা আড়ত হতে পরে প্রাপ্ত হওয়ায় এক অর্থবছরের টাকা পরবর্তী অর্থ বছরে জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য:জবাব যথাযথ নয়। কারণ জুন মাসের ২৫/২৬ তারিখের মধ্যে আহরণকৃত মাছ বিক্রি শেষে প্রাপ্ত টাকা তাৎক্ষনিক সরকারি কোষাগারে জমা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অংকের সরকারি টাকা হাতে ধরে রাখা গুরুতর অনিয়ম এবং যা সুদ সহ আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আলোচ্য বিষয়ে যথাযথ তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং-২০১**

**শিরোনামঃ দ্বিতীয় প্রাক্কলন যথাযথভাবে প্রণয়ন না করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৪,৫৮,০০০ ( চারলক্ষ আটান্ন হাজার ) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশের নির্বাচিত এলকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষনা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি), ময়মনসিংহ এর ২০১৭-২০১৮অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষনা ইনস্টিটিউট এর আওতাধীন লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছায় হ্যাচারী নির্মাণ কাজে দ্বিতীয় প্রাক্কলন যথাযথভাবে প্রণয়ন না করে বিল নং-৭৩ তারিখঃ ২৫/০২/১৮ এর মাধ্যমে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স সোহেল কনস্ট্রাকশন, ময়মনসিংহ কে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ৪,৫৮,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
* দ্বিতীয় প্রাক্কলনে নন টেন্ডার আইটেমগুলো মূল টেন্ডারকৃত আইটেমের বহির্ভূত হওয়ায় উক্ত আইটেমগুলোর দর মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল।
* কিন্তু দ্বিতীয় প্রাক্কলনে নন-টেন্ডার আইটেমগুলোর মূল্য নির্ধারণে কোন কমিটি গঠন না করে ইচ্ছামত দর নির্ধারণ করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* কাজেই নন টেন্ডার আইটেমগুলি বাজার দর নির্ধারণ সঠিক হয়নি। ফলে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।

অনিয়মের কারণঃ প্রাক্কলন যথাযথভাবে প্রণয়ন না করে বিল প্রদান করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* রেকর্ডপত্র যাচাই করে দেখা যায় দ্বিতীয় প্রাক্কলনে নন-টেন্ডার আইটেমগুলোর মূল্য নির্ধারণে কোন কমিটি গঠন না করে ইচ্ছামত দর নির্ধারণ করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* প্রাক্কলন যথাযথভাবে প্রণয়ন না করে বিল প্রদান করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২০২

শিরোনামঃ মৎস্য খাতে দারিদ্র বিমোচন/ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় প্রদত্ত ঋন দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী ৩,৮৯,১২২/-(তিন লক্ষ ঊননব্বই হাজার একশত বাইশ ) টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য অফিস, লক্ষ্মীপুর এবং অধীনস্থ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সদর, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর এবং জেলা মৎস্য অফিস খাগড়াছড়ি ও অধীনস্থ ৫টি উপজেলা মৎস্য কমকতার কাযালয় এবং ২০১৭-১৮ সালের মঞ্জুরী ও বরাদ্দ ভিত্তিক নির্দিষ্টকরণ হিসাব নিরীক্ষাকালে ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায় সংক্রান্ত লেজারবুক পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

* মৎস্য খাতে দারিদ্র বিমোচন/ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় প্রদত্ত ঋণের ৩৮৯১২২/- টাকাদীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তাঃ পরিঃ- ২০২ দ্রঃ)।
* সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সদর, লক্ষ্মীপুর এর ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায় সংক্রান্ত লেজারবুক বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০০১-০২ হতে ২০০৪-২০০৫ পর্যন্ত সময়ে পরিশিষ্টে উল্লেখিত ৪ জন ব্যক্তির নামে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমানে মৎস্য খাতে দারিদ্র বিমোচন/ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।
* চুক্তিপত্র এবং মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসারে ঋণ প্রদানের ১৩শ মাস হতে মোট ৬ কিস্তিতে(বছরে ৩ কিস্তি) ঋণের টাকা আদায়যোগ্য। বিভিন্ন সময়ে ঋনের টাকা কিছু কিছু আদায় হলেও ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত ৭৪,১২৯/-টাকা প্রদত্ত ঋণের সার্ভিস চার্জসহ আসল অনাদায় রয়েছে।
* অনুরূপভাবে, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুরএর ঋণ ও সার্ভিস চার্জ আদায় সংক্রান্ত লেজারবুক নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯/০৪/২০০৫খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮/১০/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পরিশিষ্ট’২/২ এ উল্লেখিত ০৭ জন ব্যক্তির নামে বিভিন্ন পরিমানে মৎস্য খাতে দারিদ্র বিমোচন/ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।
* চুক্তিপত্র এবং মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসারে ঋণ প্রদানের ১৩শ মাস হতে মোট ৬ কিস্তিতে(বছরে ৩ কিস্তি) ৫% সার্ভিস চার্জসহ ঋণের টাকা আদায়যোগ্য। বিভিন্ন সময়ে ঋনের টাকা কিছু কিছু আদায় হলেও ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ১,৫০,৭৮১/-টাকা অনাদায় রয়েছে।
* সিনিয়রউপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সদর এর সার্ভিস চার্জসহ ৭৪,১২৯/ টাকা ও রায়পুর, লক্ষ্মীপুর এর অনাদায়ী ১,৫০,৭৮১/- টাকাসহ সর্বমোট ২,২৪,৯১০/- টাকা ঋণ নীতিমালার আলোকে কিস্তিতে আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
* এছাড়া জেলা মৎস্য অফিস খাগড়াছড়ির অধীনস্থ ৫টি উপজেলা মৎস্য কমকতার কাযালয় হতে সম্বনিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প খাতে প্রদত্ত ঋন অনাদায়ী ১৬৪২১২/- টাকা রয়েছে।
* চুক্তিনামার ২৮ নং শর্ত মোতাবেক প্রতিটি গুপের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের টাকার উপর ৫% সরল হারে সার্ভিস সার্জ আদায় করা হবে ।সার্ভিস সার্জ সহ ঋণের টাকা সুফলভোগীগণকে ৩-৫ উৎপাদন কিস্তিতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব খাতে খরচ পরিশোধ করতে হবে ।১ম বছর মূলধন হিসেবে প্রদত্ত ঋণের নূন্যতম ১৫% পরবর্তী ৪ বছরে যথাক্রমে ২৫% ২৫% ২৫% এবং ১০% হারে পরিশোধ করতে হবে ।(সংলগ্নী / )।
* লক্ষীপুর জেলা মৎস্য অফিস আ্ওতাধীন উপজেলাসমূহের ২২৪৯১০/-টাকা +খাগড়াছড়ি জেলা ৫টি উপজেলা মৎস্য অফিস আ্ওতাধীন উপজেলাসমূহের ১৬৪২১২/- টাকা সবমোট ৩৮৯১২২/- টাকা মৎস্য খাতে দারিদ্র বিমোচন/ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় প্রদত্ত ঋণ অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে ।

**অনিয়মের কারণ: ঋণ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ না করা এবং** ঋণ নীতিমালার শর্ত ভংগ করে আদায় না করা।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ লক্ষীপুর জেলা মৎস্য অফিসের অধীন মৎস্য অফিস জবাবে উভয়ই (২টি প্রতিষ্ঠান) জানান যে, আপত্তিটি প্রাতিষ্ঠানিক ও ঋণ আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাগণ বিভিন্ন কারণে স্থান/ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন। সম্পুর্ণ ঋণ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং খাগড়াছড়ি জেলা মৎস্য অফিসের অধীন মৎস্য অফিস জবাবে জানান যে, অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে ।**

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে যথাযথ এবং ঋণ আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে অনাদায়ী থাকতো না। যা সত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক। ঋণ শর্তানুযায়ী আদায় না করার জন্য ঋণ প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক। এছাড়া অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**

নিরীক্ষার সুপারিশঃ নিরীক্ষা মন্তব্যের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**অনুচ্ছেদ নং-২০৩**

শিরোনামঃ ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত গবেষনা কাজে অনিয়মিতভাবে ১১,৮৭,৮৯৫ ( এগারো লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই ) টাকার মালামাল ক্রয়।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* **ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত গবেষনা কাজে অনিয়মিতভাবে ১১,৮৭,৮৯৫ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।**
* **পিপিআর ধারা-১১(২) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করার পূর্বেই ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনকরতঃ বার্ষিক ক্রয় কার্য সম্পাদন করার প্রয়োজন ছিল।**
* **নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এর গবেষণা কাজে ক্রয় পরিকল্পনা ছাড়া** সর্বমোট **১১,৮৭,৮৯৫ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট** ২০৩ **দ্রষ্টব্য।**

অনিয়মের কারণঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত ক্রয় কার্য সম্পাদন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* সংশ্লিষ্ট গবেষনা প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক গবেষণার কাজে ক্রয় কাজ করা হয়েছে। নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরপর্তীতে বিস্তারিতভাবে প্রমাণকসহ জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* **পিপিআর ধারা-১১(২) অনুযায়ী সরকারের ক্রয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।**

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

* ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত ক্রয় কার্য সম্পাদন করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং-২০৪**

**শিরোনামঃ গবেষণার কাজে অনুমোদিত ক্রয় তালিকা বহির্ভূত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ও কেমিক্যাল ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ৩,৪৮,৮০০ ( তিন লক্ষ আটছল্লিশ হাজার আটশত ) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, কক্সবাজার এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* গবেষণার কাজে অনুমোদিত ক্রয় তালিকা বহির্ভূত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ও কেমিক্যাল ক্রয় করে ৩,৪৮,৮০০ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।
* বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় কি কি মালামাল প্রয়োজন তার বিস্তারিত তালিকা থাকতে হবে এবং পরপর্তী প্রয়োজন অনুসারে উক্ত মালামাল ক্রয় করতে হবে। কিন্তু ক্রয় পরিকল্পনায় শুধু Kits ও Chemical উল্লেখ রয়েছে, মালামালের পূর্ণাংগ তালিকা নেই।
* ফলে বিল নং-২১ তারিখঃ ২৫/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল অনুমোদিত তালিকা বহির্ভূত ক্রয় করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ কোর প্রজেক্টের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় না থাকা সত্ত্বেও ক্রয় করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* অনিয়মিতভাবে অনুমোদিত ক্রয় তালিকা বহির্ভূত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ও কেমিক্যাল ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* অনুমোদিত ক্রয় তালিকা বহির্ভূত ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ও কেমিক্যাল ক্রয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদনং-২০৫

শিরোনামঃ AwbqwgZfv‡**e ব্রু**ড wdm µ‡q Avw\_©K Awbqg 6,99,858 ( ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত আটান্ন) UvKv|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন cÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 201৭-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j wej †iwRóvi I Li‡Pi weeiYx chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* AwbqwgZfv‡e **ব্রু**ড wdm µ‡q Avw\_©K Awbqg 6,71,868/-UvKv|
* cÖKí Kvhv©j‡qi wej bs-43 ZvwiL 21/10/2013 wLª: Gi gva¨‡g KvDLvjx wgwb n¨vPvix, ev›`ievb wgwb n¨vPvix I ivgMo wgwb n¨vPvix‡Z eyW gvQ mieiv‡ni wej eve` †gmvm© myi‡gjv wVKv`vi‡K 6,99,858/- UvKv cwi‡kva Kiv nq|
* cve©Z¨ GjvKvi †cvbvi cÖvc¨Zv‡K mnR jf¨ K‡i gvQ Pvl‡K Z¡ivwš^Z Kivi j‡ÿ¨ ÔÔcve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl Dbœqb I m¤úªmviY cÖKíÕÕ kxl©K cÖK‡íi 1g I 2q chv©‡qi (hvi †gqv` 2000 mvj n‡Z 2010 mvj) gva¨‡g D³ n¨vPvix mg~n wbwg©Z n‡q‡Q|
* ‡h‡nZz n¨vPvix mg~n c~‡e©B m„wó n‡q‡Q †m‡nZz †iby Drcv`‡bi gva¨‡g grm¨ Drcv`b e„w× KivB Zv‡`i Charter of dutites wQj| wKš‘ G‡ÿ‡Î Zv‡`i‡K 3q chv©‡qi kxl©K cÖKí n‡Z eyW wdm mieivn Kiv n‡q‡Q Bnv‡Z cwijwÿZ n‡”Q, †h D‡Ï‡k¨ n¨vPvix mg~n ¯’vwcZ n‡q‡Q Dnv ev¯Íevqb Ki‡Z n¨vPvix mg~n e¨\_© n‡q‡Q| A\_v©r miKvi wecyj cwigvb A\_© e¨q K‡iI n¨vPvix mg~‡ni KvswLZ djvdj AR©‡b mÿg nqwb|
* cwiKíbv Kwgk‡bi 17/04/2017 wLª: Zvwi‡L AbywôZ mfvq grm¨ Awa`ß‡ii ÔÔgnvcwiPvjK g‡nv`qÓ eyW e¨vsK ¯’vcb kxl©K cÖK‡íi AvIZvq cÖvK…wZK Drm n‡Z msM„nxZ †iby †cvbv grm¨ Awa`ß‡ii we`¨gvb wewfbœ n¨vPvix‡Z jvjb cvjb K‡i eyW wn‡m‡e Dbœqb Kiv nq g‡g© Rvbvb| eyW wdm mg~n weÁvb wfwËK Dcv‡q cÖvK…wZK Drm n‡Z msMÖn Kiv nq weavq G cÖKí eyW wdm n‡Z ¸bMb gvb m¤ú~Y© †cvbv Drcv`b n‡q \_v‡K|
* myZvivs n¨vPvix mg~n GKw`‡K †cvbv Drcv`b Ges Ab¨w`‡K eyW e¨vsK ¯’vcb kxl©K cÖKí n‡Z †cvbv msMÖ‡n e¨\_© n‡q‡Q| D³ cÖKí n‡Z †cvbv msMÖn Ki‡j cÖKw`‡K ¸bMZ gvbm¤úbœ ‡cvbv cvIqv †hZ Ges Kg g~‡j¨ eyW wdm ms‡MÖi d‡j miKvix A\_© mvkÖq nZ|
* bvmv©ix mg~n †cvbv Drcv`‡b e¨\_©Zvi Kvib I eyW e¨vsK ¯’vcb cÖKí n‡Z eyW wdm msMÖn bv K‡i AwbqwgZfv‡e eyW wdm µ‡q Avw\_©K Awbqg 6,99,858/- UvKv|
* D‡jøL †h, wej bs-43 ZvwiL:21/10/2013 wLª: Gi gva¨‡g †gmv©m myi †gjv wVKv`vi‡K eyW wdm mieivn wej eev` 6,99,858/- UvKv I wej bs 113 ZvwiL:27/02/2014 wLª: Gi gva¨‡g D‡jøwLZ wVKv`vi‡K d‡Uv Kwc mieivn eev` 1,43,808/- UvKv cwi‡kva Kiv nq| cwi‡kvaxZ wej n‡Z cwijwÿZ nq †h, mswkøó wVKv`vi GKw`‡K eyW wdm mieivn K‡i‡Qb Ab¨w`‡K d‡UvKwc †gwkb mieivn K‡i‡Qb|
* wVKv`v‡ii jvB‡mÝ bv cvIqvq cÖK…Zc‡ÿ †Kvb †hvM¨Zv m¤úbœ wVKv`vi Dnv Abyaveb Kiv m¤¢e nqwb|
* wcwcAvi wewagvjv Abyhvqx †Kvb `icÎ `vZv‡K `icÎ `vwL‡ji c~‡e© cÖvK †hvM¨Zv `vwLj Ki‡Z n‡e|
* KvDLvjx wgwb n¨vPvix, ev›`ievb wgwb n¨vPvix I ivgMo wgwb n¨vPvix‡Z eyW gvQ mieiv‡ni wej eve` †gmvm© myi‡gjv wVKv`vi‡K 6,99,858/- UvKv cwi‡kva Kiv nq Zv wbixÿv‡K Rvbv‡bvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq|

Awbq‡gi KviY: নিয়ম লংঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প এর ১মও২য় পযায়ে নির্মিত কাউখালী ও বান্দরবান হ্যাচারি কেবলমাত্র রেনু ও পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারী।বুড ফিস উৎপাদনকারী নয় বিধায় উল্লেখিত হ্যাচারির জন্য সরকারী বিধি মোতাবেক বুডফিস ক্রয় করা হয়েছে।

wbixÿv gšÍe¨: cwiKíbv Kwgk‡bi 17/04/2017 wLª: Zvwi‡L AbywôZ mfvq grm¨ Awa`ß‡ii ÔÔgnvcwiPvjK g‡nv`qÓ ব্রুড e¨vsK ¯’vcb kxl©K cÖK‡íi AvIZvq cÖvK…wZK Drm n‡Z msM„nxZ †iby †cvbv grm¨ Awa`ß‡ii we`¨gvb wewfbœ n¨vPvix‡Z jvjb cvjb K‡i eyW wn‡m‡e Dbœqb Kiv nq g‡g© জানানো হয় বিধায় জবাব সঠিক নহে। অপরদিকে সরকারী বিধি মোতাবেক বুড ফিস ক্রয় করা হয়েছে বলা হলেও wcwcAvi wewagvjv Abyhvqx †Kvb `icÎ আহব্বান ব্যতিরেকে ফটোকপি মেশিন বিক্রেতার নিকট বুডফিস ক্রয় করা সঠিক হয়নি। তার জন্য `vq-`vwqZ¡ wbav©iYmn দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে `ªæZ AvcwËK…Z UvKv Av`vq Kiv Avek¨K|

নিরীক্ষার সুপারিশঃ নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নং-২০৬

wk‡ivbvgt cÖK‡íi GK Lv‡Zi UvKv Ab¨ Lv‡Z LiP Kiv n‡q‡Q 3,58,856 (তিন লক্ষ আঠান্ন হাজার আট শত ছাপান্ন) UvKv|

weeiYt grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb ÒeªæW e¨vsK ¯’vcbÓ cÖK‡íi (3q ch©vq) 2017-18 A\_© eQ‡ii gÄyix bs-40 Gi Dci wbw`©óKiY wbixÿvKv‡h©i wnmve 29.01.19 wLªt n‡Z 04.02.19 wLªt ZvwiL ch©šÍ mg‡q m¤úbœ Kiv nq| wbixÿvKv‡j cÖK‡íi wWwcwc, A\_© gÄyix Av‡`k, wewfbœ Li‡Pi wej, fvDPvi bw\_ I Ab¨vb¨ Avbylw½K †iKW© cÎvw` ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h,

cÖK‡íi GK Lv‡Zi UvKv Ab¨ Lv‡Z LiP Kiv n‡q‡Q 3,58,856 টাকা।

* grm¨ Awa`ß‡ii wbqš¿Yvaxb ÒeªæW e¨vsK ¯’vcb cÖK‡íi (3q ch©vq)Ó 2017 -18 A\_© eQ‡ii †KvW bs-7081 †Kv‡W (wewea/Ab¨vb¨) 3,58,856 UvKv ˆe`¨ywZK miÄvg/we`¨yZvqb eve` e¨q Kiv n‡q‡Q|( we‡ji Kwc mshy³) wKš‘ 7081 †KvW wU we`¨yZvqb e¨‡qi LvZ bq Ab¨vb¨ Li‡Pi LvZ m~Zivs †`Lv hvq GKLv‡Zi UvKv Ab¨ Lv‡Z LiP Kiv n‡q‡Q A\_©vr †h D‡Ï‡k¨ A\_© eivÏ †`qv n‡q‡Q, †m D‡Ïk¨ e¨q Kiv nqwb| hv miKvwi wb‡`©kbvi cwicšx’ I ¸iæZi Avw\_©K Awbqg |

Awbq‡gi KviY: miKvwi wb‡`©k D‡cÿv K‡i GK Lv‡Zi UvKv Ab¨ Lv‡Z LiP Kivh Awbqg|

wbixwÿZ cÖwZôv‡bi Reve : Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z we`y¨Zvq‡bi `ywU †KvWB D‡jøL i‡q‡Q|

AwW‡Ui gšÍe¨ : Reve m‡šÍvmRbK bq| †Kbbv GKLv‡Zi Rb¨ `ywU †KvWB D‡jøL \_vKvi K\_v bq|

AwW‡Ui mycvwik AwbqwgZfv‡e A\_© e¨q Kivi Rb¨ `vq-`vwqZ¡ wba©viY KiZ: wbixÿv Awdm‡K Rvbv‡bvi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|

**অনুচ্ছেদ নং-২০৭**

শিরোনামঃ গবেষনার কাজে ২৪টি পুকুর ব্যবহার না করে ফেলে রাখায় ক্ষতি ৩,৩১,৫০১ (তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত এক) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* **গবেষণার কাজে ২৪ টি পুকুর ব্যবহার না করে ফেলে রাখায় প্রতিষ্ঠানের ৩,৩১,৫০১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।**
* **বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা এর ৫৩টি পুকুরের মধ্যে ২৪টি পুকুরে মাছ চাষ করা হয়নি।**
* **২৯টি পুকুর গবেষণার কাজে ব্যবহার করে ৪,০০,৫৬৪ টাকা আয় করা হয়। অর্থাৎ প্রতি পুকুরে আয় হয় ১৩,৮১৩ টাকা। সে হিসাবে ২৪টি পুকুরে (১৩,৮১৩ × ৪) = ৩,৩১,৫১২ টাকা আয় কম হয়েছে** (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ পুকুরগুলি মাছ চাষ কাজে ব্যবহার না করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* কেন্দ্রের গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় সকল পুকুরে মাছ চাষ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে সকল পুকুরে মাছ চাষ করা সম্ভব হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পুকুরগুলোতে মাছ চাষ না করে ফেলে রাখা হয়েছে। যার কারণে প্রতিষ্ঠান আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* পুকুরগুলোতে মাছ চাষ না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং : ২০৮

শিরোনাম : হালনাগাদ আয়কর সনদ না থাকা সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে ৬,৫০,০০০/- টাকা ব্যয়।( ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।)

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন উপ-জেলা মৎস্য কার্যালয় ভোলা সদর এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মৎস্য পোনা অবমুক্ত করার নথি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

হালনাগাদ আয়কর সনদ না থাকা সত্ত্বেও বিধিবহির্ভূতভাবে ৬,৫০,০০০/- টাকা ব্যয়।

* পত্র নং ৩৩.০২.০৯১৮.৫০১.২৭.০০১.১৩-১২৯ তারিখ: ০৭.০৮.২০১৭ খ্রি: মূলে আহবানকৃত কোটেশনে পরিলক্ষিত হয় যে, হালনাগাদ আয়কর সনদ জমা না দেয়া সত্ত্বেও মেসার্স জাহানারা ট্রেডিং কর্পোরেশনকে কাজ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পি.পি.আর/২০০৮ এর বিধি ৭০ এর উপ-বিধি (২) উপেক্ষা করে কোটেশন মূল্যায়ন করা হয়েছে। যা বিধিবহির্ভূত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : বিধিবহির্ভূতভাবে কোটেশন মূল্যায়ন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ২০১৭-২০১৮ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দেয়ার সময়সীমা ছিল নভেম্বর, ২০১৭। যেহেতু ০৭.০৮.২০১৭ খ্রি: তারিখে কোটেশন আহ্বান করা হয় তার প্রেক্ষিতে দরদাতা মেসার্স জাহানারা ট্রেডিং কর্পোরেশন পূর্ববতী বছরের আয়কর সনদ দিয়ে কোটেশন দাখিল করেন। তার প্রেক্ষিতে দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য : প্রদত্ত মন্তব্যে পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সনদ সাবমিট করা হয়েছে মর্মে আপত্তি স্বীকার করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২০৯

শিরোনামঃ পিপিআর এর বিধি উপেক্ষা করে ক্রয়কৃত মালামাল স্টোর রেজিষ্টারে ও বিতরণ রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত না করায় সরকারের ৪,৩৭,১৭৪ (চার লক্ষ সাতত্রিশ হাজার একশত চুয়াত্তর) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত অফিসের ২০১৭-২০১৮ হিসাব সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে বাজেট, খরচের বিবরনী ও বিবিধ মালামাল ক্রয়ের বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

পিপিআর এর বিধি উপেক্ষা করে ক্রয়কৃত মালামাল স্টোর রেজিষ্টারে ও বিতরণ রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত না করায় সরকারের ৪,৩৭,১৭৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। **(বিস্তাঃ পরিঃ ২০৯ এ দ্রঃ)।**

* বিভিন্ন ভাউচার এর মাধ্যমে মাছের খামারের জন্য রোটেনন, সুমিথিয়ন সহ বিভিন্ন আইটেম ক্রয় দেখিয়ে ৪,৩৭,১৭৪ টাকা কোড নম্বর ৪৮৯৯ এর বরাদ্দের বিপরীতে সমন্বয় দেখানো হয়েছে।
* যা পিপিআর বিধি-৮১ এর পরিপন্থী। উক্ত বিধিমোতাবেক সরাসরি নগদে ক্রয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা ব্যয় যোগ্য। এক্ষেত্রে তা উপেক্ষা করা হয়েছে।
* ক্রয়কৃত মালামাল সমূহ স্টক রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি তেমনি বিতরণ রেজিষ্টারে বিতরনের কোন প্রমানক পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ পরিপালন করা হয় নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নির্ধারিত বিধি উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ক্রয়কৃত মালামাল সমূহ অবশ্যই স্টক রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক এবং বিতরণের পরে বিতরণ রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২১০

শিরোনামঃ পুকুর পুন: খনন কাজে প্রকৃত খননের চেয়ে সংশোধিত ডিপিপিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেশী খনন প্রদর্শন করায় ক্ষতি ৪,৩৩,৪৪৭ (চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত সাতচল্লিশ) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্প পরিচালক, রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর এর ২০‌১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- পুকুর খনন নথি, বিল ভাউচার এবং জলাশয় নির্মাণ নীতিমালা হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

পুকুর পুন: খনন কাজে প্রকৃত খননের চেয়ে বেশী খনন প্রদর্শন করায় ৪,৩৩,৪৪৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিবরণ পরিশিষ্ট ২১০/১ দ্রঃ)।

* নীলফামারী জেলা সদর উপজেলার বৈরাগীর আখড়া পুকুর এবং লালকুড়া পুকুর যথাক্রমে ডিপিপি’র বহির ৫৩-৫৪ পাতায় পুন: খনন কাজের পরিমাণ ৯৭৬৪.৯৯ ও ১১০৬৬.৯৯ ঘনমিটার কাজ প্রদর্শন করা হয়েছে।
* কিন্তু প্রকৃত খনন কাজ ইতোমধ্যে যথাক্রমে ৯৭০৩৪৯ ও ৮৩০৬.৭৫ ঘনমিটার করা হয়েছে এবং যার বিপরীতে দাবীকৃত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
* তাই সংশোধিত ডিপিপি‘র ভিত্তিতে অতিরিক্ত খনন কাজ পুনরায় করার ‍সুযোগ নেই। সংশোধনের ফলে অতিরিক্ত অংশের ব্যয় মিটানোর ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ ডিপিপিতে উল্লেখিত কাজের পরিমানের চেয়ে অধিক পরিমাণ কাজ প্রদর্শন করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ সরকারি খাস পুকুরের এরিয়া সরেজমিন স্কিম তৈরীর সময়ে বেশী পাওয়া যায়। বাস্তবতার নিরীখে স্কীম সংশোধন পূর্বক খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে ।পূর্বের ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন হওয়ায় সংশোধিত ডিপিপির ভিত্তিতে পুনরায় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ প্রকৃতপক্ষে কাজ সম্পাদন করা হলে কি উদ্দেশ্যে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে তা অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২১১

শিরোনামঃ একই সময়ে একই এলাকার কাজের জন্য একই ঠিকাদারের নিকট হতে ভিন্ন ভিন্ন দরে রড সরবরাহ নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ৩,৮২,৯৭৬ ( তিনলক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীনহাওড় অঞ্চলে মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে অবতরণ কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য টেন্ডার নথি, সিডিউল, নকশা ও চূড়ান্ত এস্টিমেট, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

একই সময়ে একই এলাকার কাজের জন্য একই ঠিকাদারের নিকট হতে ভিন্ন ভিন্ন দরে রড সরবরাহ নেয়ায় প্রতিষ্ঠানের ৩,৮২,৯৭৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

* নেত্রকোনা জেলা্র মোহনগঞ্জের হাওড় এলাকায় মৎস অবতরণ কেন্দ্রের অকশন সেড, ৩ তলা প্যাকিং এবং আড়ত ঘর নির্মাণ কাজে ১৩.০৬.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মের্সাস মানিক এন্ড ব্রাদার্স প্রদত্ত কাজের বিপরীতে ২৮.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সরবরাহকৃত রডের মূল্য প্রতি টন ৭৬,৪০০ টাকা দরে পরিশোধ করা হয়েছে।
* আবার ঐ একই ঠিকাদার মের্সাস মানিক এন্ড ব্রাদার্স কে ঐ একই জায়গায় কোল্ড ষ্টোরেজ, আইস প্লান্ট, কিউসি ল্যাব, অফিস ঘর তৈরির ক্ষেত্রে ২৮.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে রডের মূল্য প্রতি টন ৯০,০০০ টাকা দরে পরিশোধ করা হয়েছে।
* অর্থাৎ প্রতি টনে ১৩,৬০০ টাকা অতিরিক্ত দর হওয়ায় ২৮.১৬ টনে ৩,৮২,৯৭৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে যা সরকারি অর্থের ক্ষতি।

অনিয়মের কারণঃ যথাযথ ভাবে টেন্ডার মূল্যায়ন করা হয় নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ AeZiY ‡K›`ª ¯’vc‡bi wbwgË 2wU c¨v‡K‡R wfbœ wfbœ mg‡q `icÎ Avnevb Kiv nq, hvi weeiY wbgœiƒct

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| µ | `icÎ Avnev‡bi ZvwiL  I ¯§viK bs | Kv‡Ri weeiY | `ic‡Îi msL¨v | cªv°wjZ g~j¨ (UvKv) | Pyw³g~j¨(UvKv) | `i`vZv KZ©…K c¨v‡KRfy³ i‡Wi D×…Z`i (cÖwZ Ub) |
| 1 | 30/03/2017  (33.03.0000.112.01.023.17-62) | Construction of Auction Shed, 3-Storied Packaging and Arat Ghar. | 6 | 5,35,22,412.00 | 4,81,17,017.80 | 76,400/- |
| 2 | 20/06/2017  (33.03.0000.112.01.023.17-118) | Construction of Cold Storage, Ice Plant, QC Lab, Office with Electrical and Ancillary work. | 7 | 7,63,51,146.00 | 6,96,16,031.40 | 90,000/- |

`icÎ g~j¨vqb KwgwUi mycvwik Ges ‡Pqvig¨vb g‡nv`‡qi Aby‡gv`bµ‡g Dfq c¨v‡K‡R me©wbgœ `i`vZv wn‡m‡e (10% wbgœ`‡i) gvwbK

GÛ e«v`vm© Gi AbyK~‡j h\_vµ‡g weMZ 13/06/2017 I 21/08/2017 Zvwi‡L NOA Bm¨y Kiv nq| `icÎ`vZv KZ©…K `ywU c¨v‡K‡R অর্ন্তভুক্ত AvB‡Ug wn‡m‡e i‡Wi g~j¨ wfbœ wfbœ `‡i D×…Z Kivq mswkøó c¨v‡KRfy³ †gvU Kv‡Ri Rb¨ civgk©K cÖwZôv‡bi gZvgZ I mycvwik †gvZv‡eK wVKv`vi‡K D×…Z `i Abyhvqx `vweK…Z wej cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| G‡¶‡Î c¨v‡KRfy³ Kv‡Ri Rb¨ †Kvb e¨q e…w× N‡Uwb| D‡jøL¨ ïaygvÎ iW mieiv‡ni Rb¨ †Kvb `icÎ Avnevb Kiv nqwb| ewY©Z Kvi‡Y GKB GjvKvq `ywU c…\_K c¨v‡KRfy³ Kv‡Ri Rb¨ wVKv`vi KZ©…K D×…Z `i Abyhvqx wfbœ wfbœ `‡i c¨v‡K‡Ri অর্ন্তভুক্ত AvB‡Ug wn‡m‡e i‡Wi wej cwi‡kva Kiv nq| wVKv`vi‡K AwZwi³ A\_© cwi‡kva Kiv nqwb ও mswkøó c¨v‡K‡Ri Kv‡Ri Rb¨ †Kvb e¨q e…w× N‡Uwb|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। উক্ত ছকেই দেখা যায় মূল্যের তারতম্য। পিডব্লিউডি প্রতিটি দরের বিশ্লেষন করে তার সাথে ঠিকাদারের লাভ, আয়কর, ভ্যাট, অপচয় সহ সবকিছু হিসেব করেই দর নির্ধারণ করা হয়। অস্বাভাবিক কম দরে বা বেশী দরে বিল পরিশোধযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করা আবশ্যক অন্যথায় দায়/দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২১২

শিরোনামঃ মৎস্য হ্যাচারী, মৎস্য খাদ্য বিক্রয় লাইসেন্স নবায়ন না করায়, নবায়ন ফি ও ভ্যাট বাবদ সরকাররে ক্ষতি ৩,২৬,১২৫ ( তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশত পঁচিশ) টাকা।

**পরিশিষ্ট “ ক ’’**

**অনুচে্ছদ - ০১**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, রংপুর এর অধীনস্থ জেলা মৎস্য অফিস বগুড়া, নওগাঁ, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত চলাকালীন- লাইসেন্স নবায়ন নথি, লাইসেন্স রেজিষ্টার ও আনুসঙ্গিক রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

মৎস্য হ্যাচারী, মৎস্য খাদ্য বিক্রয় লাইসেন্স নবায়ন না করায়, নবায়ন ফি ও ভ্যাট বাবদ সরকাররে ক্ষতি ৩,২৬,১২৫/- টাকা। যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “২১২/১-৪ “ তে দেয়া হলো ।

* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় এস আর ও নং-২৮৫ আইন/২০১১ মৎস্য এবং এসআরও নং-২৪২-আইন/২০১১ খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন/২০১০ মোতাবেক মৎস্য খাদ্য বিক্রয় পাইকারী ক্যাটাগরী ৩(ক) এর জন্য লাইসেন্স ফি বাবদ ১০০০/- টাকা, হ্যাচারীর জন্য নবায়ন ফি বাবদ ১০০০/- টাকা এবং মৎস্য খাদ্য বিক্রয় খুচরা ক্যাটাগরী ৩(খ) এর জন্য ৫০০/- টাকা লাইসেন্স ফি নিধারণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত লাইসেন্স গুলোর মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও দীর্ঘদিন পরেও নবায়ন না করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশনা অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ মেয়াদ উর্ত্তীণ লাইসেন্স গুলি নবায়ন করে টাকা জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং চালানের কপি প্রমাণক হিসেবে জমা দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে । কারণ যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়ন করা উচিত ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে উহার স্বপক্ষে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২১৩

শিরোনামঃ ঠিকাদারকে অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত অর্থ চূড়ান্ত বিল হতে কর্তন না করায় ৩,০০,০০০ ( তিন লক্ষ টাকা) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, চট্রগ্রাম মৎস বন্দর, চট্রগ্রামের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, পিসিআর, টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

ঠিকাদারকে অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত অর্থ চূড়ান্ত বিল হতে কর্তন না করায় সরকারি ৩,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

* আলোচ্য প্রকল্পের অধীন রিটেনিং ওয়াল ও পেভমেন্ট নির্মাণ কাজের ঠিকাদার মের্সাস কে, বি, জি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল কে কাজ শুরুর সময় উক্ত অগ্রিমের অর্থ প্রদান করা হয়।
* ঠিকাদার কর্তৃক দীর্ঘদিন পূর্বেই অর্থাৎ জুন/২০১৮ তেই চূড়ান্ত বিলের সমুদয় অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে কিন্তু প্রদত্ত অগ্রিম অদ্যাবধি আদায়/সমন্বয় করা হয় নি।

অনিয়মের কারণঃ চূড়ান্ত বিলের টাকা ঠিকাদার কর্তৃক উত্তোলন সত্বেও অগ্রিম অর্থ আদায় না করায় সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ **t** gvwëP¨v‡bj w¯øcI‡q wbg©vY cÖK‡íi wi‡UBwbs Iq¨vj I ‡cf‡g›U wbg©vY Kv‡Ri Kvh©v‡`k cÖvß wVKv`vi †gmvm© †KwewR †UªW B›Uvib¨vkbvj KZ©„K `vwLjK…Z P~ovšÍ wej n‡Z f¨vU U¨v· RvgvbZ BZ¨vw` KZ©‡Yi ci bxU †`q wej 30.06.২০18 wLªt Zvwi‡L wnmvef~³ Kiv nq| cieZx©‡Z 14.02.2019 Bs Zvwi‡L wVKv`v‡ii Av‡e`b I gnve¨e¯’vcK g‡nv`‡qi wb‡`©‡ki †cÖwÿ‡Z fvDPvi bst 240, ZvwiL t 17.02.২০19 Bs Abyhvqx cwi‡kva Kiv nq।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারন ঠিকাদারকে অগ্রিম হিসেবে প্রদানকৃত অর্থ আদায় করা হয় নি এবং আদায়ের বিষয়ে কিছু বলা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করার অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক টাকা আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২১৪

শিরোনামঃ জলাভুমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভুমিতে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ মোতাবেক পোনামাছ অবমুক্তিযোগ্য জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত না করে বিভিন্ন পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত করায় অনিয়মিত ব্যয় ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা ।

**বিবরণঃ** মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল ও নবীগঞ্জ এর আওতাধীন জলাভুমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত /প্লাবনভুমিতে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ মোতাবেক পোনামাছ অবমুক্তিযোগ্য জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত না করে বিভিন্ন পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত করায় ৩,০০,০০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে। **( বিবরণ পরিশিষ্ট ২১৪ তে দ্রঃ)।**

* পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ এর ক্রমিক নং- ৪ মোতাবেক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রবাহমান নদ-নদী ছাড়া খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, মরা নদী, ঘের, বরোপিট, ডোবা নালা ইত্যাদি জাতীয় খাস ও সরকারি উপযুক্ত জলাভূমি পোনামাছ অবমুক্তিযোগ্য। পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ এর ক্রমিক নং- ৫ মোতাবেক জলাভূমি নির্বাচন করা আবশ্যক।

* আলোচ্য ক্ষেত্রে ৫০০ কেজি পোনামাছ অবমুক্তির জন্য বাহুবল উপজেলায় পরিশিষ্টে উল্লেখিত ৪ টি এবং ৫০০ কেজি পোনামাছ অবমুক্তির জন্য নবীগঞ্জ উপজেলায় পরিশিষ্টে উল্লেখিত ৮ টি পুকুর কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হলো তাঁর কোন তথ্য নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, বাহুবলের কালাপুর আশ্রয়ন প্রকল্পের পুকুরে ২০০ কেজি এবং অন্য ৩ টি পুকুরে ১০০ কেজি করে মোট ৫০০ কেজি পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং নবীগঞ্জের উপজেলা পরিষদ পুকুরে ১৫০ কেজি, নবীগঞ্জ হাসপাতাল পুকুরে ১০০ কেজি এবং অন্য ৭ টি পুকুরে ২৫০ কেজিসহ দুই উপজেলায় মোট ১,০০০ কেজি পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। পুকুরগুলো অবমুক্তকৃত পোনামাছের ধারণ ক্ষমতা রাখে কিনা তার কোন তথ্য পোনা অবমুক্তকরণ নথিতে পাওয়া যায়নি।

**অনিয়মের কারণঃ** পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ মোতাবেক পোনামাছ অবমুক্তিকরণের জন্য উন্মুক্ত জলাশয় নির্বাচন না করায় এ অনিয়ম সাধিত হয়েছে।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, পোনামাছ অবমুক্তি কাযক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ এর ১০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক উপজেলা পযায়ে জলাভূমি নির্বাচন ও পোনামাছ সংগ্রহ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়সমূহে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী-২০১২ এর ক্রমিক নং- ৪ মোতাবেক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রবাহমান নদ-নদী ছাড়া খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, মরা নদী, ঘের, বড়োপিট, ডোবা নালা ইত্যাদি জাতীয় খাস ও সরকারি উপযুক্ত জলাভূমি পোনামাছ অবমুক্তিযোগ্য। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২১৫

শিরোনামঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন না করে বিভিন্ন খাতে অনিয়মিতভাবে খরচকৃত টাকা ১৩,৬৮,৩৫১ (তের লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত একান্ন) টাকা।

**পরিশিষ্ট “ ক ’’**

**অনুচে্ছদ - ০১**

**পরিশিষ্ট “ ক ’’**

**অনুচে্ছদ - ০১**

বিবরণ: মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার নাগেশ্বরী, উপজেলা মৎস্য অফিস, লালমনিরহাট এবং উপজেলা মৎস্য অফিস, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর অফিস সমুহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নথি, বিল উচার ভাউচার ইত্যাদি হতে দেখা যায় যে,

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন না করে বিভিন্ন খাতে খরচকৃত টাকা ১৩,৬৮,৩৫১/- যার পরিশিষ্ট ২১৫/১-৩ তে প্রদও হলো ।

* পিপিআর/২০০৮ এর ক্রয় সংক্রান্ত নীতিসমূহের ক্রমিক নং ২ তে বলা হয়েছে যে, সরকারের রাজস্ব বাজেটের অধীন কোন ক্রয়কাযì পরিচালনার ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী একটি বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
* সেই অনুযায়ী ক্রয়ের নিমিত্তে এপিপি করতে হবে ( কপি সংযুক্ত )। কিন্তু, বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন না করে উপোরিক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন খাতে খরচ করা হয়েছে। কিন্তু, এপিপি করা হয়নি এবং আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ করা হয়নি (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ মিসফাইলের কারণে সরবরাহ করা সম্ভাব হলো না।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃজবাব যথাযথ নহে । কারণ, এ পি পি প্রণয়ন না করার জন্য তা নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করতে পারে নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ এ পি পি না করার জন্য দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করত: প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদনং-২১৬

শিরোনামঃ অফিস আদেশ ব্যতীত ভ্রমন ভাতা বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ২০,২৫,৩৪০ ( বিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীনcÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 201৭-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j ev‡RU †iwRóvi, ågb fvZv wej I †iwRóvi, nvwRiv LvZv Ges bw\_‡Z iwÿZ mswkøó KvMR cÎ hvPvB I chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* অফিস আদেশ ব্যতীত ভ্রমন ভাতা বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ২০,২৫,৩৪০/-টাকা|
* we¯ÍvwiZ weeiYx cwiwkó ২১৬/1 †Z cÖ`wk©Z n‡jv|
* ågb fvZv wej wbixÿvKv‡j †`Lv hvq †h, Awdm KZ©„cÿ KZ…©K ågb Kivi Rb¨ cwiwk‡ó ewY©Z Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i‡K †Kvb ågb Av‡`k †`Iqv nqwb Zv m‡Z¡I Kg©KZv©/Kg©PvixMY ågb K‡i‡Qb Ges ïay gvÎ ågb m~Pxi Av‡jv‡K wej cwi‡kva Kiv nq Avevi wKQz wKQz †ÿ‡Î ågb m~Px Qvov wej cwi‡kva Kiv nq|
* Aciw`‡K Awd‡mi ågb WvBix msiwÿZ †bB Ges Awd‡m nvwRiv LvZvI msiwÿZ †bB|

Awbq‡gi KviY: নিয়ম লংঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve: অফিস আদেশ ব্যতীত ভ্রমন করা হলেও ভ্রমন সূচী উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

wbixÿv gšÍe¨: অফিস আদেশ ব্যতীত ভ্রমন করা সঠিক হয়নি। অফিস আদেশ ব্যতীত ভ্রমন বিল পাশকারীর নিকট হতে AvcwËK…Z UvKv Av`vq Kiv Avek¨K|

নিরীক্ষার সুপারিশ : নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নং-২১৭

শিরোনামঃ পিপিআর- ২০০৮ এর নির্দেশনা অমান্য করে একটি চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন কার্য ও ক্রয় সম্পাদন করায় অনিয়মিত ব্যয় ৩,৬২,৩০০ (তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত) টাকা ।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এবং কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি পিপিআর- ২০০৮ এর নির্দেশনা অমান্য করে একটি চুক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন কার্য ও ক্রয় সম্পাদন করায় ৩,৬২,৩০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে।

* পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৯ মোতাবেক ক্রয়কারী বাজারে বিদ্যমান স্বল্প মূল্যের সহজলভ্য পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে ক্রয় করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে ক্রয় কাজকে খন্ড খন্ড করে ক্রয় সম্পাদন করা যাবে না। পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-২ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়ে একক ক্ষেত্রে আর্থিক সীমা ২৫,০০০ টাকা। (বিস্তাঃ পরিঃ ২১৭ তে দ্রঃ)।
* আলোচ্য ক্ষেত্রে জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে একটি টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য একই তারিখে অর্থাত্ ১৬/০৫/১৮ খ্রি: তারিখে ৪ টি বিলের মাধ্যমে মোট ৭০,০০০ টাকা উত্তোলন পূর্বক ব্যয় করা হয়েছে। কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ কার্যালয়ে গলদা চিংড়ির জুভেনাইল তৈরির পি.এল. (পোনা) ০৮/১০/১৭ খ্রি: তারিখে ২ টি বিলের মাধ্যমে ৩৭,৫০০/- টাকায় ক্রয় করা হয়। কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, কুর্শি কার্যালয়ে সরিষার খৈল ও আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২,৫৪,৮০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর উল্লিখিত বিধি অমান্য করে ভিন্ন ভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন কার্য ও ক্রয় সম্পাদন করায় ৩,৬২,৩০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে, যার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণঃ পিপিআর- ২০০৮ এর নির্দেশনা অমান্য করে ক্রয় কার্য সম্পাদন করায় এ অনিয়ম সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ১। লোকবল ও সময় স্বল্পতার কারণে কোটেশন আহবান করা যায় নি। ২। স্থানীয় ভাবে গলদার পি এল ক্রয় করা যায় না বিধায় বিভিন্ন উৎপাদন অঞ্চল থেকে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন তারিখে ভাউচারের মাধ্যমে গলদার পি এল ক্রয় করা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় হয়নি। ৩। তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে সরাসরি ভাউচারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ক্রয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধানাবলী পালন করা অত্যাবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২১৮

শিরোনামঃ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ/২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে ১৮টি ক্রেষ্ট ক্রয় করা হলেও উহা বিতরণ না করায় ক্ষতি ১,৭৬,০০০ টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য বিভাগ, খুলনা এর নিয়ন্ত্রনাধীণ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল,জেলা মৎস্য অফিস,সাতক্ষীরা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,মাগুরা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,খুলনা,উপজেলা মৎস্য কয়রা,খুলনা ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, বিল রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিস্তারিত পর্যলোচনায় পরিলক্ষিত হয়,

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ/২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে চাষীদের পুরস্কার দেয়ার জন্য অফিস তহবিল হতে বিল নং-০৯ তারিখ ১০/৮/২০১৭ এর মাধ্যমে যশোর মেটালিক, মুজিব সড়ক যশোর হতে ১৮টি ক্রেস্ট যা প্রতিটি ১০০০/-টাকা হিসেবে (১০০০×১৮)=১৮,০০০/- টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে।

* ভাউচারের মাধ্যমে ব্যানার, শ্রমিক মজুরী এবং ক্রেষ্ট ক্রয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু ১৮ টি ক্রেষ্ট বিতরণের কোন প্রমানক পাওয়া যায়নি। সিটিআর রুলস-১৮০ মোতাবেক দাবী পরিশোধের প্রমান স্বরুপ বিলে বা মাষ্টার রোলে গ্রহনকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে যা ভাউচারের সংযুক্তিতে পাওয়া যায়নি। ফলে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নড়াইল সদর, নড়াইল এর বর্ণিত টাকা সরকারের ১৮,০০০/-টাকা ক্ষতি হয়েছে।
* অনুরুপভাবে, জেলা মৎস্য অফিস,সাতক্ষীরা,-৩৩,৫০০/-টাকা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,মাগুরার-২৫,৬০০/-টাকা, উপজেলা মৎস্য আড়পাড়া,মাগুরার-১৩,২০০/-টাকা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,খুলনার-৪৭,৫০০/-টাকা উপজেলা মৎস্য কয়রা,খুলনায় ৩৮,১৫০/-টাকাসহ সর্বোমোট- ১,৭৬০০০ টাকার ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। (বিস্তাঃ পরিঃ ২১৮ এ দ্রঃ)

অনিয়মের কারণ:জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ/২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে ১৮টি ক্রেষ্ট ক্রয় করা হলেও উহা বিতরণ না করায় আলোচ্য ক্ষতি সাধন হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ভাউচারে ক্রেষ্ট ক্রয়ে সঠিক সংখ্যা নিরুপন করা হয় নাই।কেবল মাত্র মোট টাকার অংক লেখা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথি পত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ/২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে ১৮টি ক্রেষ্ট ক্রয় করা হলেও উহা বিতরণ না করায় ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে ক্ষতির টাকা আদায় করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম পরিহার আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ- ২১৯

শিরোনামঃ রাজস্ব খাতের আওতায় বিল নার্সারি ও অভয়াশ্রম মেরামতের নামে সরকারের ২,২০,০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত অফিস সমুহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয়( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল নার্সারির উপকরন ক্রয় ও বিভিন্ন জিনিস-পত্র ক্রয়ের নথি, বিল ভাউচার ও স্টক রেজিঃ হতে দেখা গেল যে,

রাজস্ব খাতের আওতায় বিল নার্সারি ও অভয়াশ্রম মেরামতের নামে সরকারের ২,২০,০০০ টাকা ব্যয় অনিয়মিত। (বিস্তাঃ পরিঃ ২১৯ এ দ্রঃ)

* বিল নার্সারি মেরামতেরু/স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে বিভিন্ন তারিখে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে যা কোড নম্বরঃ-৪৮৯৮ এর বিপরীতে বরাদ্দ হতে সমন্বয় করা হয়েছে।
* কোন এলাকার কোন বিলে না মরা নদীতে বিল নার্সারী/অভয়াশ্রম মেরামত/স্থাপন করা হয়েছে তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি। সেখানে পূর্ব হতে বিল নার্সারী ছিল না নুতন করে তৈরি করা হয়েছে তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।
* ২,২৫০ টাকায় কেজি মাছের রেনু ক্রয় করে জনগনের জমিতে বিল নার্সারির নামে আরো ২২,৭৫০ টাকা ব্যয় করে উহা পরিচ্চর্চা করার পরে বিল বর্ষার পানিতে তলিয়ে গেলে বিল নার্সারির মাছ বিলের পানিতে ভেসে যায়। এভাবে বিল নার্সারির মাছ দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
* এক কেজি রেনুর পিছনে আরো ২৫,০০০ টাকা ব্যয় করে দেশের মৎস সম্পদ উন্নয়নে এই বিল নার্সারির কতটুকু ভূমিকা রাখে এ নিয়ে বাস্তব সম্মত কোন গবেষণা আছে কিনা তা জানা যায় নি। বিল নার্সারির মাধ্যমে প্রকৃতই কি দেশের মৎস সম্পদের কোন উপকার হয় না সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ এক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যয়ের যর্থাথতা অনুসরণ করা হয় নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ বিল নার্সারি স্থাপনের নামে সরকারি অর্থের অনিয়মিত ব্যয় দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

**অনুচ্ছেদ নং-২২০**

**শিরোনামঃ ইস্টিমেট ব্যতীত বৈদ্যুতিক ও সেনিটারী কাজ করায় অনিয়মিত ব্যয় ২,৪৮,২২২ ( দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত বাইশ ) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* ইস্টিমেট ব্যতীত বৈদ্যুতিক সেনিটারী কাজ করে অনিয়মিতভাবে ২,৮৮,১১২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* বিল নং-৩৩১ তারিখঃ ২৭/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ৯২,২১৮ টাকা, বিল নং-৩৩৩ তারিখঃ ২৭/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ৮৪,৪২৪ টাকা, বিল নং-২৯২ তারিখঃ ২৭/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ২২,০০০ টাকা, বিল নং-৩০৭ তারিখঃ ২৭/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ২৪,৮০০ টাকা, বিল নং-৩৩৯ তারিখঃ ২৭/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ২৪,৭৮০ টাকা সর্বমোট ২,৪৮,২২২ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* মেরামত/সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে পরিদর্শনের ভিত্তিতে কাজের ইস্টিমেট করতে হবে। কিন্তু উল্লেখিত বৈদ্যুতিক মেরামত ও মালামাল এবং স্যানেটারী মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে তা পরিপালন না করেই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ ইস্টিমেট না করেই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* গবেষণার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে। নথিপত্র যাচাই করে বিস্তারিতভাবে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* বৈদ্যুতিক মেরামত ও মালামাল এবং স্যানেটারী মালামাল ক্রয়ের পূর্বে কোন এস্টিমেট করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* এস্টিমেট ছাড়া বৈদ্যুতিক মালামাল ও স্যানেটারী মালামাল ক্রয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২২১

শিরোনামঃ মাটি পরীক্ষার বিল বাবদ ১,৩৬,৭২৪ ( এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশত চব্বিশ টাকা) টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

বিবরনঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন দেশের ০৩ টি উপকূলীয় জেলার ০৪ স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের জমির মাটি পরীক্ষার বিল-ভাউচার ও নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার টুমচর মৌজার পাড়ের হাট মৎস অবতরণ কেন্দ্রের অধিগ্রহনকৃত ২.৭০ একর জমিতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পি/বিএইচ বোরিংসহ মাটি পরীক্ষার বিল বাবদ ১,০৪,০০০ টাকা এবং ডিজিটাল সার্ভে বাবদ ৩২,৭২৪ টাকা সর্বমোট ১,৩৬,৭২৪ টাকা মেসার্স ADROIT Digital Survey & Soil Investigators কে পরিশোধ করা হয় যা অনিয়মিত।

* উক্ত কাজ সমূহ করার জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে ০৫.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নং- ৩৩.০৩.০০০০.১১১.০৩.০০২.০১৪.১৯ এর মাধ্যমে কাযার্দেশ দেয়া হলে কাজ শেষে ১৬.০৩.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বিল দাখিল করা হলে তা পরিশোধ করা হয়।
* রামগতি’র দক্ষিণ টুমচরের স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সার্ভে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সার্ভে সংক্রান্ত কাজের মান নিয়ে বিশেষ করে যথাযথভাবে বোরিং না করার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়।
* কাজের তদারকির জন্য প্রকল্পের তথা বিএফডিসি’র ২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলেও তারা প্রকল্প এলাকায় উপস্থিত ছিলেন না ‍বলে অভিযোগে বলা হয়।
* অভিযোগের বিষয়টির আমলে না নিয়ে এবং কোন রুপ তদন্ত না করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধ করা হয়।
* ফলে বোরিং ও ডিজিটাল মাটি পরীক্ষার মানের বিষয়টি অনিশ্চিত সত্বেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা অনিয়মিত।

অনিয়মের কারণঃ মান সম্মত কাজ না করা সত্বেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ এই প্রকল্পের Aaxb j²xcyi †Rjvi ivgMwZ grm¨ AeZiY †K‡›`ªi Rb¨ 2.70 GKi Rwg AwaMÖnY KiZt MZ 29.01.2015wLªt Zvwi‡L †Rjv cÖkvm‡bi Kvh©vjq n‡Z `Lj MÖnY Kiv nq| AwaMÖnYK…Z Rwgi `Lj ey‡S †bqvi ci gvP©Õ2015 gv‡m AwaMÖnYK…Z Rwgi wWwRUvj mv‡f© I m‡qj †U÷ Ki‡Y `ÿ ADROIT Digital Survey & Soil Investigators †K wb‡qvM Kiv nq| wb‡qvMK…Z cÖwZôvb gvP©Õ2015 gv‡m wWwRUvj mv‡f© I m‡qj †U÷ m¤úbœ K‡i| wWwRUvj mv‡f© I m‡qj †U÷ KvR PjvKvjxb mg‡q weGdwWwmÕi `yB Rb Kg©KZ©v Dcw¯’Z wQ‡jb| wi‡cvU© cÖvwßi ci AvM÷Õ2015 gv‡m P~ovšÍ wej cwi‡kva Kiv nq|AvcwË‡Z `wÿY UzgP‡ii †Pqvig¨vb R‰bK †gvt gwbiæj Bmjvg Gi K\_v ejv n‡q‡Q|

cÖK…Z c‡ÿ Awf‡hv‡M R‰bK †gvt gwbiæj Bmjvg GKRb 1g †kÖYxi wVKv`vi wn‡m‡e cwiPq w`‡q `wÿY UzgPi evmxi cÿ †\_‡K Awf‡hvM K‡i‡Qb g‡g© Awf‡hvM c‡Î D‡jø¨L i‡q‡Q| wKš‘ Awf‡hvMwU mZ¨ bq| †Kbbv D‡jøwLZ m‡qj †U÷ I wWwRUvj mv‡f© wi‡cv‡U©i wfwË‡Z miKvix bxwZgvjv AbymiY K‡i civgk©K cÖwZôvb nvDwRs GÛ wewìs wimvP© Bbw÷wUDU (HBRI) cwi‡ek evÜe  **D³** ¯’v‡b wbg©vY I ¯’vcbvi Wªwqs, wWRvBb I cÖv°jb m¤úbœ K‡i AeKvVv‡gvi wbg©vY KvR Pjgvb †i‡L‡QG‡ÿ‡Î AvcwË‡Z D‡jøwLZ **gvwU** cixÿvi wej eve` 1,36,724 UvKv AwbqwgZ cwi‡kv‡ai welqwU mwVK/hyyw³hy³/h\_vh\_|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ অভিযোগকারি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যা জবাবেও স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু অভিযোগ আমলে নেয়া হয় নি। অভিযোগ যাচাই করা আবশ্যক ছিল । তাছাড়া মাটি পরীক্ষার সময় বিএফডিসি’র অর্থাৎ প্রকল্পের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না। এই অভিযোগও যাচাই করা হয় নি। অভিযোগ যথাযথ ছিল বিধায় যাচাই না করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ পুনঃ মীমাংসা মূলক জবাব প্রদান করতঃ অন্যথায় আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-২২২**

**শিরোনামঃ নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৩৫,৩২৯ ( এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত উনত্রিশ) টাকা ।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন ০৪টি প্রতিষ্ঠানের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকারের টাকা ১,৩৫,৩২৯ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৬৬-আইন/২০১৮/৭৮৯-মূসক তারিখঃ ০৭/০৮/২০১৮ মোতাবেক আসবাবপত্র বিল পরিশোধকালে ১০% হারে ভ্যাট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-৩৬৫ তারিখঃ ১৭/০৮/১৭ এর ক্রমিক নং-৬ এ প্রতিস্থাপিত বিধি-১৬, অনুযায়ী সরবরাহকারীর বিল হতে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ২% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনায় আয়কর বাবদ ২৮৬০ টাকা, চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাটে আয়কর বাবদ ১৭,৯৭৩ টাকা, চাঁদপুরস্থ নদীকেন্দ্রে ইলিশ গবেষনা জোরদারকরণ প্রকল্প, চাঁদপুরে আয়কর বাবদ ৮৬২৫ টাকা, সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, কক্সবাজারে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ২৯,৫৬২ টাকা এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষনা ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ময়মনসিংহে ভ্যাট বাবদ ৭৬,৩০৮ টাকা সর্বমোট (২৮৬০ + ১৭,৯৭৩ + ৮৬২৬ + ২৯,৫৬২ + ৭৬,৩০৮) = ১,৩৫,৩২৯ টাকা ভ্যাট ও আয়কর বাবদ কম কর্তন করা হয়েছে। **বিবরণ পরিশিষ্ট** ২২১ **দ্রষ্টব্য।**

অনিয়মের কারণঃ সরকারী নির্দেশ পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* সরবরাহকারীকে বিল প্রদানের সময় নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করার বাধ্যবাধকতা ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* ভ্যাট ও আয়করের টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২২৩

শিরোনামঃ ব্যাংকের চলতি হিসাবে পড়ে থাকা অলর্স অর্থ (Idle money) দরিদ্র ও বেকারদের মাঝে ঋন হিসাবে বিতরনের ব্যর্থতা সার্ভিস র্চাজ বাবদ ক্ষতি ৪,৩১,০০০ টাকা। (চার লক্ষ একত্রিশ হাজার মাত্র।)

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, আড়পাড়া, শালিখা, মাগুরা ও উপজেলা মৎস্য অফিস, কয়রা, খুলনা, উপজেলা মৎস্য অফিস, মুজিবনগর, মেহেরপুর, উপজেলা মৎস্য পাথরঘাটা, বরগুনা এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রিপোর্ট রিটার্ন, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

* উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, আড়পাড়া, শালিখা, মাগুরা থেকে পরিচালিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আড়পাড়া শাখা, শালিখা, মাগুরার চলতি হিসাব(গভঃ) নং-১৮০৬-০২১০০০৪৩৪৫ এ ‘‘সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের’’ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৩০/৬/২০১৫ থেকে ২৩/৫/২০১৮ পর্যন্ত আদায়কৃত মূলধন বাবদ ১,০৩,০২০/-টাকা জমা রয়েছে।
* প্রান্তিক মৎস্য চাষীদের, মৎস্যজীবী, দুঃস্থ মহিলা, বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদানের মাধ্যমে সর্ভিস চার্জ অর্জনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর থেকে তহবিল ন্যস্ত করা হয়।
* ব্যাংকে উক্ত জমাকৃত অর্থ মৎস্য চাষীদের মধ্যে বিতরন করে ৫% হারে সার্ভিস চার্জ বাবদ (১,০৩,০২০×৫%) = ৫,১৫১ টাকা প্রতি বছর অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস চার্জ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আড়পাড়া শাখা, শালিখা, মাগুরার সঞ্চয়ী হিসাব নং ১৮০৬-০৩১১০৭০৯৭৬ তে জমা করার কথা। যা অধিদপ্তরের আয় হিসাবে বিবেচিত।( বিস্তাঃ পরিঃ-২২৩ এ দ্রঃ)।
* কিন্তু এরুপ অর্থ মৎস্য চাষীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋন হিসাবে বিনিয়োগ না করে ব্যাংকের মূলধন/চলতি হিসাবে অলস ভাবে ফেলে রাখা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে সার্ভিস চার্জ অর্জন ব্যহত হচ্ছে অন্য দিকে প্রান্তিক মৎস্য চাষী কর্তৃক মৎস্য উৎপাদান বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়েছে।
* উপরোক্ত আদেশ লংঘন করে উপজেলা মৎস্য অফিস, আড়পাড়া, মাগুরা ‘‘ঋন তহবিল’’ অলস অর্থ হিসাবে ব্যাংকে ফেলে রাখায় সরকারের ০১/৭/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০১৮ পর্যন্ত ৩ বছর ৬ মাস(প্রায়) (৫১৫১×২বঃ ৬মাস বা ২.৫০)=১২,৭৭৮.৫০ টাকা সার্ভিস চার্জ বাবদ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।­

অনুরুপভাবে উপজেলা মৎস্য অফিস,কয়রা,খুলনার-৫৮,৪৯০/- টাকা,উপজেলা মৎস্য অফিস মুজিবনগন, মেহেরপুরের-৭৫৭৭/- টাকা এবং উপজেলা মৎস্য পাথরঘাটা, বরগুনার ৩,৫২,১৫৪/- টাকা সহ সর্বমোট ৪,৩১,০০০/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারনঃ মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা থেকে অক্টোবর/২০১১ মাসে জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী দেশব্যাপী চাষোপযোগী ও সম্ভবনাময় জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে সরকারের নিজস্ব অর্থ মৎস্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (অতঃপর ঋণ কর্মসূচি বলে উল্লেখিত) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। নির্দেশিকার ১৬.৩ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ঋনের মূলধনের উপর ৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথি পত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ব্যাংকের চলতি হিসাবে পড়ে থাকা অলর্স অর্থ দরিদ্র ও বেকারদের মাঝে ঋন হিসাবে বিতরনের ব্যর্থতায় সার্ভিস র্চাজ বাবদ ক্ষতি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ রাজস্ব ক্ষতি জনিত টাকা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম পরিহার আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২২৪

শিরোনামঃ একটি জীপ গাড়ীর বিপরীতে ২জন ড্রাইভার (১জন অতিরিক্ত) নিয়োজিত রেখে বেতন ভাতা প্রদানে ক্ষতি ৫,৪৩,১১১ টাকা (পাচ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন মৎস্য বিভাগ, খুলনা এর নিয়ন্ত্রনাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, খুলনা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নিদৃষ্টিকরণ হিসাব নিরীক্ষা ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন বেতন বিল, বাজেট বরাদ্দ নথি, ব্যয় রেজিষ্টার ও **সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়,**

এই অফিসে একটি জীপ গাড়ী থাকা সত্বেও ২জন ড্রাইভার (১জন ফতিরিক্ত) নিয়োজিত রেখে বেতন ভাতা প্রদানে ৫,৪৩,১১১/- টাকা ক্ষতি করা হয়েছে।

* এই অফিসে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, একটি গাড়ীর বিপরীতে ড্রাইভার হিসাবে নিয়োজিত আছে। প্রকল্প হতে আগত জনাব এ কে এম শাহাবুদ্দিন, ড্রাইভার পুনরায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়ে এই অফিসে বদলী করা হয়।
* একটি জীপ গাড়ী থাকা সত্বেও ১ জন অতিরিক্ত ড্রাইভার নিয়োজিত রেখে বেতন ভাতা ওভার টাইম প্রদান করা হচ্ছে । মৎস্য অধিদ্প্তর এর নিয়ন্ত্রনাধীন একটি অফিসে একটি গাড়ীর বিপরীতে ২ জন ড্রাইভারকে বেতন ভাতা পরিশোধ করা অনিয়ম। যে অফিসে গাড়ী আছে সেখানে বদলী করা হয়নি। ফলে উক্ত ক্ষতি হয়েছে।

**অনিয়মের কারণঃ** একটি জীপ গাড়ীর বিপরীতে ২জন ড্রাইভার।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথি পত্র বিস্তারিত যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব সম্পূর্ণ নয়। অফিসে ১ টি গাড়ীর বিপরীতে ১ জন ড্রাইভার নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিস্বার্থে পুনরায় আরো ১ জন ড্রাইভার বদলী/নিয়োজিত করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি সরকারের আর্থিক ক্ষতিরও অন্যতম কারণ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সত্ত্বর ১ জন ড্রাইভারকে অন্যত্র বদলী অন্যথায় দায়ী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

**আপত্তি নং:-২২৫**

শিরোনাম: দীর্ঘদিন যাবত বাওড় ব্যবস্থাপক পদায়ন না করা সত্ত্বেও অন্য প্রকল্পের অর্থায়নে নির্দিষ্ট বাসভবন মেরামত করে ফেলে রাখায় বাসা ভাড়া বাবদ সরকারের ক্ষতি টাকা ২,২৩,৬৫০/-। (দুই লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।)

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বাওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব), যশোরের অধীন বাওড় ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, ফতেহপুর বাওড়, মহেশপুর, ঝিনাইদহ এর ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নির্দিৃষ্টকরণ নিরীক্ষার আওতায় স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার, বাসভবন মেরামত ও হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি গত ২৩/০১/২০১৯ হতে ২৭/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

দীর্ঘদিন যাবত বাওড় ব্যবস্থাপক পদে (৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা) কোন কর্মকর্তা পদায়ন না করে বাওড় ব্যবস্থাপকের নির্দিষ্ট বাসভবন অন্য প্রকল্পের (বৃহত্তর যশোর জেলার মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প) অর্থায়নে মেরামত ও সৌন্দর্য বর্ধন করত: ফেলে রাখায় শুধুমাত্র বাসা ভাড়া বাবদ ১৮ মাসে সরকারের ২,২৩,৬৫০/- টাকার ক্ষতি সধিত হয়েছে।

* উল্লেখ্য, ফতেহপুর মৎস্য বাওড়ে বাওড় ব্যবস্থাপক এবং সহকারী হ্যাচারী কর্মকর্তার জন্য নির্দিষ্টকরণকৃত ২ টি বাসভবন রয়েছে। উক্ত ২ টি ভবন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃহত্তর যশোর জেলার মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের ১০,৮০,০০০/- টাকা ব্যয়ে মেরামত ও সৌন্দর্যবর্ধক করা হয়।
* কিন্তু ভারপ্রাপ্ত বাওড় ব্যবস্থাপক হিসেবে সহকারী হ্যাচারী কর্মকর্তা সেপ্টম্বর /২০১৫ হতে কর্মরত থাকায় এবং বাওড় ব্যবস্থাপক পদে (৬ষ্ঠ গ্রেডের কর্মকর্তা) কোন কর্মকর্তা পদায়ন না করায় বাওড় ব্যবস্থাপকের বাস ভবনটি খালি পড়ে রয়েছে।
* ফলে জুলাই/২০১৭ হতে বাওড় ব্যবস্থাক পদায়ন না করায় ও বাসভবন খালি থাকায় ৬ষ্ঠ গ্রেডের প্রারম্ভিক মূলবেতন ৩৫,৫০০/- টাকার উপর ৩৫% হারে বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক ১২,৪২৯ /- টাকা হিসেবে জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮ (নিরীক্ষা চলাকলীন) পর্যন্ত ১৮ মাসে সরকার (১২,৪২৯ x ১৮)=২,২৩,৬৫০/- টাকার আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ নির্দিষ্ট বাসভবন মেরামত করে ফেলে রাখায় ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: বাওড় ব্যবস্থাপকের (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে কর্মকর্তা পদায়ন না করায় বাসা খালি পড়ে রয়েছে। তবে ভবন জরাজীর্ন হওয়ায় মেরামত করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য: জবাব আংশিক গ্রহনযোগ্য হলেও দীর্ঘদিন যাবত নির্দিষ্টকরণ বাসা খালি ফেলে রাখা এবং সরকারকে কর্তনযোগ্য বাসা ভাড়ার আয় হতে বঞ্চেত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। বাসা খালি পড়ে থাকা এবং বাওড় ব্যবস্থাপকের পূর্ণাঙ্গ পদে কর্মকর্তা পদায়ন না করে পর্যাপ্ত অংকের টাকা ব্যয় করত: বাসা মেরামত করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ: সত্ত্বর বাওড় ব্যবস্থাপকের পদে কর্মকর্তা পদায়ন করত: ক্ষতিজনিত টাকার দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক

অনুচ্ছেদ নং:২২৬

শিরোনাম: খামারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পরিকল্পিতভাবে আয় কম করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি-১২.৯৭ লক্ষ টাকা।(বারো লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাত টাকা মাত্র।)

**বিবরণ:** মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন মজ্ঞুরী ও বরাদ্দ ভিত্তিক নিদিৃষ্টকরণ অডিটের আওতায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ডুমুরিয়া,খুলনা এর ২০১৭-২০১৮ সালেরনিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০১/১৯ হতে ৩০/০৪/১৯ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের তথ্য বিবরনী ও সংশ্লিষ্ঠ হিসাবগুলি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

খামারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পরিকল্পিতভাবে আয় কম করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি-১২.৯৭ লক্ষ টাকা।

* অত্র প্রতিষ্ঠানে লোকসান অনিবার্য ধরে নিয়ে আয়-ব্যয় পরিকল্পনা করা হয়। সে মোতাবেক বাজেট ও ব্যয় করে নির্ধারিত আয় অর্জন করা হয়েছে যা মোটেও কাম্য নয় ফলে নির্ধারিত মাত্রার লোকসান অব্যাহত রয়েছে। খামারের পরিকল্পিতভাবে প্রস্তুত পুকুরগুলিতে এরুপ অব্যাহত লোকসান কাংখিত নয়। নিরীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, ২০১৮ সালে মোট প্রকৃত আয় যথাক্রমে ৩,৯১,০২০/-টাকা তথাপি মোট প্রকৃত ব্যয় ১৬,৮৮,০০৯/- টাকা অথাৎ ২০১৮ সালে লোকসান হয়েছে ১২,৯৭,০০৭/- টাকা।

বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ঠ “ ২২৬ “ তে প্রদান করা হলো।

**অনিয়মের কারণঃ** খামারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পরিকল্পিতভাবে আয় কম করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠানের আয় কম করায় আলোচ্য ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রকৃত উৎপাদন খরচ উৎপাদন আয় অপেক্ষা কম তাই অতিরিক্ত কোন খরচ হয় নাই।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ লোকশান জনিত ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ: অবিলম্বে খামারটিকে লোকসানের হাত থেকে বাচানোর জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক উৎপাদন বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২২৭

শিরোনামঃ মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রন বিধিতে অপরাধের ফলে জরিমানা যথাযথভাবে আদায় না করার ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি-২,১৪,০০০ টাকা। (দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা মাত্র।)

বিবরণ: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন উপ-পরিচালক পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রন, খুলনা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের জরিমানা আদায়ের নথি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখা যায় যে,

মৎস্য ও মৎস্য পন্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রন) বিধিমালা ১৯৯৭ ( সংশোধিত বিধিমালা-২০০৮) এর বিধি ৪(৩) ও ৪(৫) অনুযায়ী বিভিন্ন অপরাধের জন্য জরিমানা প্রযোজ্য হবে।

* বিভিন্ন অপরাধ যথা অনুমোদিত নকসা মোতাবেক ডিপো/আড়ৎ/অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন না করা, লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠান, পচা দুষিত চিংড়ি গ্রহন বাজারজাতকরণ, অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মৎস্য ও মৎস্য পন্য সংরক্ষণ, পরিচর্যা, ভাতের মাড়, লোহার পেরেক ইত্যাতি সমন্বিত মাছ ও মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করার ফলে জরিমানা নির্ধারন করা হয় যা সরকারের রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২২৬ তে দ্রঃ)।
* পরিদর্শক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা ফরমে দেখা যায় যে, জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে ‌ একইরুপ অপরাধের জন্য ভিন্ন হারে জরিমানা আদায় এবং জরিমানা আদায়ের যথাযথ স্বাক্ষীগনের স্বাক্ষর না থাকায় তারতম্যজনিত রাজস্ব ক্ষতি-২,১৪,০০০/- টাকা।

অনিয়মের কারণঃ মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রন বিধিতে অপরাধের ফলে জরিমানা যথাযথভাবে আদায় না করার ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে,ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জরিমানা কম বেশি করতে পারে বিধায় জরিমানা কম আদায় হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ জরিমানা কম করায় কম আদায় হয়েছে ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরও জরিমানা কম আদায়ের ফলে ক্ষতিজনিত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আদায় করার সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২২৮

শিরোনাম: এন আর সি পি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত উচ্চ মূল্যে গলদা, বাগদা ও হরিনা চিংড়ি ক্রয়ে ক্ষতি-২.২১ লক্ষ টাকা।(দুই লক্ষ একুশ হাজার পচাত্তর টাকা মাত্র।)

**বিবরণঃ** মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন ২০১৭-২০১৮ সালের মাসভিত্তিক মুঞ্জরী ও বরাদ্দভিত্তিক নির্দিৃষ্টকরণ অডিটের আওতায় উপ-পরিচালক পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রন, খুলনা এর ২০১৭-২০১৮ সালেরনিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২২/০১/১৯ হতে ৩০/০৪/১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের এনআরসিপি নমূনা সংগ্রহ ও সরবরাহ বিল, এনআরসিপি পলিসি গাইড লাইন ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখা যায় যে,

* জাতীয় রেসিভিউ নিয়ন্ত্রন কর্মপরিকল্পনা এন আরসিপি বাস্তবায়নের পলিসি গাইড লাইন অনুসারে বিভিন্ন চিংড়ি নমূনা সমূহ সরাসরি চাষী/খামার থেকে ক্রয় করতে হবে।
* মেসার্স শিবসা এন্টারপ্রাইজ,খুলনার নিকট হতে কোটেশন করে ৫ বার উক্ত একই সরবরাহকারীর নিকট হতে চিংড়ি ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে, গলদা ৬৪০ কেজি, বাগদা ৭১৪ কেজি এবং হরিনা ৭০ কেজি মোট ১৭,৯০,২৬০/-টাকা ক্রয় করার হয়েছে। কোটেশনগুলিতে গলদা সর্বোচ্চ কেজি ১৫৯৫/-টাকা, বাগদা ১৩৩৫/-টাকা এবং হরিনা ৮২৫/-টাকা এবং সর্বনিন্ম দর গলদা ১২২৫/-টাকা, বাগদা ১১১০/-টাকা এবং হরিনা ৭০০/-টাকা।
* একই সরবরাহকারীর নিকট থেকে বার বার এই চিংড়ি ক্রয় করা হয় কিন্তু তার প্রদত্ত সর্বনিন্ম দরকে স্টান্ডার্ড ধরে ক্রয় করা হয়নি। অতিরিক্ত উচ্চ মূল্যে বিল পরিশোধ করায় আলোচ্য ২,২০,৭৭৫/-টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ ২২৮ “ তে দেওয়া হলো।।

**অনিয়মের কারণঃ** এন আর সি পি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত উচ্চ মূল্যে গলদা,বাগদা ও হরিনা চিংড়ি ক্রয়ে ক্ষতিহয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ঋতু ভেদে চিংড়ি মাছের দাম ওঠানামা করে বিধায় একটু বেশি দামে চিংড়ি ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: অস্বাভাবিক বেশি দরে চিংড়ি ক্রয়ে ক্ষতিজনিত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২২৯

শিরোনাম : ভাউচার ব্যতীত মালামাল ক্রয় দেখানোর ফলে ক্ষতি ১,০৪,৯৯৯ টাকা। (এক লক্ষ চার হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা মাত্র।)

বিবরণ : মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক ২০/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

বিলগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের অনুকূলে বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নামে ১,০৪,৯৯৯/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

* উল্লিখিত টাকা ব্যয় করার জন্য ক্রয়কারী ক্রয়ের প্রকৃতি বিবেচনায় কোন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক এতদ্দুশ্যে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে বিধি ৮১ এর উপধারা ২ মোতাবেক ক্রয় করতে পারেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি। বিধায় বিষয়টি অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে। (বিস্তাঃ পরিঃ ২২৯ তে দ্রঃ)।
* মালামাল ক্রয় করার অনুকূলে কোন ভাউচার নেই। যা গুরুতর অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে।

অনিয়মের কারণ : বিধি/পি.পি.আর/২০০৮ পরিপালন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য : প্রদত্ত মন্তব্য আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন জবাব দেয়া হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আপত্তি সঠিক আছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত: ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক। পি.পি.আর/২০০৮ এর বিধি/৯০ এবং ৩৩ অনুসারে যথাসময়ে ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং- ২৩০**

**শিরোনামঃ চাহিদাপত্র দেয়া সত্ত্বেও ১০ টি প্রকল্পে উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত ১,৩৫,৭৫,০০০/- টাকার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস সমূহ সরবরাহ না করায় ব্যায় ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে। (এক কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ পচাত্তর হাজার মাত্র।)**

**বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য অফিস, বরিশাল এর ২০১৭-১৮ সালের বরাদ্দ ও মঞ্জুরী ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ‍নির্দিষ্টকরণ নিরীক্ষা কালে মাসিক হিসাব, বরাদ্দ পত্র, বরাদ্দ রেজিষ্টার ইত্যাদি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,**

**১০ টি প্রকল্পে উন্নয়ন খাতে সর্বোমোট ১,৩৬,৩০,০০০/- টাকার বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়ে ১,৩৫,৭৫০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।**

* **উক্ত ১০ টি প্রকল্পে ব্যয়িত টাকার সমর্থনে বরাদ্দ মঞ্জুরী,বিল রেজিষ্টার,বিল ভাউচার সমূহ এবং মাসিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করতে অনুরোধ জানালেও উপস্থাপন করা হয়নি।**

**অনিয়মের কারণঃ ১০ টি প্রকল্পে উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত ১,৩৫,৭৫০০০/- টাকার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস সমূহ সরবরাহ না করায় ব্যায় ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে।**

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃজবাব পা্ওয়া যায়নি।**

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জি এফ আর ৯৭ এর বিধান অনুযায়ী স্থানীয় অফিস নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র সরবরাহ করতে**

**ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ নিরীক্ষার চাহিদা মোতাবেক তাৎক্ষনিক ডকুমেন্টস সমুহ সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হলো।**

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৩১

শিরোনামঃ বিভিন্ন ফ্লোরে রড উত্তোলন খরচ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ঠিকাদারকে প্রদান করায় সরকারের মোট ১,৪৯,৩৫৬ (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত ছাপান্ন টাকা) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরনঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, মানসম্মত মৎসবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

উপ পরিচালক কাম জেলা মৎস অফিস, উত্তরা, ঢাকার নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ফ্লোরে রড উত্তোলন খরচ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ঠিকাদারকে প্রদান করায় সরকারের মোট ১,৪৯,৩৫৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ২৩১ দ্রঃ)।

* রডের মূল্য পরিশোধে পিডব্লিউডি রেট সিডিউল অনুসরন করা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন ফ্লোরে উক্ত রড সমূহ উত্তোলনের ক্ষেত্রে রেট সিডিউল উপেক্ষা করে অতিরিক্ত দরে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
* ফলে উক্ত পরিমান টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে যা সরকারি টাকার অপচয়।

অনিয়মের কারণঃ পিডব্লিউডি রেট অফ সিডিউল উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পিডব্লিউডি রেট সিডিউলে ঠিকাদারের লাভ, আয়কর, ভ্যাট, অপচয়, শ্রমিক মজুরী প্রভৃতি সমূদয় ব্যয় যোগ করে সরকার দর তৈরি করা হয়েছে। ফলে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত দরে অতিরিক্ত লাভ প্রদানের কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৩১

শিরোনামঃ- একই দরদাতার নিকট হতে বার বার কোটেশন আহবান এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতার হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ ও ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সনদ না থাকা সত্বেও ল্যাপটপ ক্রয়ে ক্ষতি ১,৭১,৪৭৫/- টাকা (এক লক্ষ একাত্তর হাজার চারশত পচাঁত্তর টাকা মাত্র।)

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা এর হিসাব ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষাকালে টেন্ডার কোটেশন নথি, বিল ভাউচার, বাজেট বরাদ্দ নথি, ব্যয় রেজিষ্টার/নথি ও **সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়,**

একই দরদাতার নিকট হতে বার বার কোটেশন আহবান এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতার হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ ও ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সনদ না থাকা সত্বেও ল্যাপটপ ক্রয়ে ক্ষতি ১,৭১,৪৭৫/- টাকা

* **মেসার্স** পাওয়ার পয়েন্ট এর মালিকের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স নেই। হাল নাগাদ আয়কর সনদ নেই।যা আছে ৩/৪ বছরের বকেয়া । ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সনদ সংযুক্ত পাওয়া যায় নি।বিল নং -৩৬ এর সরবরাহকারী পাওয়ার পয়েন্ট হলেও বিল যাচায়ে দেখা যায়, ডিএফও নিজেই বিলের টাকা/চেক গ্রহন করেছেন। যা পিপিআর/২০০৮ এর পরিপন্থি।
* পাওয়ার পয়েন্ট এর সত্ত্বাধিকারী মোঃ আরিফুর রহমান এর ট্রেড লাইসেন্স এর মেয়াদ ৩০/৬/১৭ শেষ হয়েছে। পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৭১,৭৪, ৮১ **পর্যালোচনায় দেখা যায়** একই দরদাতার নিকট হতে সর্বদা কোটেশন আহবান করা হয়েছে। যা বিধি-৭১ এর পরিপন্থি। বিধি-৮১ অনুযায়ী ক্রয়কারী ক্রয়ের প্রকৃতি বিবেচনায় কোন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্য গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রতি ক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট সর্বনিম্ন দেখানো হয়েছে।

**অনিয়মের কারণঃ** জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা এর বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, ৩টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য ২৩/৫/১৭ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ৩টি দরপত্রে (১) পাওয়ার পয়েন্ট কম্পিউটার, (২) আকর্ষণ কম্পিউটার ও (৩) ফ্লোরা কম্পিউটার কে অংশ গ্রহন দেখানো হয় ।৫/৬/১৭ তারিখে কোটেশন সরবরাহ এবং ৬/৬/১৭ তারিখে কোটেশন সিডিউল দাখিল এবং ঐ দিনই বাছাই করা হয়। ৩টি ল্যাপটপ এর জন্য ৩টি পার্টি অংশ গ্রহন করলেও প্রতি ক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট কম্পিউটারকে সর্বনিম্ম দরদাতা হিসাবে নির্ধারন করা হয়। প্যাড সংগ্রহ পূর্বক নিজেরাই এই কমিটি করা হয়েছে।একই দরদাতার নিকট হতে বার বার কোটেশন আহবান এবং সংশ্লিষ্ট দরদাতার হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ ও ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সনদ না থাকা সত্বেও ল্যাপটপ ক্রয়ে ১,৭১,৪৭৫/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথি পত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭১,৭৪, ৮১ **পর্যালোচনায় দেখা যায়** একই দরদাতার নিকট হতে সর্বদা কোটেশন আহবান করা হয়েছে। যা বিধি-৭১ এর পরিপন্থি। বিধি-৮১ অনুযায়ী ক্রয়কারী ক্রয়ের প্রকৃতি বিবেচনায় কোন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্য গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রতি ক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট সর্বনিম্ন দেখানো হয়েছে । প্যাড সংগ্রহ পূর্বক নিজেরাই এই কমিটি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ ক্ষতি জনিত টাকা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা প্রয়োজন । ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম পরিহার আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৩৩

শিরোনামঃ- অফিস আদেশ বিহীন মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ/পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল না করা সত্বেও ভ্রমণ ভাতা বিল প্রদান করায় ক্ষতি ১,২৪,৯৭৫/- টাকা। (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত পচাঁত্তর টাকা মাত্র।)

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস অধিদপ্তরের, নিয়ন্ত্রনাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা এর হিসাব ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ তারিখ পযর্ন্ত নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষাকালে **ভ্রমণ ব্যয় বিল, ভাউচার ও পরিদর্শন ফরম প্রেরণ আদেশ যাচাইকালে দেখা যায় যে, ভ্রমণ ব্যয় বিল, ভাউচার ও পরিদর্শন ফরম প্রেরণ আদেশ যাচাইকালে দেখা যায় যে,**

অফিস আদেশ বিহীন মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ/পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল না করা সত্বেও ভ্রমণ ভাতা বিল প্রদান করায় ক্ষতি ১,২৪,৯৭৫/- টাকা।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা এ কর্মরত জনাব মোঃ রাশিদুল হক,পরিদর্শক ও ছারহা নাহিন, পরিদর্শক চিংড়ী ঘের, খাদ্য দোকান, ডিপো, কাঁকড়া চাষ হ্যাচারী, বরফকল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাসে মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ করেন। (বিস্তাঃ পরিশিষ্ট “২৩৩” দ্রঃ)।

* এরূপ ভ্রমনের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর ২৯/০৩/২০১৫ তারিখের আদেশ নং ১২৩ (৭৫) মোতাবেক হ্যাচারী/ খামার পরিদর্শন শেষে অনুমোদিত ফর্ম এফ/১৬/পূরণ/রেকর্ড করে সংরক্ষণ পূর্বক একিভূত মাসিক প্রতিবেদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে।
* পাশাপাশি অডিট কোড আর্টিকেল ১৮১ অনুযায়ী উক্তরূপ ভ্রমণ প্রয়োজন ছিল এবং তা সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিশিষ্টে বর্ণিত বিলগুলির বিপরীতে এরূপ কোন প্রতিবেদন দাখিল করা হয় নি বিধায় বর্ণিত ভ্রমনের সত্যতা/ যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

**অনিয়মের কারণঃ** অফিস আদেশবিহীন মাঠ পর্যায়ে ভ্রমন এবং ভ্রমণোত্তর পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল না করা সত্ত্বেও ভ্রমণভাতা বিল প্রদানে সরকারের ১,২৪,৯৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথি পত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর ২৯/০৩/২০১৫ তারিখের আদেশ নং ১২৩ (৭৫) মোতাবেক হ্যাচারী/ খামার পরিদর্শন শেষে অনুমোদিত ফর্ম এফ/১৬/পূরণ/রেকর্ড করে সংরক্ষণ পূর্বক একিভূত মাসিক প্রতিবেদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। পাশাপাশি অডিট কোড আর্টিকেল ১৮১ অনুযায়ী উক্তরূপ ভ্রমণ প্রয়োজন ছিল এবং তা সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত না হওয়ায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে ভ্রমন ভাতা বিলের টাকা আদায় করা প্রয়োজন। মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিস সমূহে ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম পরিহার করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং:২৩৪**

**শিরোনাম: কার্পজাতীয় পোনা প্রকৃত বাজার দর অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১,০৫,০০০/- টাকা। (এক লক্ষ পাচ হাজার টাকা মাত্র।)**

**বিবরণ: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মর্তার কার্যালয়, পিরোজপুর এর অধীন মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখে নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষা কালে এর সময়ের মধ্যে অডিটকালে খামারের পোনা উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র হতে দেখা যায় যে,**

**খামারের কার্প জাতীয় পোনা প্রকৃত বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি ১,০৫,০০০/- টাকা।**

* **২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পিরোজপুর মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে রুই, কাতলা ও মৃগেল কার্প জাতীয় পোনা যার সাইজ ৯-১৫ সে.মি. ২.০০ টাকা দরে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু প্রকৃত বাজার দর অপেক্ষা উক্ত মৎস্য পোনা কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়।**
* **একই সময়ে রূপালী মৎস্য খামার, একপাই জুজখোলা, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর ৯-১৫ সে.মি. সাইজের পোনা ৩.০০ টাকা দরে বিক্রয় করে। পিরোজপুর মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে রুই, কাতলা ও মৃগেল কার্প জাতীয় উক্ত সাইজের পোনা ২.০০ টাকা দরে বিক্রয় করায় ১,০৫,০০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।**

**অনিয়মের কারণ : প্রকৃত বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে পোনা বিক্রয় করায় ক্ষতি।**

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সরকারি বিধি মোতাবেক খামারের পোনা বিক্রয় করা হয়েছে। উহাতে কোন আর্থিক ক্ষতি না হওয়ায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হল।**

**নিরীক্ষার মন্তব্য : ৯-১৫ সে.মি. পরিপক্ক কার্প জাতীয় মাছের পোনা প্রকৃত বাজার অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করায় সংস্থার আর্থিক হয়েছে।**

**নিরীক্ষার সুপারিশ : দ্বায়-দ্বায়িত্ব নির্ধারণ করত: ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।**

অনুচ্ছেদ নং-২৩৫

শিরেোনামঃ বিল নার্সারীতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পোনা উৎপাদন না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি ১,৬৬,৮২০

(এক লক্ষ ছিষট্টি হাজার আট শত কুড়ি)।

বিবরণ : মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস, পবা রাজশাহী, সদর চাঁপাই, ধামুরহাট নওগাঁ এবং বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চলাকালীন বিল-নার্সারীর কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, উৎপাদন প্রতিবেদন, বিল-ভাউচার, উৎপাদন ইত্যাদি হতে দেখা যায় যে,

বিল নার্সারীতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পোনা উৎপাদন না হওয়ায় সরকারের ১,৬৬,৮২০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে । (বিস্তাঃ পরিঃ ২৩৫/১-৩ তে দ্রঃ)।

* মৎস্যও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়,মৎস্য-৩ অধিশাখার পত্র নং-মপম/ম-৩/বি(ইজারা)-১৮/২০০৮-৪২ তারিখঃ ২৪/০৩/২০০৯ খ্রি,এর মাধ্যমে জারীকৃত মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় জলাভূমি এবং বর্ষা প্লাবিত ধান ক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন/পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের সংশোধিত নির্দেশাবলী ক্রমিক নং-৬, অনুযায়ী প্রতি কেজি রেণু থেকে ১০-১৫ সে.মি. সাইজের ১.০০ লক্ষ পোনা উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।
* কিন্তু বিল নার্সারিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ বরাদ্দ দেয়া স্বত্বেও ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানে লক্ষমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম পোনা উৎপাদন করায় সরকারের পরিশিষ্টে বর্ণিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশনা অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ বিল নার্সারীতে পোনা উৎপাদনের লক্ষমাত্রা সব সময় অর্জন করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে পোনার পরিমান কাঙ্খিত মাত্রার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম উৎপাদন হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে । কারণ, যথাযথ তদারকীর অভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি বর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-২৩৬**

**শিরোনামঃ** সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে জলাশয়ের আয়তন অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পোনা অবমুক্ত করায়

সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৫১,৯৮৮ (এক লক্ষ একান্ন হাজার নয়শত আটাশি) টাকা।

**বিবরণ:** মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস, শিবগঞ্জ বগুড়া, কাহালু, বগুড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা ও ঘোড়াঘাট দিনাজপুর এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- পোনা অবমুক্তকরণের নথি, রেজুলেশন রেজিষ্টার, জলাশয়ের আয়তনের প্রতিবেদন বিল ভাউচার ইত্যাদি হতে দেখা যায় যে,

সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে জলাশয়ের আয়তন অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে পোনা ক্রয় করে অবমুক্ত করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৫১,৯৮৮ টাকা । যার বিবরণ পরিশিষ্ট “২৩৬/১-৫ তে দেয়া হলো ।

* মৎস্যও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য-৩ অধিশাখার পত্র নং- মপ্রাম/ম-৩(পোনা অবমুক্ত)-০৫/২০১০/২১৪, তারিখঃ ১২/০২/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তে সংশোধিত নির্দেশনা জারী করা হয়েছে; সংশোধিত নির্দেশনার ক্রমিক-০৬ অনুযায়ী নির্বাচিত জলাভূমিতে (বিলে) হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ২৫ কেজি প্রাতিষ্ঠানিক পুকুরে হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ কেজি পোনা অবমুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে।
* কিন্ত পরিশিষ্টে বর্ণিত তালিকায় দেখা যায় যে,আলোচ্য নির্দেশনা উপেক্ষা করে অতিরিক্ত পোনা ক্রয় করে অবমুক্ত করা হয়েছে।ফলে সরকারের উল্লেখিত পরিমানের টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।

**অনিয়মের কারণঃ** সরকারি নির্দেশনা অনুসৃত হয়নি।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** পোনা আবমুক্ত কমিটির মাধ্যমে জলাশয়ের আয়তন নির্বাচন করে অবমুক্ত করা হয়েছে ।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ, প্রতিটি আদেশে মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাবলী পরিপালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২৩৭

শিরোনামঃ বাজার দর যাচাই না করে পূর্ববর্তী কোটেশনের দর অপেক্ষা পরবর্তীতে উচ্চ দরে পোনা, মালামালএবং সরকারী দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে রেনু, পোনা ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি ১,৪৫,৪৯০ (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার চার শত নব্বই) টাকা ।

**পরিশিষ্ট “ ক ’’**

**অনুচে্ছদ - ০১**

**পরিশিষ্ট “ ক ’’**

**অনুচে্ছদ - ০১**

বিবরণ: মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস, পবা রাজশাহী, সদর চাঁপাই, কাহালু ও গাবতলী, বগুড়া, নিমগাছী প্রকল্প সিরাজগঞ্জ এবং মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার তাজহাট, রংপুর এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন পোনা মাছ ক্রয়ের নথি ,বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

* বাজার দর যাচাই না করে পূর্ববর্তী কোটেশনের দর অপেক্ষা পরবর্তীতে উচ্চ দরে মালামাল এবং সরকারী দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে রেণু, পোনা ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি= ১,৪৫,৪৯০/- টাকা । (যার পরিশিষ্ট ২৩৭/১-৬ তে দেয়া হলো)।
* নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বাজার দর যাচাই না করে অতিরিক্ত দরে পোনা, রেণু মালামাল ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ সঠিক বাজার দর যাচাই না করা।

নিরীক্ষিতপ্রতিষ্ঠানেরজবাবঃ বিভিন্ন সময়ে পোনার প্রাপ্যতা ও দর ভিন্ন হওয়ায় কোটেশনের মাধ্যমে প্রতিযোগীতামূলক দরে পোনা ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে ।কারণ, সরকারি আর্থিক ক্ষতির দিক বিবেচনা করে বাজার দর এবং সরকারি দরের সামঞ্জস্যতা রেখে ক্রয় করা উচিৎ ছিল ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২৩৮

শিরোনামঃ বিল নার্সারীর জন্য ক্রয়কৃত রেণু বিল নার্সারীতে কম ব্যবহার করায় পোনা কম উৎপাদন হওয়ায় সরকারের ক্ষতি ১,২৩,০০০ ( এক লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কাযা’লয়, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর এর ২০‌১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- বিল নার্সারির নথি ও বিল ভাউচার সমুহ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

বিল নার্সারীর জন্য ক্রয়কৃত রেণু বিল নার্সারীতে কম ব্যবহার করায় পোনা কম উৎপাদন হওয়ায় সরকারের ১,২৩,০০০/-টাকা ক্ষতি হয়েছে।

* বিল নাসাìরীর জন্য বিল নং-০১, তারিখ-২৯/০৩/১৮ সাব ভাউচার নং-০৪, তারিখ-২৫/০৩/১৮ এ সরবরাহকারী মেসাসì সাদিয়া মৎস্য খামার এর নিকট হতে ২ কেজি প্রতি কেজি ৩০০০/- টাকা দরে মোট ৬,০০০/- টাকার রেণু ক্রয় করা হয়। ২০১৭-১৮ সালের পোনা উৎপাদন এবং অবমুক্ত বিবরণ হতে দেখা যায় যে, বিল নাসাìরী স্থাপনে ১ কেজি রেণু ব্যবহার করে ১,২০,০০০টি পোনা উৎপাদন করা হয়েছে। ক্রয় কৃত রেণু ২ কেজি ব্যবহার ১ কেজি ফলে, (২-১)=১ কেজি রেণু বিল নাসাìরী কম ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে উৎপাদন ১ কেজিতে ১২০,০০০টি পোনা কম উৎপাদন হয়েছে।
* প্রতি কেজি পোনার সরকারী মূল্য ১/- টাকা হিসাবে (২,২০,০০০x১)=১,২০,০০০/- টাকা ক্ষতি এবং ১ কেজি পোনার মূল্য ৩,০০০/- একুনে মোট ক্ষতি (১,২০,০০০+৩,০০০)=১,২৩,০০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, সরকারের উদ্দেশ্য বিল নাসাìরী মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে তা অবমুক্ত করে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করা। কিন্তু সরকারের সে উদ্দেশ্য ব্যাহত করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ ক্রয়কৃত রেণু নার্সারীতে ব্যবহার না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ বিলের যে অংশে পানি ছিলো তার আয়তন ২ কেজি রেণু ছাড়ার জন্য উপযুক্ত ছিল না, বিধায় ১ কেজি রেণু ছাড়া হয়েছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয় ।কারণ, ২ কেজি রেণু ক্রয় করে ২ কেজি রেণু ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু ১ কেজি রেণু কম ব্যবহার করার জন্য কম পোনা উৎপাদন হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করত: ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৩৯

শিরোনামঃ আর্থিক ক্ষমতা অর্পন আদেশ-২০১৫ এ উল্লেখিত আর্থিক ক্ষমতা লংঘন পূর্বক যানবাহন মেরামত করায় সীমাতিরিক্ত ব্যয় ১,৩৫,০০০ (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষমতা অর্পন আদেশ-২০১৫ এ উল্লেখিত আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে যানবাহন মেরামতে সীমাতিরিক্ত ১,৩৫,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২৩৯ তে দ্রঃ)।

* অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ হতে স্মারক নং- ৩৫১(১), তারিখ: ১৬/০৮/১৫ খ্রি: এর মাধ্যমে জারীকৃত সংশোধিত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন আদেশ ২০১৫ এর ক্রমিক নং ৯ এ বর্ণিত বিভাগীয় অফিস সমূহের নিকট অর্পণকৃত ক্ষমতা মোতাবেক এক বছরে একটি গাড়ীর জন্য অনূর্ধ্ব ৫০,০০০/- টাকা, জেলা পর্যায়ে ৩০,০০০/- টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত যানবাহন মেরামতের ব্যয় করা যাবে।
* মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট এর উপ-পরিচালকের কার্যালয় ও জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ এ উপরোক্ত নির্দেশনা অমান্য করে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রতিটি জীপ গাড়ী মেরামত বাবদ ৭৫,০০০/- টাকা করে ব্যয় করা হয়েছে এবং কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, নবীগঞ্জ এ একটি মটরসাইকেল মেরামত বাবদ ৪০,০০০/- ব্যয় করা হয়েছে।
* বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পণকৃত আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত অর্থ যানবাহন মেরামত খাতে ব্যয় করায় সরকারের মোট ১,৩৫,০০০/- টাকা সীমাতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ-২০১৫ এর নির্দেশনা অমান্য করে যানবাহন মেরামতে সীমাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করায় এ অনিয়ম সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ১। জীপ গাড়িটি পুরাতন বিধায় সরকারী কাজ পরিচালনা কল্পে গাড়িটি সচল রাখতে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। ২। আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে মেরামত ব্যয় সংকুলান না হওয়ায় অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। ৩। গাড়িটি পুরাতন বিধায় সরকারী কাজ পরিচালনা কল্পে গাড়িটি সচল রাখতে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। ৪। মোটরসাইকেল মেরামতে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে সরাসরি ভাউচারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে মেরামত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ যানবাহন মেরামতের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ-২০১৫ এর বিধানাবলী পালন করা অত্যাবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ- ২৪০

শিরোনামঃ পিপিআরের নির্দেশ উপেক্ষা করে খন্ড খন্ড সাব ভাউচারের মাধ্যমে মৎস ও পশুখাদ্য ক্রয় করায় সরকারের ১,৩০,০০০ ( এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কমর্কর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর এর আওতাধীন মৎস বীজ উৎপাদন খামার, ফরিদপুর এবং জেলা মৎস অফিস, রাজবাড়ীর ২০১৭-২০১৮ হিসাব সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে বাজেট বরাদ্দ, খরচের বিবরনী, বিলভাউচার ও ষ্টক ও বিতরন রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

পিপিআরের নির্দেশ উপেক্ষা করে খন্ড খন্ড সাব ভাউচারের মাধ্যমে মৎস ও পশুখাদ্য ক্রয় করায় সরকারের ১,৩০,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।(বিস্তাঃ পরিঃ ২৪০ এ দ্রঃ)

* ভাউচার নম্বর ২৯ তারিখ ২৯.১০.২০১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৭০,০০০ টাকার মৎস ও পশু খাদ্য ২ টি দোকান হতে ৫ টি সাব ভাউচারের মাধ্যমে ক্রয় করে ২৯ নম্বর ভাউচারের মাধ্যমে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হয়েছে।
* মৎসজাত দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ১০.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর- ৯০ এর মাধ্যমে ৩৬,০০০ টাকার এবং ১০.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর- ৫১ এর মাধ্যমে ২৪,০০০ টাকার মোট ৬০,০০০ টাকার মৎসজাত দ্রব্য ক্রয় দেখিয়ে কোড নম্বর ৪৮৬৩ এর বিপরীতে বরাদ্দ হতে সমন্বয় দেখানো হয়েছে।
* উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী এড়ানোর জন্য আলোচ্য ক্রয়সমূহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে করে পিপিআরের ১৭ নম্বর প্যারার পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে।
* মালামাল সমূহ ক্রয়ের পরে ষ্টক রেজিষ্টারে এবং বিতরনের পরে তা বিতরণ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার কোন প্রমানক পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারনঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পিপিআরের নির্দেশ উপেক্ষা করা ঠিক হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৪১

শিরোনামঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করে জাটকা সংরক্ষণ কাযর্ক্রম পরিচালনার নামে ১,৯৯,৩০৪ (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত চার টাকা ) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্নিত অফিস সমুহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে বাজেট, খরচের বিবরনী, বিলভাউচার ও ষ্টক রেজিঃ হতে দেখা গেল যে,

সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করে জাটকা সংরক্ষণ কাযর্ক্রম পরিচালনার নামে ১,৯৯,৩০৪ টাকা ব্যয় অনিয়মিত। (বিস্তাঃ পরিঃ-২৪১ এ দ্রঃ) ।

* সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করে এই কাযর্ক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
* নথিপত্র হতে দেখা যায় বিভিন্ন নদীতে ও হাট-বাজারে জাটকা রক্ষার নিমিত্তে অভিযান পরিচালনার কাজে এবং জাটকা রক্ষা উদ্বুদ্ধকরণ কাযর্ক্রম বাস্তবায়ন খাতে ব্যয় দেখানো হয়েছে।
* যে সব নদীতে ইলিশ মাছ থাকে না সেখানেও অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে। পদ্মা নদীতেও চর পড়ে মাছের বেঁচে থাকার মত পযার্প্ত পানিই নাই। ফরিদপুর সদর উপজেলা ও জেলা অফিস হতে ঐ একই এলাকায় বারংবার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করে ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আলোচ্যক্ষেত্রে কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৪২

শিরোনামঃ মৎস আইন বাস্তবায়নের নামে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ১,০৭,০০০ (এক লক্ষ সাত হাজার টাকা) টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কমর্কর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও উপজেলা মৎস অফিস ঘিওর, মানিকগঞ্জের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, খরচের বিবরনী, বিলভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

মৎস আইন বাস্তবায়নের নামে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ১,০৭,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা অনিয়মিত।

* পিপিআর-২০০৮ বিধি ৮১ অনুযায়ী ২৫,০০০ টাকার উর্ধে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধি পরিপালন করা হয়নি। (বিস্তাঃ পরিঃ ২৪২ এ দ্রঃ)
* জেলা মৎস্য কমর্কর্তার কার্যালয়, ফরিদপুরের আওতাধীন সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় মৎস আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বরাদ্দ থাকে ফলে ঐ সব এলাকায় পুনঃ খরচের প্রয়োজন ছিল কিনা তা জানা যায় নি।
* মৎস আইন বাস্তবায়নের সাফল্যের ব্যাপারে কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি বিধি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আলোচ্যক্ষেত্রে কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সরকারী বিধি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৪৩

শিরোনামঃ এক অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে ৯৪,৭২০ (চুরানব্বই হাজার সাতশত বিশ) টাকা ব্যয় যা একাডেমীর মূল কাযর্ক্রম প্রশিক্ষণের করুন অবস্থার নির্দেশক।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালক, মৎস প্রশিক্ষণ একাডেমী, মৎস অধিদপ্তর, সাভার, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, বরাদ্দ ও ব্যয়ের নথি, স্টক ও বিতরন রেজিঃ ও বিল-ভাউচার হতে দেখা গেল যে,

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে ৯৪,৭২০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা একাডেমীর মূল কাযর্ক্রম প্রশিক্ষণের করুন অবস্থার নির্দেশক।

* ২০১৭-২০১৮ হিসাব সালে মাত্র ২ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। তাতে ব্যয় করা হয় মাত্র ৯৪,৭২০ টাকা ।
* ১০.০৪.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২.০৪.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত ৩ দিনের ১টি কোর্স এবং ১৩.০৫.২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত ৩ দিনের ১ টি কোর্স পরিচালনা করা হয়।
* অর্থাৎ ১ বছরে মাত্র ৬ দিন প্রশিক্ষণ কাযর্ক্রম পরিচালনা করা হয়।
* ২ টি কোর্সে ৩২+৩৬= ৬৮ টি জন প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন।
* বছরের অবশিষ্ট ৩৫৯ দিন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারিরা কর্মহীন অলস সময় পার করেছে। ফলে কর্মকর্তাদের প্রদত্ত বেতন ভাতাদি নিষ্ফল ব্যয় হিসেবে গন্য।
* ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে এই একাডেমীর ব্যয় ছিল ২,৯৭,১১,১০৬ টাকা যা ১০০% নিষ্ফল ব্যয় হিসেবে গন্য।
* মোট ব্যয়ের ০.৩১৮% প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় করা হয়েছে যা অত্যন্ত নগন্য।

অনিয়মের কারণঃ প্রশিক্ষণের প্রতি সার্বিক অবহেলা ও অনীহা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ সরকারি অর্থায়নে ৬০ জন ৬ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। ২ দিনের কর্মশালায় ৪৭ জন প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। প্রকল্পের অর্থায়নে ৮৯ দিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। কারণ প্রকল্প খাতের টাকায় দেশের যে কোন স্থানে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। নাম যেহেতু প্রশিক্ষণ একাডেমী সেহেতু ১২ মাসই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। একাডেমীর বাস ভবনে কোন কর্মকর্তা থাকেন না বিধায় পরিত্যক্ত ঘোষনা করে জিমনেশিয়াম ঘোষনা করা হয়েছে তাহলে আর কর্মকর্তাদের বাস ভবনে থাকা লাগবে না, তেমনি সরকারও কোন রাজস্ব পাবে না। ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকার দালান নষ্ট হওয়ার অজুহাতে মেরামত ব্যয় করা হবে আবার কেহ ব্যবহারও করবে না।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৪৪

শিরোনামঃ সেমিনারে বিবিধ খরচের নামে সরকারের ৭৫,৯৬০ (পঁচাত্তর হাজার নয়শত ষাট টাকা) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস ভবন, রমনা, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure ) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের মঞ্জুরী, সংশ্লিষ্ট নথি ও বিলভাউচার সমূহ হতে দেখা গেল যে,

’’উন্নয়ন অভিযাত্রায় মৎসখাত: টেকসই, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও এসডিজি প্রেক্ষিত” শীর্ষক সেমিনারে বিবিধ খরচের নামে সরকারের ৭৫,৯৬০ টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

* ২৩.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর-৮১৬ এর মাধ্যমে উক্ত সেমিনারের নামে মোট ৭৫,৯৬০ টাকা ব্যয় করে কোড নম্বরঃ-৪৮৪২ এর বিপরীতে বরাদ্দ হতে ব্যয় সমন্বয় করা হয়।
* আলোচ্য সেমিনারটি ২১.০৪.২০১৮খ্রিঃ তারিখে ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশনের কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত দেখানো হয়।
* উক্ত হলের ভাড়া পরিশোধের কোন বিলভাউচার বা কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি। হলের ভাড়া পরিশোধ ছাড়া কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়।
* বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা পযার্য়ের ১৫০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
* এই সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থিত কর্মকর্তাদের কতটুকু অর্জন হয়েছে, ভবিষ্যতে কি হতে পারে এই ধরনের কোন সমীক্ষা বা ফলাফল পাওয়া যায় নি।

অনিয়মের কারণঃ হল ভাড়া ব্যতীত সেমিনার করা সম্ভব নয়। আর সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সেমিনারের উদ্দেশ্য, অর্জন, সফলতা কিছুই নাই এবং অনুষ্ঠানের ও প্রমানক পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং- ২৪৫**

**শিরোনামঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ /২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করে মজুদভুক্ত না করায় ক্ষতি ৭২৬৮০/- টাকা। (ছিয়াত্তর হাজার ছয়শত আশি টাকা মাত্র।)**

**বিবরণঃ জেলা মৎস্য কার্যালয়, বরগুনা এবং ঝালকাঠি এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও মঞ্জুরী ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষা কালে বরাদ্দ নথি, মজুদবহি ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে,**

**জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ /২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করে মজুদাভুক্ত করা হয়নি । (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ ২৪৫ “ তে দেখান হলো)।**

* **মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ মৎস্য ভবন,রমনা, ঢাকা এর ৩/০৭/১৭ তারিখের স্মারক নং ৩৩.০২.০০০০.০২.০১৭.১৭.২১৬ মোতাবেক জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে আদেশ জারী করেন । সে মোতাবেক অত্র কার্যালয়ে ২১/০৭/১৭ তারিখে ৪ টি ভাউচারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয় করা হয় যার বিল নং১২ তারিখ ৫/৯/১৭ টাকা-৬৩০০০/- এবং জেলা মৎস্য কার্যালয়, ঝালকাঠি অনুরূপ ভাবে ৯৬৮০/- মোট (৬৩০০০+৯৬৮০) = ৭২৬৮০/- টাকা ।**
* **স্টেশনারী দ্রব্যাদী সংরক্ষনের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সকল প্রকার মালামালের অপব্যবহার ও অপচয় রোধের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালামাল ক্রয় করে মজুদভুক্ত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে সরকারের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।**

**অনিয়মের কারণঃ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ /২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করে মজুদাভুক্ত না করায় যার ক্ষতি ।**

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ রেকর্ডপত্র পযালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।**

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ স্টেশনারী দ্রব্যাদী সংরক্ষনের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সকল প্রকার মালামালের অপব্যবহার ও অপচয় রোধের মাধ্যমে সুষ্ঠ ব্যবহার ও সংরক্ষন নিশ্চিত করার লক্ষে মালামাল ক্রয় করে মজুদাভুক্ত করা আবশ্যক**

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ মালামাল ক্রয় করে কেন মজুদাভুক্ত না করার জন্য দায়দায়িত্ত নির্ধারন পূরর্বক নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৪৬

শিরোনামঃ বেড় জাল পযার্প্ত থাকা সত্বেও অপ্রয়োজনে এবং বিধি মোতাবেক ক্রয় না করায় সরকারের ৬২,৫০০ (বাষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কমর্কর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর এর আওতাধীন মৎস বীজ উৎপাদন খামার, ফরিদপুরের ২০১৭-২০১৮ হিসাব সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে বাজেট, খরচের বিবরনী, মাছ ধরার বেড় জাল ক্রয়ের বিলভাউচার ও এতদ সংক্রান্ত নথিপত্র সমূহ হতে দেখা যায় যে,

বেড় জাল পযার্প্ত থাকা সত্বেও অপ্রয়োজনে এবং বিধি মোতাবেক ক্রয় না করায় সরকারের ৬২,৫০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* ১৮.০৯.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর-১৭ এর মাধ্যেমে ১৫০ ফুট লম্বা ২০ ফুট চওড়ার ২ টা বেড় জাল মেরামত এবং জনতা ষ্টোর, ১৩৯, ১৪০ নং তিতুমীর বাজার, ফরিদপুর হতে ২৫,০০০ টাকায় ৫০ ফুট লম্বা ২০ ফুট চওড়ার একট বেড় জাল ক্রয় করা হয়।
* ২৩.০৪.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর-৮২ এর মাধ্যমে পূর্বের ক্রয় করা একই দোকান জনতা ষ্টোর, ১৩৯, ১৪০ নং তিতুমীর বাজার, ফরিদপুর হতে ক্রয় করা হয়েছে যা ১০০ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট চওড়া, মূল্য ২২,৫০০ টাকা।
* তুলনা করলে দেখা যায় ৫০ফুট লম্বা ২০ ফুট চওড়া বেড় জাল ২৫,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয় আর ১০০ ফুট লম্বা ২০ ফুট চওড়া বেড় চাল ২২,৫০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ লম্বায় দ্বিগুন হওয়া সত্বেও দাম কম দেখানো হয়েছে। যা আদৌ সম্ভব নয়।
* বিধি মোতাবেক কোটেশন আহবান করে ক্রয় করা হলে আরো কম দামে ক্রয় করা সম্ভব ছিল্।
* সর্বোপরি প্রয়োজনীয় বেড় জাল স্টোরে থাকা সত্বেও জাল ক্রয় করা যর্থাথ নয় কারণ দুইটি বেড় জাল মেরামত করা আছে এবং একটি নুতন ক্রয় করা ছিল। ফলে নুতন ক্রয় করা যর্থাথ হয় নি।

অনিয়মের কারনঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক প্রোপ্রাইটি অনুসরণ না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ প্রয়োজন না থাকা সত্বেও জাল কেনা দেখিয়ে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৪৭

শিরোনামঃ খাদ্যের নমূনা পরীক্ষার পূর্নাঙ্গ ও মন্তব্য সম্বলিত ফলাফল প্রদান না করায় সরকারের ১,৫০,১০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কমর্কর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর, রাজবাড়ি ও মানিকগঞ্জের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে বাজেট বরাদ্দ, খরচের বিবরনী, খাদ্যের নমূনা পরীক্ষার বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

* খাদ্যের নমূনা পরীক্ষার পূর্নাঙ্গ ও মন্তব্য সম্বলিত ফলাফল প্রদান না করায় সরকারের ১,৫০,১০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। (বিস্তাঃ পরিঃ-২৪৭ এ দ্রঃ)
* বিভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে বিভিন্ন তারিখে মাছের খাদ্য এর নমুনা মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার, ঢাকাতে প্রেরণ করা হলে ওখান থেকে পূর্নাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করা হয় না।
* কোন প্রতিবেদনে সর্বনিম্ন ও সব্বোর্চ মান দেয়া হয় না। ফলে নমুনার গুনগত মানের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় না।
* যে সব নমুনা প্রেরণ করা হয়েছিল তার ফলাফল/মন্তব্য করা হয় নি। শুধুমাত্র আইটেম অনুযায়ী ফলাফল দেয়া আছে। যা পূর্নাঙ্গ নয়।

অনিয়মের কারণঃ পরীক্ষার ফলাফল যথাযথ ভাবে দেয়া হয় নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পূর্ণাঙ্গ ফলাফল সহ রির্পোট প্রদান করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দ্বায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২৪৮

শিরোনামঃ অন্যত্র সংযুক্তিতে কর্মরত ড্রাইভারের অধিকাল ভাতা কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, সুনামগঞ্জ এর বরাদ্দ হতে প্রদান করায় অনিয়মিত পরিশোধ ৯৯,৮৬২ (নিরানব্বই হাজার আটশত বাষট্টি) টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স কার্যালয়ের গাড়ী চালক অন্য কার্যালয়ে সংযুক্তিতে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তাঁর অধিকাল ভাতা এ কার্যালয়ের বরাদ্দ হতে পরিশোধ করায় ৯৯,৮৬২/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ২৪৮/১-২ দ্রঃ)।

* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স কার্যালয়ের গাড়ী চালক জনাব মো: ছাব্বির হোসেনকে মত্স্য অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং- ১৯১, তারিখ: ১৩/০৩/১৪ খ্রি: এর মাধ্যমে মত্স্য ভবন, ঢাকায় সংযুত্তিতে সাময়িক ভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে গাড়ী চালক জনাব মো: ছাব্বির হোসেন অদ্যাবধি ঢাকায় কর্মরত রয়েছেন, এক্ষেত্রে অফিস আদেশের মাধ্যমে তাঁকে স্থায়ী ভাবে বদলী করা উচিত ছিল।
* এ কার্যালয়ের গাড়ী চালক অন্য কার্যালয়ে সংযুক্তিতে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তাঁর অধিকাল ভাতা এ কার্যালয়ের বরাদ্দ হতে ব্যয় করায় ৯৯,৮৬২/- টাকা অনিয়মিত পরিশোধ হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ অন্য কার্যালয়ে সংযুক্তিতে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তাঁর অধিকাল ভাতা এ কার্যালয়ের বরাদ্দ হতে পরিশোধ করায় এ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত কর্মচারীর অধিকাল ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অন্য কার্যালয়ে সংযুক্তিতে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও তাঁর অধিকাল ভাতা এ কার্যালয়ের বরাদ্দ হতে পরিশোধ করায় এ কার্যালয়ের সংস্থাপন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৪৯**

**শিরোনামঃ** সম্মিলিত বিশেষ অভিযান ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করে অতিরিক্ত অভিযান পরিচালনা করায় সংস্থার ক্ষতি ৮২,০৪৪ টাকা। (বিরাশি হাজার চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র।)

বিবরনঃমৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাগেরহাটের ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নিদৃষ্টিকরণ হিসাব ৩০/০১/১৯ হতে ৩১/০১/১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিশেষ অভিজানের নথিপত্র পর্যালোচনায়  **দেখা যায় যে,**

**মা ইলিশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সম্মিলিত বিশেষ অভিযান -২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করে অতিরিক্ত অভিযান পরিচালনা করায় সরকারের ক্ষতি ৮২,০৪৪/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।**

* মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল ব্যবহার বন্ধকরণ সংক্রান্ত “সম্মিলিত বিশেষ অভিজান” (০১-১৫ জানুয়ারী ২০১৮) বাস্তবায়নে জেলা মৎস্য দপ্তর, বাগেরহাট কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৪০টি অভিজানের পরিকল্পনা করা হয়।
* উপজেলা ভিত্তিক চুড়ান্ত পতিবেদন থেকে দেখা যায়, মোট অভিজান পরিচালনা করা হয়েছে ৫৮টি। অর্থাৎ পরিকল্পনার চেয়ে বেশী অভিজান করা হয়েছে (৫৮-৪০)=১৮টি। প্রতিটি অভিজানের গড় ব্যয় ৪৫৫৮- টাকা হারে মোট (৪৫৫৮×১৮)=৮২,০৪৪ টাকা অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে। ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অনিয়মের কারণঃ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করে অতিরিক্ত অভিযান পরিচালনা করায় সংস্থার ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানান যে, নথি পত্র যাচাইকরে পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** **সম্মিলিত বিশেষ অভিযান ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করে অতিরিক্ত অভিযান পরিচালনা করায় সরকারের আলোচ্য**  ক্ষতি হয়েছে।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** দায়দায়িত্ব নির্দ্ধারণ পূর্বক ক্ষতিজনিত টাকা অবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদনং-২৫০

শিরোনামঃ AwbqwgZfv‡e ågb fvZv cwi‡kva 81,471 (একাশি হাজার চারশত একাত্তর ) UvKv|

weeiY মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন:cÖKí cwiPvjK, পাe©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) †Rjv grm¨ Awdm, ivsMvgvwU Gi 20১৭-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j ågb fvZv fvDPvi Li‡Pi weeiYx chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* AwbqwgZfv‡e ågb fvZv cwi‡kva 81,471/- UvKv|
* grm¨ Awa`ßi evsjv‡`k XvKv Gi cÎ bs-gA/cÖ:kv:1/6-2006/75 ZvwiL 29/01/2013 wLª: †gvZv‡eK Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx Rbve †gv: gydv¾j nK 13/02/2013 wLª: Zvwi‡L cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡j grm¨ Pvl I m¤úªmviY cÖKí (3q chv©q) ivsMvgvwU‡Z ‡hvM`vb K‡ib|
* ivsMvgvwU‡Z †hvM`v‡bi c~‡e© wZwb †Rjv grm¨ Awdm, K·evRvi Kvhv©j‡q Kg©iZ wQ‡jb|
* ågb fvZv wej wbixÿvq †`Lv hvq †h, wZwb K·evRvi n‡Z XvKv I wewfbœ ¯’v‡b MgbvMgb K‡ib| D³ ågb Kvjxb mg‡qi ågb fvZv wej †Rjv grm¨ Awd‡mi eivÏ n‡Z cwi‡kva bv K‡i cve©Z¨ PÆMÖvg AÂ‡ji grm¨ Pvl Dbœqb I m¤úªmviY LvZ †\_‡K cwi‡kva Kiv nq| D³ cÖKí ev¯Íevq‡bi wbwg‡Ë †h mKj Lv‡Z A‡\_©i cÖ‡qvRb n‡e Z`vbyhvqx cÖv°j‡bi wfwË‡Z eivÏ gš¿Yvjq I cwiKíbv Kwgkb KZ©„K Aby‡gvw`Z nq|c~‡e©i e¨qfvi wbev©‡ni Rb¨ wcwc Aby‡gvw`Z nqwb| A\_v©r wcwci Aby‡gv`b e¨wZ‡i‡K mswkøó Kg©KZv©‡K cÖK‡íi †hvM`v‡bi c~e©eZx mg‡qi ågb fvZv cwi‡kva Kiv nq|

Awbq‡gi KviY: অনিয়মিত পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের Reve: নিয়ম মোতাবেক ভ্রমন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

wbixÿv gšÍe¨: c~‡e©i e¨qfvi wbev©‡ni Rb¨ wcwc Aby‡gvw`Z nqwb| A\_v©r wcwci Aby‡gv`b e¨wZ‡i‡K mswkøó Kg©KZv©‡K cÖK‡íi †hvM`v‡bi c~e©eZx mg‡qi ågb fvZv cwi‡kva Kiv nq সঠিক হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ভ্রমন ভাতা বিল প্রকল্পের †hvM`v‡bi c~‡e© wZwb যে অফিসে কর্মরত ছিলেন সে অফিস হতে ভ্রমন ভাতা বিল পরিশোধ অথবা সংশ্লিষ্ট পিডির নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ : নিরীক্ষা মন্তব্য Abyhvqx `ªæZ Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY K‡i AvcwËK…Z UvKv Av`vq K‡i cÖgvYKmn AwWU Awa`ßi‡K জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো

**অনুচ্ছেদ নং-২৫১**

**শিরোনামঃ অতিরিক্ত মূল্যে লবনপানি ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৮০,০০০ ( আশি হাজার) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশের নির্বাচিত এলকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষনা প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি), ময়মনসিংহ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, বাজেট, ব্যয়বিবরণী এবং অন্যান্য সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

* অতিরিক্ত মূল্যে লবন পানি ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৮০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার, এর কুচিয়া ও কাঁকড়া গবেষণায় ব্যবহৃত লবনপানি ক্রয়ের ক্ষত্রে টনপ্রতি অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
* লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা প্রত্যন্ত অঞ্চল বিধায় পণ্যের মূল্য ও পরিবহণ খরচ আনুপাতিক হারে বেশী হওয়ার কথা সেখানে বিল নং-৩২ তাং-২৩/০১/২০১৮ এর মাধ্যমে ১০০ পিপিটি প্রতিটন লবন পানি পরিবহণ খরচ সহ ৪০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে । অথচ বিল নং-১১ তাং-২১/০১/২০১৮ এর মাধ্যমে কক্সবাজার কেন্দ্রে প্রতিটন পিপিটি ক্রয় করা হয়েছে ৮০০০ টাকা করে। ফলে একই মালামাল পাইকগাছা, খুলনার তুলনায় কক্সবাজার কেন্দ্রে ৪০০০ টাকা বেশী মূল্যে ক্রয় করে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* লবন পানি ক্রয়ের ষ্টক এন্ট্রির প্রমাণক পাওয়া যায় নাই। ফলে অনিয়মিতভাবে বিলের মাধ্যমে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ একই ধরনের মালামাল অধিক মূল্যে ক্রয় করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* নথি পত্র যাচাই করেই আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* অতিরিক্ত মূল্যে মালামাল ক্রয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৫২

শিরোনামঃ প্রকৃত প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে জেলা মৎস অফিস, সকল উপজেলা মৎস অফিস ও অন্যান্য মৎস অফিসের ২০ জন কে প্রশিক্ষনের নামে ৭১,০০০ টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প, মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure ) ভিত্তিক নিরীক্ষা র্কাযক্রম ১২.০২.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭.০২.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে পরিচালনা কালে ডিপিপি, এপিপি, এষ্টিমেট, টেন্ডার ডকুমেন্ট, সিডিউল ও বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে,

প্রকৃত প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে জেলা মৎস অফিস, সকল উপজেলা মৎস অফিস ও অন্যান্য মৎস অফিসের ২০ জন কে প্রশিক্ষনের নামে ৭১,০০০ টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় জেলা মৎস অফিস, কক্সবাজারের বিল ভাউচার নং- ০৪ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীদের ভাতা, প্রশিক্ষকের সন্মানী ভাতা, প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারিরভাতা,সহায়ক কর্মচারির ভাতা ইত্যাদি নামে ৭১,০০০ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। যা যথাযথ নয়।
* ২৯.০৫.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০২.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত ৫ দিন ব্যাপী ”কুচিয়া ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর ব্যয় বাবত খরচ দেখানো হয়।
* যারা প্রকৃত কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষী তাদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
* ৫ দিনের প্রশিক্ষণের উপকরণ যেমন কলম, খাতা, নাস্তা, দুপুরের খাবার ইত্যাদি খাতের কোন ব্যয় নাই।
* ৫ দিনের প্রশিক্ষণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের উপকারের বিষয়টি জানা গেল না।

অনিয়মের কারণঃ মালামাল ক্রয়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায় নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ট্রেনিং এর কাজে মালামাল ক্রয় না করলে ট্রেনিং কাজ করা সম্ভব নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান অন্যথায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

**অনুচ্ছেদ নং-২৫৩**

**শিরোনাম : নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭৫,২৮৪** **(পঁচাত্তর হাজার দুইশত চুরাশি) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ডিপিপি, বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* ঠিকাদারের বিল হতে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৭৫,২৮৪/- টাকা।
* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৬৬-আইন/২০১৮/৭৮৯-মূসক তারিখঃ ০৭/০৬/২০১৮ হতে নির্মাণ সংস্থার বিল পরিশোধকালে ৭% হারে ভ্যাট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-৩৬৫ তারিখঃ ১৭/০৮/১৭ এর ক্রমিক নং-৬ এ প্রতিস্থাপিত বিধি-১৬, অনুযায়ী সরবরাহকারীর বিল হতে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ২% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* আলোচ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের বিল পরিশোধকালে ৬% হারে ভ্যাট এবং সরবরাহকারীর বিল হতে ১% হারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ ভ্যাট ও আয়কর ১% হারে কম কর্তন করার ফলে ভ্যাট বাবদ ৪৩,২৯২ এবং আয়কর বাবদ ৩১,৯৯২ মোট ৭৫,২৮৪ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে (বিবরণ পরিশিষ্ট **২৫৩** দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* ভ্যাট ও আয়করের টাকা আদায় করে জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* জবাব স্বীকৃতমূলক। বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়করের টাকা কর্তন করা প্রয়োজন ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং-২৫৪**

**শিরোনামঃ অভিযানের কর্মসূচী প্রস্তুত না করে অভিযান পরিচালনায় আইন খরচ পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬৫,০০০ (পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, গাজীপুর ও আওতাধীন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, গাজীপুর সদর এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* অভিযানের কর্মসূচী প্রস্তুত না করে অভিযান পরিচালনায় আইন খরচ পরিশোধ বাবদ অনিয়মিতভাবে ৬৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* জাটকা অভিযান পরিচালনার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ কোন কোন বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং কোথায়/কয়টি স্থানে সতর্কতা মূলক ব্যানার হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাসহ কর্মসূচী প্রস্তুত করে অভিযান পরিচালনা করতে হবে।
* কিন্তু জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, গাজীপুরে আইন অভিযানে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর আসা-যাওয়ার ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে এবং কোথায় ব্যানার টানানো হয়েছে তার কোন তালিকা/কর্মসূচী প্রণয়ন না করে বিল নং-৪৯ তারিখঃ ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২৫,০০০ টাকা, বিল নং-১৫০ তাং-২৩/০৫/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০,০০০ টাকা, বিল নং-১৬৪ তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০,০০০ টাকা সর্বমোট ৬৫,০০০ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ জাটকা অভিযান পরিচালনার জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন না করে অভিযান পরিচালনা করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হবে

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* অভিযানের কর্মসূচী নথিতে পাওয়া যায়নি। ফলে কর্মসূচী প্রস্তুত না করে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

কর্মসূচী প্রস্তুত না করে অভিযান পরিচালনার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং-২৫৫**

**শিরোনামঃ** বাজেট বরাদ্দ (২০১৬-১৭ সালে) শেষ হওয়া সত্ত্বেও গাড়ীর যন্ত্রাংশ ক্রয়, মেরামত ও অন্যান্য খাতে ব্যয় দেখিয়ে পূর্ববর্তী বছরের ক্রয় ভাউচারের মাধ্যমে পরবর্তী (২০১৭-১৮) বছরে বাজেট রবাদ্দ হতে বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৫৮,৫৯০ (আটান্ন হাজার পাঁচশত নব্বই ) টাকা।

**বিবরণঃ** মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস রংপুর বিভাগ, রংপুর এর অধীনস্থ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, তাজহাট ও উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রংপুর এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালে বাজেট বরাদ্দ নথি, বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র হতে দেখা যায় যে,

বাজেট বরাদ্দ (২০১৬-১৭ সালে) শেষ হওয়া সত্বেও গাড়ীর যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত ও অন্যান্য খাতে ব্যয় দেখিয়ে পূর্ববর্তী বছরের ক্রয় ভাউচারের মাধ্যমে পরবর্তী (২০১৭-১৮) বছরে বাজেট রবাদ্দ হতে পরিশোধ করায় ৫৮,৫৯০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। যার বিবরণ পরিশিষ্ট “ ২৫৫/১-২ ’’ তে দেয়া হলো ।

* উল্লেখ্য যে, বাজেট বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী কোন খাতে বাজেট না থাকলে কোন খরচ করার বিধান নাই। **ক)** উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বিভাগীয় অফিস, রংপুর এর ২০১৬-১৭ সালের বাজেট না থাকা সত্বেও বিল নং-২৩, তাং ১৪/৯/১৭খ্রি: এর মাধ্যমে সাব ভাউচার নং- ১ হতে ৭ পয’ন্ত, তারিখ যথাক্রমে ২/৪/১৭, ১৬/৫/১৭, ১৭/৫/১৭, ১৭/৫/১৭, ১৪/৬/১৭, ২২/৬/১৭ এর মাধ্যমে ২৬,৯৯০/- টাকার গাড়ীর যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত করে ২০১৭-১৮ সালের বাজেট হতে পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে, উক্ত টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাজেট বরাদ্দের পত্র নং-৫৮০ (৭৯) তারিখঃ ০৭/৯/২০১৭খ্রিঃ বকেয়া খরচের কথা উল্লেখ না থাকা সত্বেও গত বছরের খরচ পরিশোধ করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* খ) মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, তাজহাট, রংপুর এর ২০১৬-১৭ সালের বাজেট না থাকা সত্বেও বিল নং-২১, তাং ১৩/১১/২০১৭খ্রি: এর মাধ্যমে সাব ভাউচার নং- ০১, ০২, এবং ০৩ তারিখ যথাক্রমে ২৮/৫/২০১৭, ০১/০৬/০১৭ এবং ১/০৬/২০১৭ এর মাধ্যমে (১২৮০+১৪১৫০+৪৬৫০) = ৩১,৬০০/- টাকার মালামাল ক্রয় করে ২০১৭-১৮ সালের বাজেট হতে পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে, উক্ত টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

**অনিয়মের কারণঃ** বাজেট না থাকা সত্বেও ক্রয়।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** জরুরী প্রয়োজনে গাড়ী চালু রাখার স্বার্থে বাজেট বরাদ্দ না থাকায় ক্রয় করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** বাজেট শেষ হয়ে গেলে বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় করা বিধি সম্মত নয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

আপত্তি নং- ২৫৬

শিরোনাম: দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের প্রদত্ত মেয়াদউরত্তীর্ণ অনাদায় ৫৯,৯৯০ টাকা । (উনষাট হাজার নয়শত নব্বই টাকা মাত্র।)

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, মুজিবনগর, মেহেরপুর এর ২০১৭-১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ০৫/০৩/১৯ হতে ০৬/০৩/১৯খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কবলে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অনুমোদনপত্র, ঋণবিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের প্রদত্ত ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী ৫৯,৯৯০ টাকা।

* উক্ত ঋণ গুলো সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করার নিমিত্তে আবর্তক সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ ও বাস্তবায়ন করা হয় । প্রকল্পের নিয়মনুযায়ী বিতরণকৃত ঋণ সম্পর্ক ৫ বছরের ৫টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-ম-৩/দারিদ্র বিমোচন-৩/৯৯/২১৫ তারিখঃ ৩০/০৪/২০০০ খ্রিঃ এর ৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রথম বছরে প্রদত্ত ঋণের ১৫%, পরবর্তী ৪ বছরের মধ্যে যথাক্রমে ২৫%, ২৫%, ২৫% ও ১০% হারে পরিশোধ করতে হবে এবং প্রদত্ত ঋণের উপর ৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।
* কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যবধি ঋণ বাবদ ৩৫,৫০০/- টাকা ও সার্ভিজ চার্জ বাবদ ২৪,৪৯০ টাকা মোট ৫৯,৯৯০ টাকা অনাদায় রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২৫৬ তে দেওয়া হল।

অনিয়মের কারণঃ অনাদায়ী টাকা আদায় না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: অনাদায়ী টাকা আদায় করে জনানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য: দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র বিমোচনের টাকা ফেলে রেধে দারিদ্র বিমোচন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:অবিলম্বে দারিদ্র বিমোচনের অনাদায়ী টাকা আদায় করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৫৭

শিরোনামঃ- পিপিআর/২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন/২০১৫ (অনুন্নয়ন) উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান/উৎসাবাদির বিল উত্তোলন ৪০,০০০ টাকা । (চল্লিশ হাজার মাত্র।)

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য বিভাগ, খুলনা এর নিয়ন্ত্রনাধীণ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নড়াইল এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০.০১.২০১৯ হতে ৩০.০৪.২০১৯ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষাকালে মন্ত্রনালয়ের আদেশ, অনুষ্ঠান/উৎসাবাদির বিল ভাউচার, বাজেট বরাদ্দ নথি, ব্যয় রেজিষ্টার/নথি ও **সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়,**

পিপিআর/২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন/২০১৫ (অনুন্নয়ন্) উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান/উৎসাবাদির বিল উত্তোলন ৪০,০০০/- টাকা উত্তোলন করা হয়েছে ।

* বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অক্ষর আর্ট, পরিতোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার, রিয়াজ ডেকেরেটর ও মানিক হোটেল হতে ৯টি সাব ভাউচারের মাধ্যমে এককালীন ৪০,০০০/- টাকার মালামাল/দ্রবাদি ক্রয় করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর/২০১৮ এবং অনুসরণযোগ্য আর্থিক বিধি বিধান পালন করা নির্দেশনা রয়েছে। পিপিআর /২০১৮ এর বিধি-৮১ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন/২০১৫ এর ক্রমিক নং- ৪৪ এ উল্লেখ আছে সরাসরি নগদ ক্রয়ের প্রতি ক্ষেত্রে ২৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ১টি বিলের মাধ্যমে উত্তোলরন করা যাবে।
* ক্রয়কারী ক্রয়ের প্রকৃত বিবেচনায় কোন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্য গঠিত অনধিক (তিন) সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির মাধ্যমে এই ধারার অধীনে ক্রয় কার্যকর করতে পারবে । কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
* সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে অবাধ প্রতিযোগীতার সুফল পাওয়া যায় না। বিধি-৭৪(১) ধারা অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব থাকে এবং প্রতারনামূলক তৎপতাকে উৎসাহিত করে বিধায় ক্রয়কারী কার্যালয় এই পদ্ধতি প্রয়োগ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রন করবে।

**অনিয়মের কারণঃ** পিপিআর/২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন/২০১৫ (অনুন্নয়ন্) উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান, উৎসবাদির বিল উত্তোলন করায় অনিয়ম হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অক্ষর আর্ট, পরিতোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার, রিয়াজ ডেকেরেটর ও মানিক হোটেল হতে ৯টি সাব ভাউচারের মাধ্যমে এককালীন ৪০,০০০/- টাকার মালামাল দ্রবাদি ক্রয় করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথি পত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পিপিআর-২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন-২০১৫ (অনুন্নয়ন্) উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান /উৎসাবাদির বিল উত্তোলন করায় অনিয়ম হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ পিপিআর/২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পন/২০১৫ (অনুন্নয়ন্) পরিপালন করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম পরিহার আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৫৮

শিরেোনামঃ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর নীতি লংঘন করে মালামাল ক্রয় ও আসবাবপত্র মেরামত করায় ক্ষতি ৪২,০০০ (বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস সদর চাঁপাই এবং মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার তাজহাট, রংপুর এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- বিল ভাউচার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর নীতি লংঘন করে মালামাল ক্রয় আসবাবপত্র মেরামত করায় ক্ষতি= ৪২০০০/- টাকার ক্ষতি হয়েছে। যার বিবরণ পরিশিষ্ট “২৫৮/১-২ ’’ তে দেয়া হলো ।

* আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর ক্রমিক নং ৯ এর (গ) তে উল্লেখ রয়েছে যে, আসবাবপত্র মেরামতের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- টাকার পযন্ত এক ভাউচারে মেরামত করা যাবে। এবং ক্রমিক নং-৪৩ এর (গ) অনুযায়ী মালামাল নগদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ভাউচারে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- হাজার টাকার মালামাল ক্রয় করা যাবে।
* ক) উপজেলা মৎস্য অফিস, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ -এ আসবাবপত্র মেরামত করে এক ভাউচারে ১৫,০০০/- টাকা খরচ করা হয়েছে। খ) তাজহাট মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রংপুরে এক ভাউচারে ২৭,০০০/- টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে যা আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ এর পরিপন্থী । ফলে উক্ত টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে ।

অনিয়মের কারণঃ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ/২০১৫ অনুসৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ বরাদ্দের পরিমান ও খরচ একই হওয়ায় প্রয়োজনের সার্থে জরুরী ভিত্তিতে ব্যয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে সতর্কতার সাথে অর্থ ব্যয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সরকারি অর্থ ব্যয়ের সুষ্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্বেও তা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নং-২৫৯

শিরোণামঃ সম্বনিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ঋনের সার্ভিস চার্জ আদায় না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪১,৫২৬ (একচল্লিশ হাজার পাচশত ছাব্বিশ) টাকা।

বিবরণ:মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন-জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,খাগড়াছড়ি এবং এর আওতাধীন ৫ টি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকালে মৎস্য ঋনের নথি ও রেজিস্টার ও সার্ভিস চার্জ আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার পর্যলোচনায় দেখা যায় যে,

* সম্বনিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ঋনের সার্ভিস চার্জ আদায় না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪১৫২৬/- টাকা। অনাদায়ী টাকার বিবরণ পরিশিষ্ট ২৫৯ /১- তে দেখানো হলো।
* খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আওতাধীন ৫টি উপজেলার মৎস্য চাষের সুফল ভোগীদের সম্বনিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় মৎস্য জীবিদের মৎস্য ঋন দেয়া হয় । বরাদ্দপত্রের শর্ত/নীতি মালা অনুযায়ী ৫ বছর মেয়াদে ঋনের সুফল ভোগ করার কারনে ৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয় কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋনগ্রহীতার কাছ থেকে পরিচালন ব্যয় প্রদত্ত ঋনের মূলধনের উপর সার্ভিস চার্জ আদায় না করায় ৪১৫২৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। উল্লেখ্য যে,ঋনের আসল টাকা আদায় হলে ও দীর্ঘদিন যাবত সার্ভিস চার্জের টাকা অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে । এছাড়া বরাদ্ধপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে পাওয়া যায়নি ।

অনিয়মের কারণ : বরাদ্দপত্রের শর্ত/নীতি মালা অনুযায়ী ৫% হারে সার্ভিস চার্জ ঋনের সার্ভিস চার্জ আদায় না করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব : সার্ভিস চার্জের টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য : সার্ভিস চার্জের টাকা সংশ্লিষ্ট ঋনগ্রহীতা ব্যক্তি/সমিতির নিকট হতে আদায় না করার সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশ : সার্ভিস চার্জের টাকা সংশ্লিষ্ট ঋনগ্রহীতা ব্যক্তি/সমিতির নিকট হতে দ্রুত আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২৬০

শিরেোনামঃ ক্রয়কৃত পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট (জ্বালানী তৈল) জীপ গাড়ীর লগবুকে এন্ট্রি / ব্যবহার না করায় ক্ষতি ৪১,২০০ (একচল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাযালয় নওগাঁ ও উপ-পরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য অফিস, রংপুর, সমুহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- গাড়ীর লগবুক, বিল ভাউচার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

ক্রয়কৃত পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট (জ্বালানী তৈল) জীপ গাড়ীর লগবুকে এন্ট্রি/ব্যবহার না করায় সরকারের ৪১,২০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “২৬০/১-২ ’’ তে প্রদত্ত হলো।

সরকারি নিয়মে জি,এফ,আর প্যারা ১৪৮ অনুযায়ী মালামাল ক্রয় করা হলে ভাউচারে প্রত্যয়নসহ মজুদ রেজিষ্টার/লগবুকে হিসাব পরিমাপ ভুক্ত করতে হবে।

* (ক) জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাযালয়, নওগাঁ এর ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত ভাউচারের মাধ্যমে জীপ গাড়ীর জ্বালানী তৈল ক্রয় করা হয়েছে। ভান্ডারে কোন জীপ গাড়ীর/মজুদ রেজিষ্টারে হিসাব ভুক্ত করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি। লগবুক পর্যালোচনায় হিসাব ভুক্ত করার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। ইহাতে প্রতিয়ামন হয় যে, ক্রয়ের নামে ভাউচার প্রদর্শন করা হয়েছে।
* (খ)উপ-পরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য অফিস, রংপুর এর ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত ভাউচারের মাধ্যমে মোটর সাইকেলের জ্বালানী তৈল ক্রয় করা হয়েছে। ভান্ডার/মজুদ রেজিষ্টারে ক্রয়কৃত জ্বালানী তেল হিসাবভুক্ত করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি। লগবুক পর্যালোচনায় দেখা যায় জ্বালানী তেল হিসাব ভুক্ত করার কোন প্রমাণ নেই।
* ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয়ের নামে ভাউচার প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ( প্রমাণক সংযুক্ত)। বিল নং-৪২, তাং-১০/১০/১৭, সাব ভাউচার নং-১৬৮৭৩, তাং-১৫/৭/১৭ = ৯০ লিটার ৯০x৬৫.২৫=৫,৮৭২ টাকা ।

অনিয়মের কারণঃ জ্বালানী তৈলের হিসাব সঠিক ভাবে পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ রেকর্ডপত্র যাচাই করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে ।কারণ, রেকর্ড পত্র যাচাই করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি বর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২৬১

শিরোনামঃ গাড়ী চালু থাকা অবস্থায় গাড়ী ওয়ার্কসপে ডেন্টিং পেইন্টিং এর কাজ দেখিয়ে ভাউচার প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি ৪০,১০০/- (চল্লিশ হাজার একশত) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী এর অধীনস্থ জেলা মৎস্য অফিস নওগাঁ এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন- ভ্রমন সংক্রান্ত নথি, গাড়ীর লগবুক,বিল ভাউচার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

গাড়ী চালু থাকা অবস্থায় গাড়ী ওয়ার্কসপে ডেন্টিং পেইন্টিং এর কাজ দেখিয়ে ভাউচার প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করায় =৪০,১০০/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “ ২৬১/১ ’’ তে প্রদত্ত হলো।

* (ক) অত্র কাযা’লয়ের জীব গাড়ী নং-ঘ-৩২-০০১১ ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত তারিখে মেরামত, রং ও পালিশ এবং ডেন্টিং করানো হয়। কিন্তু উক্ত গাড়ীর লগবুক পযা’লোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত তারিখে গাড়ীটি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ প্রদর্শন করা হয়েছে। একই দিনে গাড়ী মেরামত এবং ডেন্টিং পেইন্টিং করা অবস্থায় গাড়ী চলমান সম্ভব নয়।
* এতে প্রতীয়মান হয় গাড়ীটি মেরামত না করে ডেন্টিং পেইন্টিং এর ভাউচার প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ গাড়ী মেরামত না করে বিল উত্তোলন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ক) ভুলবশত: লগবহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে ।কারণ, গাড়ী চালু থাকা সত্বেও মেরামত না করে পেইন্টিং, ডেন্টিং এর ভূয়া ভাউচার প্রদর্শন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করত: ক্ষতির টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নং-২৬২

শিরোনামঃ মৎস্য খাদ্য ও হ্যাচারী লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত টাকার চালান যাচাই না করায় সম্ভাব্য ক্ষতি ৩৭,০০০ (সাইত্রিশ হাজার) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ,রংপুর এর উহার অধীনস্থ জেলা মৎস্য অফিস, বগুড়া, নওগাঁ এর অফিস সমুহের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন চালান নথি, বিল ভাউচার সমুহ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

মৎস্য খাদ্য ও হ্যাচারী লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত টাকার চালান যাচাই না করায় ২৭,০০০ টাকা সম্ভাব্য ক্ষতি হয়েছে।(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “২৬২ /১-২ “ তে প্রদত্ত হলো)।

সরকারী নিয়মে সরকারি কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে কোন অর্থ জমা করা হলে তা নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস হতে ট্রেজারী চালান যাচাই করার বিধান রয়েছে। কিন্তু, বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত মৎস্য খাদ্য হ্যাচারীর লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ জমাকৃত টাকার ট্রেজারী চালান যাচাই করা হয় নাই, ফলে উপরোল্লিখিত টাকা ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ চালান অনলাইনে যাচাই করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব যথাযথ নহে ।কারণ, চালানে টাকা জমা করার পরে যাচাই করা উচিৎ ছিল ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি বর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৬৩

শিরোনামঃ কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয়ের নামে সরকারের ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কমর্কর্তার কার্যালয়, রাজবাড়ীর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৩.২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা কালে বাজেট বরাদ্দ, খরচের বিবরনী ও বিভিন্ন খাতের ব্যয়ের বিলভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয়ের নামে সরকারের ৩৫,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয়ের নামে সরকারের ৩৫,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

* ১৫.০১.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর-৫৫ এর মাধ্যমে ১৫,০০০ টাকা এবং ০৭.০৩.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর-৭১ এর মাধ্যমে ২০,০০০ টাকার মোট ৩৫,০০০ টাকার কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয় দেখিয়ে যথাক্রমে কোড নম্বর ৪৯১১ এবং ৪৮৮৮ এর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দ হতে সমন্বয় দেখানো হয়েছে।
* দুইটি খাতের বিপরীতে কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্রয়ের কারণ বোধগম্য নয়।
* একই আইটেম যেমন টোনার, ইউপিএস, হার্ডডিস্ক ক্রয় দেখানো হয়েছে , ফলে ভিন্ন ভিন্ন খাত হতে ক্রয়ের কোন সুযোগ নেই।

অনিয়মের কারনঃ সরকারি অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা হয় নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবা্ব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যয় করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৬৪

শিরোনামঃ পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া বিল পরবর্তী বছরে পরিশোধ করায় সরকারের ২৩,০০০ (তেইশ হাজার) টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস কর্মকর্তার কাযার্লয়, মানিকগঞ্জ জেলার আওতাধীন মৎস বীজ উৎপাদন খামার, মানিকগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের নথি ও ষ্টেশনারী ক্রয় সংক্রান্ত বিল ভাউচার হতে দেখা গেল যে,

পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া বিল পরবর্তী বছরে পরিশোধ করায় সরকারের ২৩,০০০ টাকা ব্যয় অনিয়মিত।

* ১২.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ভাউচার নম্বর-১২ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া বিল বাবদ ২৩,০০০ টাকা পরিশোধ দেখিয়ে কোড নম্বর ৪৮৯৯ এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সমন্বয় করা হয়েছে।
* বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় পূর্ববতী বছরের যেমন ০৯.০১.২০১৭ খ্রিঃ ; ৬.০২.২০১৭ খ্রিঃ ; ০১.০৩.২০১৭ খ্রিঃ ; ১৭.০৪.২০১৭ খ্রিঃ এবং ২৫.০৪.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় দেখিয়ে তা সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে পরিশোধ না দেখিয়ে পরবর্তী অর্থ বৎসরে পরিশোধ দেখানো হয়েছে। যা অনিয়মিত।
* সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে ব্যয় নির্বাহ না করে বরাদ্দ অন্যত্র ব্যয় করে এই ভাউচারের টাকা বকেয়া হিসেবে ফেলে রাখা হয়েছিল। যা পরের ২০১৭-২০১৮ সালের বরাদ্দ হতে ব্যয় মিটানো হয়েছে।
* দোকান হতে বাকিতে মালামাল ক্রয় করে পরে পরিশোধ করাও অসম্ভব, সরকারি কাজ বাকিতে চলে না।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি কাজ বাকিতে করা যার্থাথ নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ বিভিন্ন সময়ের বকেয়া পরিশোধ না করে ফেলে রেখা

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল ।

অনুচ্ছেদ নং-২৬৫

wk‡ivbvgt AwfÁZv wewbgq mdi Dcj‡ÿ¨ AwZwi³ g~‡j¨ Mvwo fvov cÖ`vb Kivq AwbqwgZfv‡e 30,000 (ত্রিশ হাজার) UvKv e¨q|

weeiYt grm¨ I cªvwY m¤ú` gš¿bvj‡qi AvIZvaxb eªW e¨vsK ¯’vcb cÖKí 3q ch©vq Gi AvIZvq DbœZ eªW gvQ Drcv`b I cÖRbb c×wZ cÖK‡íi 2017-18 A\_© eQ‡ii gÄyix bs-4০ Gi Dci wbw`©óKiY wbixÿv Kvh©µ‡gi wnmve 29.01.19 wLªt n‡Z 04.02.19 wLªt ch©šÍ m¤úbœ& Kiv nq| wbixÿvKv‡j A\_© gÄyixi Av‡`k, AviwWwcwc, wewfbœ Li‡Pi, wej fvDPvi I Ab¨vb¨ Avbylw½K †iKW©cÎ ch©v‡jvPbvq †`Lv hvq †h,

AwfÁZv wewbgq mdi Dcj‡ÿ¨ AwZwi³ g~‡j¨ Mvwo fvov cÖ`vb Kivq AwbqwgZfv‡e 30,000 UvKv e¨q|

* grm¨ Awa`ß‡ii wbqš¿bvaxb eªW e¨vsK ¯’vcb cÖKí 3q ch©vq Gi AvIZvq DbœZ eªW gvQ Drcv`b I cÖRbb c×wZ cÖK‡íi 2017-18 A\_© eQ‡ii wnmve wbixÿvq †`Lv hvq grm¨ exR Drcv`b Lvgvi , †g‡nicyi Gi e¨e¯’vcK KZ…©K wej bs 69 ZvwiL 27/05/2018 †Z 25,000/- UvKv Ges wej bs 80 Zvs 27/05/2018 wLª: Gi gva¨‡g cÖwZw`b 12,500/- UvKv K‡i 04(Pvi) wU gv‡µvevm fvov KiZ:‡gvU (12,500 ×4 )= 50,000/- UvKv cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| (we‡ji Kwc mshy³)
* Av‡jvP¨ Lvgv‡ii wej b 40 Zvs 27/03/2018 Gi mve fvDPvi bs 5 I 6 Gi gva¨‡g wkÿv mdi Gi Rb¨ cÖwZw`b cÖwZ gv‡µvevm fvov eve` gvÎ 5,000/- UvKv K‡i cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| GKB ai‡Yi Kv‡Ri Rb¨ GKB GjvKvq åg‡Yi †ÿ‡Î fvovi GZ cv\_©K¨ nevi K\_v bq| myZivs AwZwi³ fvov (12,500-5000)= (7,500×4)= 30,000/- UvKv Av`vq‡hvM¨|

Awbq‡gi KviY: h\_vh\_fv‡e `i hvPvB bv K‡i AwZwi³ g~‡j¨ Mvwo fvov cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

wbixwÿZ cÖwZôv‡bi Reve : cÖ‡qvR‡bi wbix‡L AwZwi³ g~‡j¨ Mvwo fvov cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|

AwW‡Ui gšÍe¨ : Reve m‡šÍvmRbK bq| †Kbbv GKB mgqKv‡j GKB mg‡q Mvwo fvov wØ¸b nevi K\_v bq|

AwW‡Ui mycvwik : wØ¸b nv‡i A\_©vr AwZwi³ g~‡j¨ Mvwo fvov KiZ: miKvwi A\_© AcPq Kivi Rb¨ `vq-`vwqZ¡ wba©viY Kiv Avek¨K|

**অনুচ্ছেদ নং-২৬৬**

**শিরোনামঃ অনুমোদিত কৃষক/মৎস্য চাষীর তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষণ বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ৩৩,০০০ (তেত্রিশ হাজার) টাকা।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ ও আওতাধীন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নারায়নগঞ্জ সদর এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* অনুমোদিত কৃষক/মৎস্য চাষীর তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষণ বিল বাবদ ৩৩,০০০ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।
* অনুমোদিত কৃষক/মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর প্রশিক্ষণার্থীর বিল পরিশোধযোগ্য। কিন্তু নারায়নগঞ্জ সদর উপজেলায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নির্ধারিত কৃষক/মৎস্য চাষীগনের অনুমোদিত তালিকা এবং নিজস্ব পুকুর ব্যতীত প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অনিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।
* ফলে বিল নং-৭৫ তারিখঃ ১৩/০২/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১১,০০০ টাকা, বিল নং-৭৬ তারিখঃ ১৩/০২/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১১,০০০ টাকা, বিল নং-১২৮ তারিখঃ ২১/০৫/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১১,০০০ টাকা সর্বমোট ৩৩,০০০ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ অনুমোদিত কৃষক/মৎস্য চাষীর তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষণ বাবদ বিল প্রদান করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* তালিকা প্রণয়ন করেই কৃষক/মৎস্য চাষীদের মৎস্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরপর্তীতে প্রমাণকসহ বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* অনুমোদিত কৃষক/মৎস্য চাষীর তালিকা রেকর্ডপত্রে পাওয়া যায়নি। ফলে তালিকা ব্যতীত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* জবাবের স্বপক্ষে প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ- ২৬৭

**শিরোনামঃ** মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান এর ট্রলার ভাড়া মোড়েলগজ্ঞ উপজেলা কর্তৃপক্ষ কম হারে প্রদান সত্ত্বেও অন্যান্য উপজেলায় অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করায় সংস্থার ক্ষতি ২৭,১০০/- টাকা । (সাতাশ হাজার একশত টাকা মাত্র)।

বিবরনঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাগেরহাটের ২০১৭-২০১৮ সালের মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নিদৃষ্টিকরণ হিসাব ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে জাটকা নিধন ন**থিপত্র, মা ইলিশ সংরক্ষণ নথিপত্র** এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র **পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,**

**মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান এর ক্ষেত্রে ট্রলার ভাড়ার বিল মোরেলগঞ্জ উপজেলা কর্তৃপক্ষের তুলনায় অন্যান্য উপজেলায় অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করায় সরকারের ২৭,১০০/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।**

* মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৩.০০.০০০০.১২৭.০১.০০৫.১৫(অংশ-১)-৩০০ তারিখ ১৪/৯/১৭ মোতাবেক প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০১৭ এর প্রেক্ষিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর বাগেরহাট থেকে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান এর জন্য সভা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। সে প্রেক্ষিতে এখানে মোট ১০০ টি অভিজান করা হয়।
* সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ কর্তৃক ০১/৪/১৮ খ্রি: তারিখে প্রতিটি ট্রলার ভাড়া ১৫০০ টাকা করে ভাড়া করে অভিযান পরিচালনা করছে। অপরদিকে অন্যান্য উপজেলায় প্রতিটি ট্রলার ২২০০, ২০০০, ৩০০০, ৩২০০, ২৪০০ বিভিন্ন দরে অভিযান পরিচালনা করায় দর পার্থক্য জনিত কারণে ২৭,১০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

**অনিয়মের কারণঃ** ট্রলার ভাড়া অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করা।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানান যে, বিভিন্ন উপজেলায় টলারের প্রাপ্যতা, দূরত্ব ও সময় এবং আকারের ভিন্নতার কারণে অভিজান পরিচালনার ব্যয়ের পার্থক্য হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** বাগেরহাট জেলার সব উপজেলা নদীবেষ্টিত এবং সেখানেূ পর্যাপ্ত সংখ্যক নৌকা বা ট্রলার রয়েছে। অভিযানের ট্রলার ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত ভাড়ার হার যাচাই না করায় অতিরিক্ত হারে ভাড়া পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ক্ষতিজনিত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৬৮**

**শিরোনামঃ** ২০১৭ পঞ্জিকা বছরের তুলনায় ২০১৮ পঞ্জিকা বছরে কার্প জাতীয় মাছের রেনু কম উৎপাদন হওয়ায় ক্ষতি ২৪০০০ টাকা। (চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র।)

বিবরনঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার , বাগেরহাট এর ২০১৭-২০১৮ সালের মঞ্জুরী ও বরাদ্দভিত্তিক নিদৃষ্টিকরণ হিসাব নিরীক্ষায় রেনু বিক্রয় রেজিষ্টার, উৎপাদন পরিকল্পনাএবং তদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র **গত** ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

**মৎস্য খামারে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে কার্প জাতীয় মাছের রেনু কম উৎপাদন হওয়ায় সরকারের ২৪০০০/- টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।**

অনিয়মের কারণ:

* ২০১৭ পঞ্জিকা সালের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ০.৬৬ একর আয়তন বিশিষ্ট একটি পুকুরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫৫ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেনু উৎপাদীত হয়।
* ২০১৮ পঞ্জিকা সালে ঐ একই পুকুরে ৪৪ কেজি রেনু উৎপাদন হয়। সুতরাং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় রেনু কম উৎপাদন হয়েছে (৫৫-৪০)=১৫ কেজি । প্রতি কেজি রেনুর বিক্রয় দর ১৬০০/- টাকা হিসাবে মোট (১৬০০×১৫)=২৪০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তাঃ পরিশিষ্ট “২৬৮” তে দ্রঃ)।

অনিয়মের কারণঃ কার্প জাতীয় মাছের রেনু কম উৎপাদনে ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** অনুমোদিত উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী রেনু উৎপাদন করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করা বা বরাদ্দ ব্যয় করা সত্ত্বেও কম পরিমান রেণু উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ফলে সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** ক্ষতিজনিত টাকা সংশ্লিষ্ট খামার কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৬৯

শিরোনামঃ শ্রমিক মজুরি খাতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বিবিধ খাত হতে শ্রমিক মজুরি প্রদান করায় অনিয়মিত ব্যয় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এ শ্রমিক মজুরি খাতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বিবিধ খাত হতে শ্রমিক মজুরি প্রদান করায় ২০,০০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে।(বিস্তারিত ২৬৯/১-২ দ্রঃ)।

* কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স কার্যালয়ের অর্থনৈতিক কোড ৪৮৫১ খাতে শ্রমিক মজুরি বাবদ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। শ্রমিক মজুরি খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বিবিধ ৪৮৯৯ খাত হতে জাল মেরামতের শ্রমিক মজুরি প্রদান করায় ২০,০০০/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

অনিয়মের কারণঃ শ্রমিক মজুরি খাতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বিবিধ খাত হতে শ্রমিক মজুরি প্রদান করায় এ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক জাল মেরামত বাবদ শ্রমিক মজুরি অন্যান্য খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে। কোন অতিরিক্ত খরচ করা হয়নি। পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ শ্রমিক মজুরি খাতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বিবিধ খাত হতে জাল মেরামত বাবদ শ্রমিক মজুরি প্রদান করা অনুচিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ২৭০

শিরোনাম : সঠিকভাবে গাড়ী মেরামত না করে ৪৮,০৩৯ টাকা ব্যয় জনিত ক্ষতি। (আট চল্লিশ হাজার উনচল্লিশ টাকা মাত্র।)

বিবরণ : মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ভোলা এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রি: তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে এনটিটি ওয়াইড নিরীক্ষাকালে এ কার্যালয়ের একমাত্র গাড়ী নং ভোলা ঘ-০২-০০০৮ মেরামতের ব্যয় বিল, কোড নং ৪৯০১, ভাউচার সমূহ হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

সঠিকভাবে গাড়ী মেরামত না করে ৪৮,০৩৯ টাকা ব্যয় জনিত ক্ষতি।

* গাড়ী মেরামতের জন্য ড্রাইভারের কোন আবেদনপত্র নেই। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, গাড়ী মেরামতের কোন প্রয়োজন ছিল না।
* ভাউচারের মাধ্যমে যে, সকল নতুন পার্টস ক্রয় করা হয়েছে তার বিপরীতে কোন রিলিজ ম্যাটেরিয়াল হিসাবভুক্ত না করায় এবং নীলামে বিক্রি করা বা বাস্তবে না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, গাড়ী মেরামত করা হয়নি। সঙ্গত কারণে বিষয়টি গুরুতর অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে।

অনিয়মের কারণ : রিলীজ ম্যাটেরিয়াল না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, গাড়ী মেরামত করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : উত্থাপিত আপত্তির ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য : প্রদত্ত মন্তব্যে আপত্তি স্বীকৃতিলাভ করেছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত: ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

আপত্তি নং: ২৭১

শিরোনামঃ ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে কার্প জাতীয় মাছের রেনু কম উৎপাদন হওয়ায় ক্ষতি ২৪,০০০ টাকা। (চব্বিশ হাজার মাত্র।)

বিবরনঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, বাগেরহাট এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.১৯ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রেনু বিক্রয় রেজিষ্টার, উৎপাদন পরিকল্পনা এবং সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়

২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে কার্প জাতীয় মাছের রেনু কম উৎপাদন হওয়ায় ক্ষতি ২৪,০০০ টাকা।

(বিস্তারিত পরিশিষ্টে “ ২৭১ ” দ্রঃ)।

অনিয়মের কারণঃ রেনু পোনা কম উৎপাদন

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে কার্প জাতীয় মাছের রেনু ও পোনা কম মূল্যে বিক্রয় করায় সংস্থার ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: অবিলম্বে ক্ষতির টাকা আদায় করে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৭২

শিরোনামঃ মনোসেক্স তেলাপিয়া/কৈ মাছের এর আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি শীষক প্রশিক্ষণ কোস এ প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে খরচ প্রদর্শন করায় ক্ষতি ২২,০০০ (বাইশ হাজার) টাকা ।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস রংপুর বিভাগ, রংপুর এর উহার অধীনস্থ উপজেলা মৎস্য অফিস, সাঘাটা, গাইবান্ধা ও উপজেলা মৎস্য অফিস, সদর, রংপুর এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন-বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নথি, ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার সমুহ ও আনুসঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

মনোসেক্স তেলাপিয়া/কৈ মাছের এর আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এ প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে খরচ প্রদর্শন করায় ২২,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “২৭২/১-২’’ তে প্রদত্ত হলো।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে ক) উপজেলা মৎস্য অফিস সাঘাটা এর সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার হতে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রশিক্ষণের তারিখ ০৫/০২/২০১৭খ্রিঃ প্রশিক্ষনের কথা বলা হয়েছে এবং সে মোতাবেক পরিশিষ্টে বর্ণিত খরচসমূহ প্রদর্শন করা হয়েছে।

খ) উপজেলা মৎস্য কমকতার কাযালয়, সদর, রংপুরে ২৭/৫/১৮খ্রি: তারিখে প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রশিক্ষনের তারিখ অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক অর্থাৎ তাঁদের হাজিরা সংক্রান্ত তালিকা নথিতে পাওয়া যায়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আদৌ কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। প্রশিক্ষণের নামে খরচ প্রদশন করে বণিত টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতি মাষ্টার রোল প্রমাণক ব্যতীত অনিয়মিত ব্যয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ মৎস্য চাষীদের উপস্থিতি সংক্রান্ত তালিকা খুঁজে বের করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।কারণ, আপত্তি উত্থাপনকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছিল যার মধ্যে উক্ত তালিকা ছিল না।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো

**অনুচ্ছেদ নং-২৭৩**

**শিরোনামঃ** অনিয়মিতভাবে ক্রয়ের নামে ভাউচার সর্বস্ব ক্রয় করায় ক্ষতি ১৭,৩০০ (সতের হাজার তিন শত) টাকা।

**পরিশিষ্ট “ ক ’’**

**অনুচে্ছদ - ০১**

**বিবরণঃ** মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অফিস, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, রংপুর এর উহার অধীনস্থ জেলা মৎস্য অফিস বগুড়া ও উপজেলা মৎস্য অফিস ঠাকুরগাঁও এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০/০১/২০১৯খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে চলাকালীন বিল ভাউচার নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

অনিয়মিভাবে ক্রয়ের নামে ভাউচার সর্বস্ব ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি ১৭,৩০০ টাকার ক্ষতি করা হয়েছে। (বিস্তাঃ পরিঃ ২৭৩/২“ তে দেয়া হলো)।

* (ক) জেলা মৎস্য অফিস বগুড়ার ভাউচার নম্বর-৮৩, তারিখঃ ২২/০৫/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করা হয়। কিন্তু উক্ত মালামাল ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক কোন চাহিদা পত্র প্রদান করা হয় নাই। ক্রয়কৃত মালামালের মজুদ রেজিষ্টার ও পুরাতন মালামালের ডেড ষ্টক রেজিষ্টারে কোন এন্ট্রি করা হয় নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত পক্ষে উক্ত মালামাল ক্রয় করা হয়নি। ক্রয়ের নামে ভাউচার প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে ( প্রমাণক সংযুক্ত)।
* (খ) ক্রোড়পত্রে উল্লেখিত বিলের মধ্যে ক্রয় করে মজুদ রেজিষ্টারে মজুদ করে, পরবর্তীতে ইস্যু করা/বা ইস্যু প্রদর্শন/সংযোজন করা দেখান হয়। কিন্তু, যন্ত্রাংশ সংযোগের জন্য কোন মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কসপের সার্ভিসিং চার্জ বিল প্রদান করা হয়নি। এছাড়া, লগ বহি হতে দেখা যায় যে, ২২/১১/১৭খ্রি: তারিখে যন্ত্রাংশ সংযোজন দেখানো হলেও ঐ তারিখে মোটর সাইকেল যোগে ভ্রমণ করা হয়েছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ক্রয় ও সংযোগ না করে ক্রয়ের নামে ভাউচারে প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে বর্ণিত পরিমান টাকা ক্ষতি হয়েছে।

**অনিয়মের কারণঃ** ক্রয় না করেই ভাউচার সবর্স্ব ক্রয় কাযক্রম করা হয়েছে।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ** আপত্তিকৃত মালামালগুলি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ভাউচারের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছিল।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** জবাব গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ, ক্রয় করা হলে মালমাল মজুদ রেজিষ্টারে এন্ট্রি করা হতো এবং যথাযথ ভাবে বিলিবন্টন করা হতো।কিন্তু তা করা হয়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ** দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

**অনুচ্ছেদ নং- ২৭৪**

**শিরোনামঃ বিল নার্সারী স্থাপনের জন্য নির্ধারিত পুকুর এবং রেনু পোণা গ্রহীতার প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়ায় ক্ষতি ১৫০০০/- টাকা। (পনের হাজার টাকা মাত্র।)**

**বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বরিশালের হিসাব ২০/০১/২০১৯ থেকে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষা কালে বাজেট ফাইল, খরচের রেজিষ্টার ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,**

**বিল নার্সারী স্থাপনের জন্য নির্ধারিত পুকুর এবং রেনু পোণা গ্রহীতার প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়ায় ক্ষতি ১৫,০০০/- টাকা।**

* **মৎস্যজাত দ্রব্য খাতে পোনা অবমুক্ত এর উদ্দেশ্যে ৪.৫০ কেজি পোনা ক্রয় দেখিয়ে ১৫,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয় । আলোচ্য ব্যয়ের সমর্থনে পোণা মাছ অবমুক্ত নির্দেশাবলীর ক্রমিক নং ১২ (খ)এর (৬) মোতাবেক পোনা সরবরাহের নির্বাচিত জলাশয় /জলাভূমি /প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় পোনা মাছ যথাযথ ভাবে মজুদ করা / ছাড়া হয়েছে মর্মে উল্লেখ পূর্বক উপস্থিত কমিটির অন্যান্য সদস্যের সইযুক্ত একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করে অফিসে সংরক্ষণ করবেন।**
* **অথচ অত্র অফিসে নির্ধারিত পুকুর এবং রেনু পোনা গ্রহীতার প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়ায় উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।**

**অনিয়মের কারণঃ বিল নার্সারী স্থাপনের জন্য নির্ধারিত পুকুর এবং রেনু পোনা গ্রহীতার প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়ায় ক্ষতি।**

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র সংগ্রহ করে পরবর্তীতে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হবে।**

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পোনা মাছ অবমুক্ত নির্দেশাবলী যথাযথ ভাবে পরিপালন করা হয়নি।**

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ পোনা মাছ অবমুক্ত নির্দেশাবলী পরিপালন করা আবশ্যক।**

**অনুচ্ছেদ নং-২৭৫**

**শিরোনামঃ ডিপিপিতে মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও মোটর সাইকেল ক্রয় না করে অন্য প্রতিষ্ঠানের মোটর সাইকেল মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ১৩,৭০৬ (তের হাজার সাতশত ছয়) টাকা ব্যয়।**

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, কক্সবাজার এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষাকালে বাজেট, ব্যয় বিবরণী, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

* ডিপিপিতে মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও মোটর সাইকেল ক্রয় না করে অন্য প্রতিষ্ঠানের মোটরসাইকেল মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ১৩,৭০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
* অনুমোদিত ডিপিপি’র ৬৮০৭ কোডে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৪টি নতুন মোটর সাইকেলের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত সংস্থান মোতাবেক ৪টি মোটর সাইকেল ক্রয় করার নিয়ম থাকলেও কোন মোটরসাইকেল ক্রয় না করে বিল নং-১৫ তাং-১৩/০৫/১৮ এর মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানের মোটর সাইকেল নং-এ-০২-০০৭৬ এর মেরামত ও সার্ভিসিং বাবদ ১৩,৭০৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ অন্য প্রতিষ্ঠানের মোটরসাইকেল মেরামত করায় অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

* যথাসময়ে বরাদ্দ না পাওয়ায় মোটর সাইকেল ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। দাপ্তরিক প্রয়োজনে অন্য প্রতিষ্ঠানের মোটর সাইকেল মেরামত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* ডিপিপিতে মটরসাইকেল ক্রয়ের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও মোটর সাইকেল ক্রয় না করে অন্য প্রতিষ্ঠানের মোটর সাইকেল মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যায় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

* অনিয়মিত ব্যয়ের ব্যাখ্যা পূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৭৬

শিরোনামঃ সরবরাহকারীর বিভিন্ন বিল পরিশোধকালে সরকার নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৪,১৩৩ (চৌদ্দ হাজার একশত তেত্রিশ) টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট এর বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হবিগঞ্জ ও উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রি ও স্টেশনারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর বিল পরিশোধকালে সরকার নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ১৪,১৩৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তাঃ পরিশিষ্ট ২৭৬/১-৫ এ দ্রঃ)।

* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২১/০৬/২০১৭ খ্রি: তারিখের এস.আর.ও নং- ২০৫-আইন/আয়কর/২০১৭ মোতাবেক ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে ২% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা আবশ্যক।
* আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রি ও স্টেশনারী মালামাল ক্রয়ের বিল হতে ২% হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ১৪,১৩৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২১/০৬/২০১৭ খ্রি: তারিখের এস.আর.ও নং- ২০৫-আইন/আয়কর/২০১৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আপত্তিতে উল্লেখিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে। ৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২/০৬/১৭ খ্রি: তারিখে জারীকৃত আদেশ সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটি হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সকল বিল হতে বিধি অনুযায়ী ২% আয়কর কর্তন করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে ২% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২৭৭

শিরোনামঃ বিভিন্ন খাতের বিল পরিশোধকালে সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০,৩৩৭/- (দশ হাজার তিনশত সাইত্রিশ) টাকা।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট ও নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ, কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, ক্রয় সংক্রান্ত নথি, মেরামত নথি, গাড়ীর জ্বালানী সংক্রান্ত রেজিস্টার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

মত্স্য অধিদপ্তর, সিলেট এর জেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হবিগঞ্জ, উপজেলা মত্স্য কর্মকর্তার কার্যালয়, বাহুবল/নবীগঞ্জ এবং কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স, শান্তিগঞ্জ/কুর্শি কার্যালয়ে বিভিন্ন খাতের বিল পরিশোধকালে সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০,৩৩৭/- টাকা। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ২৭৭/১-৬ তে দ্রঃ)

* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ০৫/০৬/১৪ খ্রিঃ মোতাবেক সেবার কোড নং এস ০৩১.০০ মোতাবেক পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তনের হার ১৫% এবং টেইলারিং সপ হতে সেলাইয়ের ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তনের হার ১৫%, সেবার কোড নং এস ০২৪.০০ মোতাবেক আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে উত্পাদন পর্যায়ে ৬% এবং বিপণন পর্যায়ে ৪%, সেবার কোড নং এস ০৩৭.০০ যোগানদার পর্যায়ে ৫%, সেবার কোড নং এস ০০৮.১০ মোতাবেক ছাপাখানা পর্যায়ে ১৫% এবং সেবার কোড নং এস ০০৩.১০ মোতাবেক মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ এ যানবাহন মেরামতের ক্ষেত্রে ১০% উৎসে মূসক কর্তনের বিধান রয়েছে।
* আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন খাতের বিল পরিশোধকালে সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ১০,৩৩৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ০৫.০৬.২০১৪ খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আপত্তিতে উল্লেখিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে নির্ধারিত হারে উৎসে মূসক কর্তন করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃআপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-২৭৮

শিরোনামঃ সরকার নির্ধারিত দর অপেক্ষা কম দরে পোনা মাছ বিক্রয় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০,২৫০ (দশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিবরণঃ মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট মঞ্জুরীর অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-পরিচালক মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী এর অধীনস্থ অফিস নিমগাছী মৎস্য প্রকল্প (রাজস্ব) সিরাজগঞ্জ এর ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত সময়ে Appropriation Audit চলাকালীন পোনামাছ বিক্রয় বিল ভাউচার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

সরকার নিধারিত দর অপেক্ষা কম দরে পোনা মাছ বিক্রয় করায় সরকারের রাজস্ব ১০,২৫০/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট “২৭৮/১ ’’ তে প্রদত্ত হলো।

উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর পত্র নং-৩৩.০২.০০০.১২২.০১.১৩৮.৯৭.০৩- তারখ: ২৩/০১/২০১৭খ্রিঃ অনুযায়ী মৎস্য পোনা উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ছক পত্রের ৩নং পাতার ৭নং ক্রমিকে বলা হয়েছে যে, শিং/মাগুরের পোনা প্রতিটির বিক্রয় মূল্য নুন্যতম ২.২৫ টাকা নিধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে উল্লেখিত পরিমাণ মাছের পোনা বর্ণিত দরের চেয়ে কম দরে বিক্রয় করে আলোচ্য পরিমাণ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে ( প্রমাণক সংযুক্ত)।

অনিয়মের কারণঃ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম দরে বিক্রয়

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ খামারের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক পোনা বিক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে ।কারণ, বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া সত্ত্বেও কম দরে বিক্রয় করে ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়/দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করে অডিট অফিসে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৭৯

শিরোনামঃ সদ্য তৈরিকৃত গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মৎস কর্মকর্তার কাযার্লয়, গোপালগঞ্জ’এর আওতাধীন খামার ব্যবস্থাপক, মৎস বীজ উৎপাদন খামার, গোপালগঞ্জের ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকা হতে নির্মিত হ্যাচারীর নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

সদ্য সমাপ্ত গলদা চিংড়ি হ্যাচারি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

* পযর্বেক্ষণে দেখা যায় বিগত ৩০.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত প্রকল্প স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) , মৎস অধিদপ্তর, মৎস ভবন, ঢাকা হতে নির্মিত হ্যাচারীটি মৎস বীজ উৎপাদন খামারের ব্যবস্থাপক কর্তৃক পরিচালিত হয়।
* হ্যাচারিটির উৎপাদন কাযর্কম প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় ক্রয়কৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে পড়ছে। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হ্যাচারির মূল ফটক নষ্ট হওয়ার পথে, সবর্ত্র উঁইপোকার বসবাস।
* হ্যাচারিটি মূল খামার হতে প্রায় ৩ কিঃ মিটার দুরে জেলা মৎস কর্মকর্তার কাযার্লয়, গোপালগঞ্জ চত্বরে অবস্থিত।
* প্রকল্পটি ৩০ শে জুন ২০১৮ তে শেষ হলেও হ্যাচারিটি পরিচালনার জন্য কোন জনবল অদ্যাবধি নিয়োগ দেয়া হয় নি।
* মূল খামার হতে ৩ কিঃমিটার দুরে হ্ওয়ায় এবং জনবল নিয়োগ না করায় উহা পরিচালনা করা কষ্টকর।
* হ্যাচারিটি সরকারি বড় বড় রেইনট্রি গাছের নীচে অবস্থিত ফলে সারা বছরই উহা গাছের ছায়ায় আবৃত থাকে।
* হ্যাচারিতে রেনু উৎপাদন হয় মৌসুম ভিত্তিক ফেব্রুয়ারি হতে জুন মাস ।
* গলদা হ্যাচারিটি পরিচালনার জন্য খামারের কোন পযার্য়ের লোকবলের প্রশিক্ষন দেয়া হয়নি।
* সর্বোপরি আমাদের দেশের আবহাওয়া গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অনুকুল না। বেসরকারি পযার্য়ে স্থাপনকৃত এ ধরনের প্রকল্প সফল হয় নি। তা তত্বেওএর সাফল্য এর হার কেমন তা পযার্লোচনা করে প্রকল্পটি চালু করা আবশ্যক ছিল।

অনিয়মের কারণঃ পযার্প্ত যাচাই-বাছাই করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ এ ধরনের বিষয়টি ভাল করে তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রতিবেদন অডিটে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮০

শিরোনামঃ প্রকল্পে ব্যবহৃত ফানিচার, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও অন্যান্য মালামাল মৎস্য অধিদপ্তরে জমা না করা গুরুতর অনিয়ম।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, ¯^v`ycvwbi wPsox Pvl m¤úªmviY (2qch©vq) cÖKí, grm¨ Awa`ßi, XvKv এর ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ নিরীক্ষা সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষা ২০/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৪/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয় । নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের গাড়ী কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা না করা এবং প্রকল্পে ব্যবহৃত ফানিচার, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও অন্যান্য মালামাল মৎস্য অধিদপ্তরে জমা না করা গুরুতর অনিয়ম।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ¯^v`y cvwbi wPsox Pvl m¤úªmviY (2q ch©vq) প্রকল্পের জন্য একটি জীপগাড়ী, মা চিংড়ি লবণ পানি পরিবহনের জন্য ০৩টি মাল্টিমিডিয়া, প্রিন্টারসহ ৩৫টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ০৩টি ল্যাপটপ, ০৬টি ফটোকপি মেশিন, ২৯টি কম্পিউটার টেবিল, ৪৬টি স্টিল আলমারি, ১৫টি রেফ্রিজারেটর, ২৫টি জেনারেটর, ১১টি এয়ারকন্ডিশনার, ৫০টি থামোসটার হিটার ক্রয় করা হয়। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে প্রকল্প সমাপ্তির পরও কেন ফানিচারগুলি মৎস্য অধিদপ্তরে জমা করা হয়নি তা অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনিয়মের কারণঃ প্রকল্পের মালামাল প্রকল্প শেষে অধিদপ্তরে ফেরত প্রদান না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ কোন জবাব প্রদান করা হয় নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ যথাযথ নিয়ম অনুসরন করে প্রকল্পের মালামাল ফেরত প্রদান করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মালামাল ফেরত প্রদান করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮১

শিরোনামঃ ৩ টি উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস ৪টি মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি ৬ বৎসরে ৪৭ % যা আশা ব্যঞ্জক নয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন দেশের ০৩ টি উপকূলীয় জেলার ০৪ স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে অবতরণ কেন্দ্রের ডিপিপি, এপিপি, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য টেন্ডার নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি ৬ বৎসরে ৪৭ % যা আশা ব্যঞ্জক নয়।

* প্রকল্পটি ১৩.১১.২০১২ সালে প্রথম অনুমোদন হয়। পটুয়াখালী জেলার, কলাপাড়া উপজেলার আলীপুর ও মহিপুরে ২টি, পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার পাড়েরহাটে ১ টি এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে ১ টি করে মোট ৪ টি মৎস অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য সর্বশেষ ৫৯.৭০ কোটি টাকার প্রকল্প টি অনুমোদন হয়।

মূল প্রকল্প শুরুর সময় জুলাই/১২ প্রকল্প সমাপ্তির জুন/১৬ টাকার পরিমান ৪০.০০কোটি

১ম সংশোঃ ঐ ঐ জুন/১৮ টাকার পরিমান ৫৯.৭০ কোটি

বিশেষ সংশোঃ ঐ ঐ ডিসেম্বর/১৯ টাকার পরিমান বাড়েনি

* ২০১২ হতে ২০১৩ পযর্ন্ত ব্যয় ০.৮০ কোটি টাকা; ২০১৩ হতে ২০১৪ পযর্ন্ত ব্যয় ৪.৬৮ কোটি টাকা

২০১৪ হতে ২০১৫ পযর্ন্ত ব্যয় ০.১৬ কোটি টাকা ; ২০১৫ হতে ২০১৬ পযর্ন্ত ব্যয় ১.২৫ কোটি টাকা

২০১৬ হতে ২০১৭ পযর্ন্ত ব্যয় ০৩.৮৬ কোটি টাকা ; ২০১৭ হতে ২০১৮ পযর্ন্ত ব্যয় ১৭.৪৮কোটি টাকা বা মোট ব্যয় = ২৮.২৪ কোটি বা মোট ব্যয়ের ৪৭ % টাকা। অর্থাৎ বিগত ৬ বৎসরে ৫৯.৭০ কোটি টাকার বরাদ্দের বিপরীতে ২০১৭-২০১৮ পযর্ন্ত মাত্র ২৮.২৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট ব্যয়ের ৪৭ %। যা আশা ব্যঞ্জক নয়।

* বিগত ৬ বৎসরে ৪ টি মৎস অবতরন কেন্দ্রের মধ্যে কোন মৎস অবতরন কেন্দ্রই চালু হয় নি।।
* প্রকল্পের অবশিষ্ট ১৮ মাসে ৩১.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা আদৌ সম্ভব না।

অনিয়মের কারণঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীর গতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ আরডিwcwc Abyhvqx cÖK‡íi †gqv` RybÕ2012 n‡Z RybÕ2018 পর্যন্ত ছিল| পরে e¨q e„w× e¨wZ‡i‡K cÖK‡íi †gqv` 01(GK) eQi 06(Qq) gvm e„w× K‡i RybÕ2012 n‡Z wW‡m¤^iÕ2019 ch©šÍ| 1g cÖKí cwiPvjK wn‡m‡e wb‡qvM cÖ`vb Kiv nq MZ 30/04/2013| Aby‡gvw`Z wWwcwc‡Z AšÍf©~w³ Abyhvqx M„nvqY I MYc~Z© gš¿Yvj‡qi Aaxb nvDwRs GÛ wewìs wimvP© Bbw÷wUDU (HBRI) cÖKí cwiPvj‡Ki †Póvq 18.09.2013 Zvwi‡L cÖK‡íi wbg©vY I AeKvVv‡gvi Wªwqs, wWRvBb, cÖv°jb I `icÎ cÖ¯‘‡Zi Rb¨ cÖ‡KŠkjx wb‡qvM K‡i|

06(Qq) gvm AwZevwnZ n‡q hvq| wKš‘ civgk©K cÖwZôv‡bi cÖ‡KŠkjx/cÖwZôv‡bi Ae‡njv I bvbvb ARynv‡Zi Kvi‡Y cÖKí cwiPvj‡Ki Kvh©vjq Rwg AwaMÖnYKv‡j G Kv‡R `ÿ cÖvB‡fU cÖwZôvb mivmwi wb‡qv‡Mi gva¨‡g Rwgi m‡qj †U÷ Ges wWwRUvj mv‡f© m¤úbœ K‡i| Z\_vwc 1wU/2wU wbg©vY Kv‡Ri †UÛvi Avnevb Kiv n‡j 4wU †K‡›`ªi Land Development Gi †gvU ev‡RU eiv‡Ïi A\_© w`‡q ïaygvÎ Avjxcyi I gwncyi grm¨ †K‡›`ªi Land Development Gi KvRwU m¤úbœ Kiv hvq| Aciw`‡K Rate Shedule Gi cv\_©‡K¨i Kvi‡Y Aewkó wbg©vY Kv‡Ri †UÛvi Avnevb I g~j¨vqb cÖwµqv m¤úbœ Kiv hvqwb| Rate Shedule mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ cÖK‡íi 1g ms‡kva‡bi D‡`¨vM RyjvBÕ2015 †Z D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡jI ms‡kvab cÖ¯ÍvewU RyjvBÕ2012 n‡Z RybÕ2018 †gqv‡` MZ 25/10/2016 Zvwi‡L GK‡bK mfvq Aby‡gvw`Z nIqvi ci cÖkvmwbK Av‡`k cvIqv hvq MZ 08/12/2016 Zvwi‡L| G‡ÿ‡Î AviI cÖvq 01(GK) eQi 06(Qq) gvm wejw¤^Z nq|

Dchy©³ mgm¨vw` m‡Ë¡I cÖK‡íi AMÖMwZ 06 erm‡i 47%| G‡ÿ‡Î cªKí ev¯ÍevqbKvix ms¯’vi AvšÍwiK cÖ‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q| AvMvgx RybÕ2019 Gi g‡a¨B Avjxcyi I gwncyi grm¨ AeZiY †K›`ª 2wU Pvjy Kiv m¤¢eci n‡e| cvkvcvwk cv‡oi nvU I ivgMwZ grm¨ AeZiY †K›`ª 2wU AvMvgx wW‡m¤^iÕ2019 Gi g‡a¨ Pvjy Kiv m¤¢e n‡e | B‡Zvg‡a¨ AvBm cøv›U ¯’vc‡bi Rb¨ †UÛvi Avnevb cÖwµqvaxb i‡q‡Q GKB mv‡\_ cÖK‡íi AviwWwcwc ms‡kvab cÖ¯ÍveI cÖwµqvaxb i‡q‡Q| GgZve¯’vq, Rev‡ei Av‡jv‡K AvcwËwU wb®úwËi Rb¨ Aby‡iva Kiv †Mj|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। সেকারেনে সত্বর প্রকল্প বাস্তবায়ন ‍করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

Aby‡”Q` bs- ২৮২

শিরোনামঃ gvbwbqš¿Y cixÿvMvi, grm¨ Awa`ßi, PÆMÖvg Gi bgybv cixÿvi wd eve` cÖvß A\_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv cÖ`vb bv K‡i evwYwR¨K e¨vs‡K Rgv K‡i ivLv cÖms‡M|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন ‡KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ g¨v‡bRvi, gvbwbqš¿Y cixÿvMvi, grm¨ Awa`ßi, PÆMÖvg Gi 2017-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j e¨vsK wnmve weeiYx e¨vsK wkøc, m¨v¤új Kv‡jKkb †iwRóvi I Ab¨vb¨ †iK©WcÎ chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* ‡KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ g¨v‡bRvi, gvbwbqš¿Y cixÿvMvi, grm¨ Awa`ßi , PÆMÖvg Gi bgybv cixÿvi wd eve` cÖvß A\_©

miKvix †KvlvMv‡i Rgv cÖ`vb bv K‡i evwYwR¨K e¨vs‡K Rgv K‡i ivLv cÖms‡M|

* gvbwbqš¿Y cixÿvMvi, grm¨ Awa`ßi, PÆMÖvg AwdmwU wewfbœ cÖRvwZi grm¨ ißvbx KviK KZ…©K ißvbxi D‡Ï‡k¨ j¨ve‡iUix‡Z cixÿvi Rb¨ miKvi wbav©wiZ bgybv wd Av`vq Kiv nq| j¨ve‡iUix‡Z cÖ‡qvRbxq cixÿvi KvR m¤úv`b †k‡l mb` cÖ`vb K‡i \_v‡K|
* grm¨ Awa`ßi evsjv‡`k grm¨ feb, igbv, XvKv Gi cÎ bs 33.02.0000.124.92.001.15.-1222 ZvwiL: 19/06/2016 †Z bgybv cixÿY n‡Z cÖvß A\_© 30/06/2016 Zvwi‡Li †jb‡`b †k‡l RgvK…Z mgy`q A\_© mswkøó grm¨ gvbwbqš¿Y j¨ve‡iUwi Gi †KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ g¨v‡bRvi Gi AbyK~‡j cwiPvwjZ e¨vsK wnmv‡e ¯’vbvšÍi Ki‡Z n‡e (Kwc mshy³)|
* Dc‡iv³ Av‡`k †gvZv‡eK DccwiPvjK grm¨ cwi`k©b I gvb wbqš¿Y KZ©„K cwiPvwjZ GmGbwW wnmve bs 1015703000023 n‡Z †KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ K‡›Uªvj j¨ve, grm¨ Awa`ßi ,PÆMÖvg Gi GmGbwW wnmve bs-1015703000029 †Z 6,81,87,340/- UvKv 07/08/2016 Zvwi‡L ¯’vbvšÍvi Kiv nq| wKš‘ DccwiPvjK grm¨ cwi`k©b I gvb wbqš¿Y KZ©„K cwiPvwjZ GmGbwW wnmve bs 1015703000023 †Z 07/08/2016 wLª: Zvwi‡L KZ UvKv w¯’wZ wQj Zv D‡jøL †bB|
* 30/06/2018 wLª: Zvwi‡L †KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ K‡›Uªvj j¨ve, grm¨ Awa`ßi, PÆMÖvg Gi bgybv cixÿY n‡Z cÖvß wewfbœ wd eve` Av`vqK…Z 8,83,15,480/- UvKv †mvbvjx e¨vsK wj: cvuPvjvBk kvLvq GmGbwW wnmve bs-1015703000029 †Z w¯’wZ ‡`Lv‡bv n‡q‡Q (e¨vsK wnmve weeiYx mshy³)|
* ‡UªRvix iæjm& Ges Dnvi Aax‡b cÖbxZ mvewmwWqvix iæjm& 1g L‡Û ewY©Z wU Avi 7 Abyhvqx miKv‡ii ivR¯^ eve` A\_ev miKv‡ii wRb¥vq Rgv ivLvi Rb¨ miKvix Kg©Pvix‡`i Øviv M„nxZ A\_ev Zvnv‡`i wbKU RgvK…Z mgy`q A\_© AbwZ wej‡¤^ e¨vs‡K Rgv Ki‡Z n‡e Ges miKv‡ii wnmv‡e AšÍf~©³ Ki‡Z n‡e| Dc‡iv³ A\_© wefvMxq e¨q wbev©‡ni Rb¨ e¨envi Kiv hv‡e bv| wKsev miKv‡ii wnmv‡ei evwni Ab¨ ‡Kvbfv‡e ivLv hv‡e bv| miKv‡ii †Kvb wefvM miKv‡ii ivR¯^ eve` cÖvß A\_© miKv‡ii wnmv‡ei evwn‡i ivL‡Z cv‡i bv|
* bgybv cixÿY wd eve` cÖvß A\_© miKvix †KvlvMv‡i Rgv bv K‡i evwYwR¨K e¨vs‡K Rgv ivLv n‡q‡Q Ges D³ RgvK…Z A\_© n‡Z j¨ve‡iUixi wewfbœ cÖKv‡ii e¨q wbev©n Kiv n‡q‡Q/n‡”Q Zv wbixÿv‡K AewnZ Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq|

অনিয়মের কারণ: ‡UªRvix iæjm& Ges Dnvi Aax‡b cÖbxZ mvewmwWqvix iæjm& 1g L‡Û ewY©Z wU Avi 7 লংঙ্গ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ grm¨ cwi`k©b I gvbwbqš¿Y wewagvjv-1997 Gi 18 aviv Ges Dcwewa 3 I 4 Gi Av‡jv‡K RvZxq ißvbx Ae¨vnZ ivLvi ¯^v‡\_© grm¨ cwi`©kb I gvbwbqš¿Y `ßi I j¨v‡ei Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ ivóªqvZ¡ †mvbvjx e¨vs‡Ki wnmve cwiPvjbv Kiv nq|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ‡UªRvix iæjm& Ges Dnvi Aax‡b cÖbxZ mvewmwWqvix iæjm& 1g L‡Û ewY©Z wU Avi 7 Abyhvqx miKv‡ii ivR¯^ eve` A\_ev miKv‡ii wRb¥vq Rgv ivLvi Rb¨ miKvix Kg©Pvix‡`i Øviv M„nxZ A\_ev Zvnv‡`i wbKU RgvK…Z mgy`q A\_© AbwZ wej‡¤^ e¨vs‡K Rgv Ki‡Z n‡e Ges miKv‡ii wnmv‡e AšÍf~©³ Ki‡Z n‡e| Dc‡iv³ A\_© wefvMxq e¨q wbev©‡ni Rb¨ e¨envi Kiv hv‡e bv| wKsev miKv‡ii wnmv‡ei evwni Ab¨ ‡Kvbfv‡e ivLv hv‡e bv| miKv‡ii †Kvb wefvM miKv‡ii ivR¯^ eve` cÖvß A\_© miKv‡ii wnmv‡ei evwn‡i ivL‡Z cv‡i bv wb‡`k©bv \_vKvi ciI e¨vwYwR¨K e¨vs‡K Gi gva¨‡g wnmve cwiPvjbv Kiv h\_vh\_ nqwb `ªæZ miKvix wd Gi UvKv miKvix †KvlvMv‡i Rgv Kiv আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ `ªæZ miKvix wdÔi UvKv miKvix †KvlvMv‡i Rgv K‡i wbixÿv Awdm‡K AewnZ Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv।

Aby‡”Q` bs-২৮৩

শিরোনামঃ ‡KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ g¨v‡bRvi, gvbwbqš¿Y cixÿvMvi, grm¨ Awa`ßi, PÆMÖvg G Kg©iZ Kg©KZv© I

Kg©Pvix‡`i gš¿Yvjq KZ©„K gÄyixK…Z c` A‡cÿv AwZwi³ c‡` †eZb fvZvw` cwi‡kva RwbZ Awbqg|

weeiY: মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন ‡KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ g¨v‡bRvi, gvbwbqš¿Y cixÿvMvi, grm¨ Awa`ßi, PÆMÖvg Gi 2017-2018 mv‡ji নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক হিসাব 2০/0১/2019 wLª: n‡Z ৩০/0৪/2019 wLª: ch©šÍ mgq wbixÿvKv‡j †eZb fvZvw` I Ab¨vb¨ bw\_ †iwRóvi chv©‡jvPbvq cwijwÿZ nq †h,

* ‡KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ g¨v‡bRvi, gvbwbqš¿Y cixÿvMvi, grm¨ Awa`ßi, PÆMÖvg G Kg©iZ Kg©KZv© I

Kg©Pvix‡`i gš¿Yvjq KZ©„K gÄyixK…Z c` A‡cÿv AwZwi³ c‡` †eZb fvZvw` cwi‡kva RwbZ Awbqg|

* A\_© gš¿Yvjq, A\_© wefvM, e¨q wbqš¿Y AwakvLv-4, cÎ bs-07.154.05.33.02.004.2012.04 ZvwiL 04/02/2014 wLª: †gvZv‡eK grm¨ Awa`ß‡ii 926 wU c‡`i g‡a¨ K¨vWvi 637wU c` ¯’vqxfv‡e m„wó Kiv nq Ges Ab¨vb¨ 289 wU c` Av‡`k Rvixi ZvwiL n‡Z eQi eQi msiÿ‡Yi wfwË‡Z A¯’vqxfv‡e m„wó Kiv nq|
* grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿Yvj‡q, grm¨ -1 AwakvLv cÎ bs-33.00.0000.126.08.003.13 (1 LÛ)-186 ZvwiL 08/04/2014 wLª: Abyhvqx 637wU wewmGm (grm¨) K¨vWv‡i 686wU c` ¯’vqxfv‡e m„Rb Av‡`k Rvix Kiv nq| D‡jøwLZ ¯§vi‡Ki Av‡jv‡K grm¨ cwi`k©b I gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUix PÆMÖvg G 01 (GK) wU gvÎ c` m„wó Kiv nq|
* grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿Yvjq, grm¨-1 AwakvLv Awdm Av‡`k bs 33.00.0000.126.05.056.15.230 ZvwiL: 10/05/2016 wLª: †gvZv‡eK †KvqvwjwU G¨vmy‡iÝ g¨v‡bRvi 01wU, Awdm mnKvix Kvg gy`ªvÿwiK 01wU K¨vwkqvi 1 wU ‰bk cÖnix 1wU grm¨ cwi`k©b I gvb wbqš¿Y Awdmvi1wU, gvB‡µvev‡qvjwRó 4wU †UKwbK¨vj Gwmó¨v›U 1wU, j¨ve‡iUix Gwmó¨v›U 1wU j¨ve‡iUix G¨‡Ub‡W›U 1wU grm¨ cwi`k©b I gvb wbqš¿Y Awdmvi 1wU ev‡qv‡Kwgó 1wU, †UK‡bvjwRó 1wU, †UKwbK¨vj GwmóU¨›U 1wU, j¨ve‡iUix Gwmó¨v›U 1wU, j¨ve‡iUix G‡Ub‡W›U 1wU c` m„wó Kiv nq|
* A\_© gš¿Yvjjq A\_© wefvM 04/01/2014 wLª: Zvwi‡Li D‡jøwLZ ¯§vi‡K grm¨ cwi`k©b I gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUix PÆMÖvg Gi Rb¨ †KejgvÎ 1wU c` m„wó nq| A\_© gš¿Yvj‡qi 04/02/2014 wLª: Zvwi‡Li ¯§viK I grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿Yvj‡qi 08/04/2015 I 10/05/16 wLª: Zvwi‡Li c` m„wó Av‡`‡ki g‡a¨ †Kvb wgj †bB| AwawKš‘ grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿Yvj‡qi 10/05/2016 wLª: Zvwi‡Li Kw¤úDUvi Awdm mnKvix I Mvox Pvj‡Ki c` †Rjv grm¨ K·evRv‡ii Rb¨ m„wó Kiv nq| wKš‘ D³ c` avix‡`i grm¨ I gvb wbqš¿Y j¨ve‡iUix n‡Z †eZb fvZvw` cÖ`vb Kiv nq|
* A\_© gš¿Yvjq I grm¨ cÖvwY m¤ú` gš¿Yvj‡qi ¯§viK ¸‡jv chv©‡jvPbv Ki‡j j¨ve‡iUix Kvhv©jq ïaygvÎ 01 (GK) Rb †M‡R‡UW Kg©KZv©i †eZb cÖvc¨ n‡eb|
* A\_© gš¿Yvjq KZ©„K gÄyixK…Z c` A‡cÿv AwZwi³ c‡` †eZb fvZvw` cÖ`v‡bi KviY wbixÿv‡K AewnZ Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq|

অনিয়মেরকারণ:

* A\_© gš¿Yvjq Ges grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿Yvj‡qi Av‡`k লংঙ্গ।

অডিটিপ্রতিষ্ঠানেরজবাবঃ

* ‡KvqvwjwU K‡›Uªvj j¨ve G Kg©iZ mKj Kg©KZv© I Kg©PvixMY c~‡e© grm¨ cwi`k©b I gvb wbqš¿Y `ß‡i gÄyixK…Z c‡` j¨v‡e Kg©iZ wQ‡jb| cieZx©‡Z j¨ve fvM n‡q hvIqvq gÄyixK…Z c` mg~n gš¿Yvj‡qi Av‡`‡k †KvqvwjwU K‡›Uªvj j¨v‡e n¯ÍvšÍi Kiv nq|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

* জবাব যথায\_ bq| A\_© gš¿Yvjq Ges grm¨ gš¿Yvj‡qi Av‡`©k Abyhvqx c`¯’vcb nqwb weavq `ªæZ gÄyixK…Z c` mg~n A\_© gš¿Yvjq KZ©„K ms‡kvab Kivi e¨e¯’v MÖnY A\_ev A\_© gš¿Yvjq I grm¨ cÖvwY m¤ú` gš¿Yvj‡qi Av‡`k †gvZv‡eK Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnY Kiv আবশ্যক।

নিরীক্ষারসুপারিশঃ

* wbixÿv gšÍe¨ Abyhvqx Kvh©Kix e¨e¯’v MÖnb K‡i wbixÿv Awdm‡K AewnZ Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮৪

শিরোনামঃ নির্ধারিত দর অপেক্ষা রডের মূল্য অতিরিক্ত দরে পরিশোধ করায় সরকারের ১৫,৬৯,৬৫৪ ( পনের লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শত চুয়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরনঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে র্নিরীক্ষাকালে এষ্টিমেট, টেন্ডার ডকুমেন্টস, সিডিউল, এপিপি, বিল-ভাউচার ও বাড়ি নির্মাণের নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

নির্ধারিত দর অপেক্ষা রডের মূল্য অতিরিক্ত দরে ঠিকাদারকে পরিশোধ করায় সরকারের ১৫,৬৯,৬৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

* ঠিকাদারের বিল হতে দেখা যায় প্রতি কুইন্টাল রডের মূল্য ৯,৪২৩ টাকা দরে পরিশোধ করা হয়েছে।
* কিন্তু পিডব্লিউডি রেট সিডিউল মোতাবেক প্রতি কুইন্টাল রডের মূল্য ৮,৫০০ টাকা। ফলে আলোচ্য ক্ষেত্রে ৯,৪২৩-৮,৫০০= ৯২৩ টাকা বেশী দরে বিল পরিশোধ করায় ৯২৩ ×১৭০০.৬ = ১৫,৬৯,৬৫৪ টাকা অতিরিক্ত ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ ewY©Z Kv‡Ri †¶‡Î 2,96,92,625.40 (`yB †KvwU wQqvbeŸB j¶ weivbeŸB nvRvi QqkZ cuwPk UvKv Pwjøk cqmv) UvKvi Kvh©v‡`k c«`vb Kiv nq| GLv‡b c…\_Kfv‡e iW AvB‡U‡gi `icÎ Avnevb Kiv nqwb| GwU GKwU c¨v‡K‡Ri AvIZvq Avnevb Kiv n‡q‡Q| G †¶‡Î wej cwi‡kv‡a miKvix Av‡`k c«wZcvjb c~e©K wVKv`v‡ii DwjøwLZ `i Abymv‡i c«wZwU AvB‡U‡gi wej hvPvB c~e©K 2,96,77,115.33 (`yB †KvwU wQqvbeŸB j¶ mvZvËi nvRvi GKkZ c‡bi UvKv †ZwÎk cqmv) cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| GLv‡b cwi‡kvwaZ wej †gvU চুক্তি g~j¨ AwZµg K‡iwb|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ পিডব্লিউডি রেট সিডিউলে ঠিকাদারের লাভ, আয়কর, ভ্যাট, অপচয়, শ্রমিক মজুরী প্রভৃতি সমূদয় ব্যয় যোগ করে সরকারি দর তৈরি করা হয়েছে। ফলে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত দরে অতিরিক্ত লাভ প্রদানের কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮৫

শিরোনামঃ চূড়ান্ত এষ্টিমেটের নির্ধারিত পরিমান কাজ অপেক্ষা ১৪,৪৩,০৩৬ (চৌদ্দ লক্ষ তিতাল্লিশ হাজার ছত্রিশ টাকা) টাকার বেশী কাজ করা অনিয়মিত।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার, এমবি ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

চূড়ান্ত এস্টিমেটে নির্ধারিত পরিমান কাজ অপেক্ষা ১৪,৪৩,০৩৬ টাকার বেশী কাজ করা অনিয়মিত (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ২৮৫ তে দ্রঃ)।

* আলোচ্য কাজের বিস্তারিত ডকুমেন্টস যেমন ড্রইং ডিজাইন, সিডিউলসহ যাবতীয় কাজ অভিজ্ঞ ঠিকাদারি ও কনসালটেন্ট র্ফাম দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। পরে উপসহকারি প্রকৌশলী, সহকারি প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই-বাছাই এর পরে তা অনুমোদিত হয়। কেবলমাত্র সিভিল ওর্য়াক যাচাই করে দেখা যায় অসংখ্য আইটেমে কাজের পরিমান বাড়ানো হয়েছে, যা যথাযথ নয়। অবকাঠামো নির্মাণের জমির পরিমান বাড়ানো হয়নি।
* কারণ কাজটি ছিল ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার কাজ। সুতরাং কাজটি পূর্বের অবকাঠামোর উপর করা হয়েছে। কাজ শুরুর পরে এক দফায় কাজের এষ্টিমেট সংশোধন করা হয়েছে ফলে পরে কাজ বেশী করা দেখানো যর্থাথ নয়।
* এষ্টিমেটের সিভিল কাজের আইটেম নম্বর- ১.০১(!); ১.০২(!)(!!); ১.০৩; ১.০৬ এ এ৩(!!); ১.০৬ এ এ৪(!); ঐ এ৪(!!); ঐ এ৫(!!); ঐ এ৫(!!); সি সি৩(!); ঐ সি৩(!!); সি৪(!); সি৪(!!); ডি(!); ডি(!!); ১.০৭; ১.০৯ ও ১.১১ তে যে পরিমানের কাজ করার কথা তার চেয়ে বেশী পরিমান কাজ করা দেখানো হয়েছে যা আদৌ সম্ভব নয় ।ফলে কাজের মান সন্দেহ জনক।

অনিয়মের কারণঃ যথাযথভাবে কাজ করা হয়নি।

নিরীক্ষিতcÖwZôv‡bi Revet ewY©Z Kv‡Ri †¶‡Î cieZ©x‡Z 260 eM©dyU evov‡bv n‡q‡Q| G‡Z K‡i wKQy AvB‡U‡gi cwigvb Kg †ewk n‡q‡Q| †hgb 2q I 3q †d¬v‡ii wewfbœ cyiæ‡Z¡i B‡Ui †`qvj wbg©vY msµvšÍ AvB‡U‡gi cwigvb †e‡o‡Q| B‡Ui †`qvj wbg©v‡Yi Kvi‡Y Aviwmwm XvjvB msµvšÍ wewfbœ AvB‡U‡gi cwigvY K‡g‡Q| D‡jøL¨ †h, wVKv`v‡ii c«`Ë `‡i B‡Ui †`qv‡ji Rb¨ cÖ`Ë `i Aviwmwm XvjvB‡qi Zyjbvq Kg wQj| G Kvi‡Y P~ovšÍ wn‡m‡e g~j Pyw³g~j¨ A‡c¶v Kg wej wVKv`vi‡K cwi‡kva Kiv n‡q‡Q (mshyw³-K, L, M)|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। সংশোধিত চূড়ান্ত এষ্টিমেট অপেক্ষা বেশী কাজ করা দেখানো হয়েছে। যা যথাযথ নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮৬

শিরোনামঃ বিএফডিসি বিল্ডিংএর ৭ম তলায় মেশিন রুম নির্মাণ কাজের নামে চূড়ান্ত বিল বাবদ মোট ৫,৪৫,৬৩৯ ( পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শত উনচল্লিশ ) টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেশিন রুম নির্মাণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার, এমবি ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

বিএফডিসি বিল্ডিংএর ৭ম তলায় লিফটের মেশিন রুম নির্মাণ কাজের নামে চূড়ান্ত বিল বাবদ মোট ৫,৪৫,৬৩৯ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ অনিয়মিত ব্যয়।

* বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিজস্ব ভবনের ৭ ম তলায় লিফটের মেশিন রুম নির্মাণ কাজের বিপরীতে মেসার্স স্বপ্না কনষ্ট্রাকশন এর দরপত্রে উদ্বৃত দর ৫,১৭,২০০ টাকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় পত্র নং- ৩৩.০৩.০০০০.১০২.০৩.২২৪.১৭.১৮৯(১১) তারিখ ০৭.০৫.২০১৭ তে কাযার্দেশ জারী করা হয়।
* ঠিকাদার কর্তৃক ০২.০৪.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৫,১৭,২০০ টাকার কাযার্দেশের বিপরীতে ৭,৮৯,২৫৭ টাকার বিল দাখিল করে তা পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হয়।
* সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বিলটি কাটাকাটি করে ৫,৪৫,৬৩৯ টাকা ভাউচার নম্বর ৯৮৫ এবং ০৬.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৫,৪৫,৬৩৯ টাকা পরিশোধ করা হয়।
* বিল সিপিডব্লিউ কোড এর বিধি ২১২ মোতাবেক এবং সরকারি নির্ধারিত ফরম ২৪,২৫,২৬,২৭ ও ২৮ মাধ্যমে দাবী করা হয়নি।
* ঠিকাদারের বিল কাটাকাটি করে তা কমিয়ে কেন ৫,৪৫,৬৩৯ টাকা করে পরিশোধ করা হয়। ফলে ৫,৪৫,৬৩৯ – ৫,১৭,২০০ =২৮,৪৩৯ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হল।
* কাযার্দেশ ছিল ৫,১৭,২০০ টাকার কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক দাবী করা হয় ৭,৮৯,২৫৭ টাকার। ঠিকাদার বেশী কাজ না করলে সে কেন বেশী করল তা বোধগম্য নয়।
* সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিমাপ করে নির্ধারিত ফরমে বিল তৈরি করে পরিশোধ করার বিধান রয়েছে তা অনুসরন না করার কারণ বোধগম্য নয়।

অনিয়মের কারণঃ যথাযথভাবে কাজ করা হয়নি।

নিরীক্ষিত cÖwZôv‡bi Revet আলোচ্য Kv‡Ri Rb¨ †gmvm© ¯^cœv KÝ÷«vKkb‡K 5,17,200 (cvuP j¶ m‡Zi nvRvi `yBkZ) UvKvi Kvh©v‡`k c«`vb Kiv nq| KvR m¤úv`b K‡i wVKv`vix c«wZôvb †gmvm© ¯^cœv KÝU«vKkb 7,89,257 (mvZ j¶ EbbeŸB nvRvi `yBkZ সাতান্ন) UvKvi wej `vex K‡i। `vwqZ¡cÖvß cÖ‡KŠkjx‡`i gva¨‡g wba©vwiZ KvR Ôcwigvc ewnÕ‡Z wjwce× Kiv nq| Dল্লেখ্য †h, wjdU mieiv‡ni mgq wjdU mieivnKvix cÖwZôvb nivBRb †UK‡bv wjt Gi wb‡`©kbv †gvZv‡eK wKQy AvB‡Ugf~³ KvR AwZwi³ cwigv‡Y m¤úv`b Kiv nq| Dnv‡Z c«K…Z m¤úvw`Z Kv‡Ri g~j¨ `vuovq 5,45,639/- (cvuP j¶ cqZvwj­k nvRvi QqkZ EbPwjøk) UvKv hv Kvh©v‡`k cÖ`Ë g~j¨ A‡c¶v 28,439/- (AvUvk nvRvi PvikZ EbPwjøk) UvKv †ewk| cÖK…Z cÖ‡qvR‡bi wbix‡L Kv‡Ri cwigvY wKQyUv e…w× cvIqvq 28,439/- (AvUvk nvRvi PvikZ EbPwjøk) UvKvi wej e…w× cvq| h\_vh\_ KZ©…c‡¶i Aby‡gv`bµ‡g m¤úvw`Z Kv‡Ri wecix‡Z AwZwi³ Kv‡Ri g~j¨mn 5,45,639/- (cvuP j¶ cqZvwjøk nvRvi QqkZ EbPwjøk) UvKvi wej cwi‡kva Kiv nq|

wej wmwcWweøD †KvW Gi wewa 212 †gvZv‡eK Ges miKvwi wba©vwiZ dig 24, 25, 26, 27 I 28 Gi gva¨‡g `vex Kiv nqwb wbix¶v `‡ji civgk© Abyhvqx cieZ©x Kvh© m¤úv`‡bi †¶‡Î welqwU Aek¨B AbymiY Kiv n‡e|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। কারণ কাযার্দেশ ছিল ৫,১৭,২০০ টাকার কিন্তু ঠিকাদার কর্তৃক দাবী করা হয় ৭,৮৯,২৫৭ টাকার। ঠিকাদার বেশী কাজ না করলে ঠিকাদারের বেশী অর্থ দাবী করল তা বোধগম্য নয়। ঠিকাদারের বিল কাটাকাটি করে ২৮৪৩৯ টাকার অতিরিক্ত বিলসহ ৫,৪৫,৬৩৯ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। অতিরিক্ত কাজের কোন অনুমোদন ছিল না। সিপিডব্লিউ কোড এর বিধি ২১২ মোতাবেক বিল দাবী করা হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ মীমাংসামূলক জবাব প্রদান করা অন্যথায় দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮৭

শিরোনামঃ লিফট সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজের নামে সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জরিমানা বাবদ ৩,২০,০০০ (তিন লক্ষ বিশহাজার) টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ভবনের লিফট বসানোর কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

লিফট সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজের নামে সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জরিমানা বাবদ ৩,২০,০০০ টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

* ১৬.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের কাযার্দেশ মোতাবেক ভবনের লিফট সরবরাহসহ সংস্থাপনের সর্বশেষ সময় ছিল ১৫.০৪.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ।
* কিন্তু সরবরাহকারি কর্তৃক সরবরাহে ব্যর্থতায় ২৭.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আনুমানিক আরো ৩ মাস সময় বাড়ানোর জন্য বলা হলেও কর্তৃপক্ষ অতি উৎসাহী হয়ে ৩ মাসের পরিবর্তে ৮ মাস সময় বাড়িয়ে ১৫.১২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখ করা হয়। ফলে ৫ মাসের অতিরিক্ত সময় বাড়ানো হয়।
* তদপরি ১৫.১২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে লিফট সরবরাহে ব্যর্থতায় কর্তৃপক্ষ সরবরাহকারির কোন আবেদন না থাকা সত্বেও ০৫.০১.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত ২১ দিন সময় সরবরাহকারিকে জরিমানা হতে রক্ষা করার জন্য তার প্রতি আনুকূল্য প্রর্দশন করা হয়েছে।
* ফলে প্রতিষ্ঠান ৫ মাস ২১ দিনের অর্থের জরিমানা বাবদ মোট কাজের সর্বোচ্চ ১০% বাবদ ৩,২০,০০০ টাকা পরিমান জরিমানার অর্থ হতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ জরিমানার টাকা আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রধান কার্যালয়ের লিফট সংস্থাপনের জন্য মেসার্স হরাইজোন টেকনো লিঃ কে ৩২,০০,০০০ (বত্রিশ লক্ষ) টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়**।** লিফট সরবরাহ ও সংস্থাপনের জন্য ০১ (এক) মাস সময় দেয়া হয়। উক্ত লিফটটি বিদেশ থেকে আমদানী করার ক্ষেত্রে সময় ব্যয় হয়**।** লিফট মেশিন রুম নির্মাণ করার ক্ষেত্রে কাজের ধাঁচ ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্মাণ কাজ দীর্ঘায়িত হয়**।** ফলে লিফট সরবরাহ পাওয়া স্বত্বেও লিফট মেশিন রুম যথাসময়ে নির্মাণ না হওয়ায় লিফট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। উদ্ভুত বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে লিফট সরবরাহ ও সংস্থাপনের সময় দুই দফায় অতিরিক্ত ০৫ মাস ২১ দিন সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে**।** লিফট মেশিন রুম প্রস্তুত করা সম্ভব না হওয়ায় লিফট সরবরাহ ও সংস্থাপনকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জরিমানা আদায় করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। কারণ ২৭.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৩ মাসের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হলে ৩ মাসের পরিবর্তে ৮ মাস সময় বাড়ানো হয়। তারপরেও লিফট লাগানো হয় নি। ফলে আবেদিত সময়ের চেয়ে ৫ মাস অতিরিক্ত সময় বাড়ানো হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমানক অডিট অফিসে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হল

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮৮

**শিরোনামঃ প্রধান কাযার্লয় এর লিফটের যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নামে প্রতিষ্ঠানের ২,৫২,৬২২ ( দুই লক্ষ বাহান্ন হাজার ছয়শত বাইশ টাকা ) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় যা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণঃ মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকার ২০১৭-২০১৮ সালের হিসাব ২০.০১.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০.০৪.২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট, বিল ভাউচার, এমবি ও অন্যান্য নথিপত্র হতে দেখা গেল যে,

প্রধান কাযার্লয় এ লিফট সংযোজনের সময় যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নামে প্রতিষ্ঠানের ২,৫২,৬২২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় যা আর্থিক ক্ষতি।

* প্রধান কাযার্লয় এ লিফট সংযোজনের জন্য ১৬.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং- ৩৩.০৩. ০০০০. ১০২.০৩.২২৪.১৭.১১৫(১০) এর মাধ্যমে মেসার্স হরাইজোন টেকনো লিঃ কে ৩২,০০,০০০ টাকার কাযার্দেশ দেয়া হয়।
* ঠিকাদার কর্তৃক সমুদয় যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে লিফট সংযোজন করবে।
* কিন্তু ভাউচার নম্বর- ৭৬৮ তারিখ ২৭.০৫.২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৮৬,৫৬২ টাকা এবং ভাউচার নম্বর-৯২৫ তারিখ ২০.০৫.২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১,৬৬,০৬০ টাকার সর্বমোট ২,৫২,৬২২ টাকার অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে । যা ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ সহ লিফট সংযোজন করবে।

অনিয়মের কারণঃ ক্রয় করা যথাযথ হয়নি।

নিরীক্ষিত cÖwZôv‡bi Revet wjdU ms¯’vc‡bi Rb¨ †gmvm© nivB‡Rvb †UK‡bv wjt †K 32,00,000/- (ewÎk j¶) UvKvi Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| D³ wVKv`vix c«wZôvb‡K ïaygvÎ wjdU mieivn I ms¯’vcb Kivi Rb¨ Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| †h‡nZy B‡jKwU«K KvR m¤úvw`Z wQjbv, ZvB µqK…Z wjdUwU Pvjy Kivi j‡¶¨ B‡jKwU«K ms‡hvM mswkøó cª‡qvRbxq hš¿cvwZ/gvjvgvj µq Ki‡Z nq|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। কারণ সমূদয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ও লিফট সরবরাহসহ ইন্সটল করার একটি প্যাকেজ ছিল। ফলে ঠিকাদারকে ভিন্নভাবে কোন যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করে দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ-২৮৯

শিরোনামঃ অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে সিপিএফ ফান্ডে অতিরিক্ত চাদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত পরিশোধ ২,৪৩,৫৩৬ ( দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত ছত্রিশ) টাকা।

বিবরণঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন,কাওরান বাজার,ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ নিরীক্ষা সালের নিদিষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী (Sanction) ও ব্যয় (Expenditure) ভিত্তিক নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অমান্য করে সিপিএফ ফান্ডে অতিরিক্ত চাদা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত পরিশোধ ২,৪৩,৫৩৬ টাকা।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন,কাওরান বাজার, ঢাকা এর সিপিএফ ফান্ডে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০% হারে কর্তন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০% প্রদান করা হয়েছে ১৪,৫৮,৩০১ টাকা । কিন্তু অর্থমন্ত্রণালয়ের ১৭-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০. ০০০০. ১৭১. ১৩.০০১.১২-১১২ এর মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ চাঁদা দাতার মূল বেতনের ৮.৩৩% অর্থ জমা দান করবে বলে উল্লেখ রয়েছে। আবার অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখা-৪ এর পরিপত্র নং-০৭.০০.০০০০. ১২৯.০০.০০৫.১২-১২৩,তারিখঃ২৯/১০/২০১৭খ্রিঃ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের Contribution চাঁদা দাতার মূল বেতনের ৮.৩৩% এর সমান হবে। অতএব উক্ত আদেশ অমান্য করে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ২,৪৩,৫৩৬ টাকা ।

নিরীক্ষিত cÖwZôv‡bi Revet AwZwi³ cwi‡kvwaZ A\_© mgš^q Kiv n‡e| ZvQvov GLb n‡Z wmwcGd Lv‡Z A\_© gš¿Yvj‡qi wb‡`©kbv Abyhvqx wb‡qvMKZ©vi Pvu`vi cwigvb 8.33% nv‡i c«`vb Kiv n‡e|

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সমন্বয় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সমন্বয় করে অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ নং- ২৯০

শিরোনাম: সরকারী ডরমেটরীর ভাড়া বিধি অনুযায়ী কর্মচারীগণের বেতন বিলে কর্তন না করায় ক্ষতি-১৭,৪৭২ টাকা। (সতের হাজার চারশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র।)

**বিবরণ:** **মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মৎস অধিদপ্তরের আওতাধীন মজ্ঞুরী ও বরাদ্দ ভিত্তিক নিদিৃষ্টকরণ অডিটের আওতায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ডুমুরিয়া,খুলনা এর ২০১৭-২০১৮ সালের** নিদির্ষ্টকরণ অর্থাৎ মঞ্জুরী ( Sanction ) ও ব্যয় ( Expenditure) ভিত্তিক **হিসাব ২০/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৫/২০১৯ তারিখ পযর্ন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বেতন বিল সমুহ ও সংশ্লিষ্ঠ হিসাবগুলি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,**

* **মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা ডরমেটরী রয়েছে কিন্তু বিধি মোতাবেক বেতন বিলে বাড়ী ভাড়ার ১০% হারে কর্তন করা হয় নাই ফলে নিরীক্ষা বছরে ১৭,৪৭২/- টাকা আদায় করা হয় নাই।** **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ঠ “২৯০“ তে দ্রঃ)।**

**অনিয়মের কারণঃ**

**সরকারী ডরমেটরীর ভাড়া বিধি অনুযায়ী কর্মচারীগণের বেতন বিলে কর্তন না করায় ক্ষতি হয়েছে।**

**ফলাফল:**

**সরকারী বিধি অনুযায়ী ভাড়া কর্তন না করায় আলোচ্য ক্ষতি সাধিত হয়েছে।**

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ বিধি অনুযায়ী ভাড়া কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে জানানো হবে।**

**নিরীক্ষার সুপারিশ: অবিলম্বে আপত্তিকৃত বাড়ী ভাড়ার টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলো।**